শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-মধ্য-অন্ত্য-লীলা।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-রচিত।

কলিকাতা.

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীনটবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৮

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণববৃন্দের পরম আদরের গ্রন্থ; কেন না, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর চরিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীচৈতন্যদেবের লোকপাবনী লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শেষ-লীলা—যে লীলায় তিনি নীলাচলে অবস্থান করিয়া, সদা প্রেমময় চেষ্টা' এবং 'প্রলাপময় বাদ' দ্বারা মর-জগতে প্রেমের অমর-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া গিয়াছেন, সেই সুমধুর ও সুগভীর লীলা এবং দক্ষিণ-ভ্রমণাদি আরও অনেক লীলা বর্ণিত হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত মত কি, প্রেম লাভ করিবার—প্রেমময় ভগবানকে পাইবার প্রকৃষ্ট পথ কি, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-রহস্য এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই বর্ণিত হইয়াছে।

এ যাবৎ এই শ্রীগ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যেরূপ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া,—প্রাচীন ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষার প্রতি যেরূপ সহৃদয়ের দৃষ্টি লইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হয়, দুই-একখানি সংস্করণে অতিকষ্টে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেও, অধিকাংশ সংস্করণে তাহার অতিক্ষীণ আভাসও পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত, মূল্যাধিক্যনিবন্ধনও ধনহীন বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত সংস্করণ গ্রহণ করিতে পারেন না। অগত্যা বটতলার অশুদ্ধি-প্লাবিত সুলভ-সংস্করণই তাঁহাদের একমাত্র গতি। তাঁহাদের গ্রহণোপযুক্ত একখানি যথার্থ সুলভ-সংস্করণের বড়ই অভাব। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই 'নূতন' সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই 'নূতন' সংস্করণে যে বর্ণগত বা ভাষাগত অশুদ্ধি কিছুই নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না, বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হয়। কিন্তু, বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা অকপটেই বলিতে পারা যায়। বটতলার অতি প্রাচীনকালের ছাপার পুস্তকে যে সমস্ত ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে, এ যাবৎ প্রকাশিত কোন সংস্করণেই সে সকল সাংঘাতিক ভ্রম সংশোধিত হয় নাই। আমাদের এই 'নূতন' সংস্করণে, অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে সেগুলি সংশোধিত হইয়াছে। অধিকন্তু,—কমা, কোটেশন, ড্যাস প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্বোধ পদের অর্থবোধের সুগমতা-সম্পাদন এবং আবশ্যক স্থলে পাঠান্তর সংযোজন করা হইয়াছে। ভ্রান্তিগুলি কিভাবে সংশোধিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

অশুদ্ধ পাঠ।	শুদ্ধ পাঠ।
১। লোভী কায়স্থগণ।	লেভ কায়স্থগণ। ১৯৫। ১। ৭।
২। লাগি।	লাগি। ২০৯। ২। ৮।
৩। দুঃখায় চাহিয়া।	দুঃখানুভবিয়া। ২৯৬। ১। ২৯।
৪। সৌদাইয়া।	সন্ধানাদি। ৩১২। ২। ৩।
৫। জগদানন্দ ভিতর-বাহিরে।	জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে। ৩২৪। ১। ১৬।
৬। আঁটি চুষিতে লাগিলা	সে আঁটি-সহিত গিলিল। ৩২৫। ২। ১৩।
৭। মোর	রোন। ৩৪৫। ২। ৮।
৮। জড়ায়।	গুড়ায়। ৩৫১। ১। ৬।
৯। মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট।	প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট। ৩৫৫। ১। ১৩।

একণে আমাদের এই 'নতন' সংস্করণ বৈষ্ণববর্গের উক্ত অভাব কথঞ্চিৎ যদি দূর করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব। আর যদি তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ থাকে, তবে সময়ান্তরে একখানি সুগঠিত, সুবিশুদ্ধ ও সূচী-ব্যাখ্যাদি-সমন্বিত সংস্করণ লইয়া যে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিব, ভরসা ও মনের মধ্যে রাখিয়া থাকি। ইতি।

শ্রীচৈত্র-সংক্রান্তি }
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৮ }

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
সম্পাদক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

চাপত্র ।

অন্ত্য-লীলা।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং.
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-,
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-,
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী,
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-,
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে,
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী,
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং,
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ, সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥১৪
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ।
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দ, তিনে মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিতপূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার—
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥
প্রথম দুইশ্লোকে ইষ্টদেবনমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥
তৃতীয়-শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥
চতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ-ষষ্ঠ-শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যখ্যান ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ।
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥

সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত-নিরূপণ ॥
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ *
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি—
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান।
তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম।
অদ্বৈত-আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥
নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দ, যাঁর মুঞি দাস ॥
গদাধরপণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ংভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করি সে বিচার ॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭।২২)—
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

---

* কৃষ্ণ গুরু ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

তত্রৈব (২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-,
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১৯॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥২০

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।—

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩০—৩৫)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥২১

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥ ২২॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ২৩

তথাহি (ভাঃ—৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ২৪॥

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

তথাহি (ভাঃ—৯।৪।৫১)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥২৫

তত্রৈব (১।১৩।৮)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥২৬

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার—।
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার—।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণাবতারে গণি॥
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ—।
একেত প্রকাশ হয়, আরে ত বিলাস॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি—একই স্বরূপ॥
মহিষীবিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ'॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ২৭

তত্রৈব (১০।৩৩।৩)—

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥২৮

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (৯)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ ২৯

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় 'বিলাস' তার নাম॥

তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥৩০

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার—।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজে গোপীগণ আর-সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ংভগবান॥
স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কায়ব্যূহ,—তার সম।
ভক্তসহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥
ভক্ত-আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এসভার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ॥
প্রথম-শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়-শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগত-আনন্দ॥
সূর্য্য-চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।
এইমত দুইভাই জীবের অজ্ঞান—।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু-দান।
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব।'
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥৩১

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—

'প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ' ইতি॥৩২

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম॥
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দস্বরূপ॥
সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে॥
দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুইভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুইভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তম করে নাশ॥
এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন!॥
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

অনাদিব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তম্—
'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা' ইতি॥৩৩।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেমরস-তত্ত্ব॥
ভিন্নভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ ॥
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম-মহত্ত্ব ॥
'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম—।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ংভগবান্ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৩ ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৬)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-,
কোটিষশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥

কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে-ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহো মোর পতি
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৬।৩১)—
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৬

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।১৫)—
তমিমমহমজং শরীরভাজাং,
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং,
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৭ ॥

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥
পরব্যোমেতে বৈসে—নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
'পূর্ণ তত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম ॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥
জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেইসব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥

উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥
ইহোঁ ত দ্বিভুজ, তিহোঁ ধরে চারি হাথ।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিহোঁ চক্রাদিক-সাথ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।১৪)—
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-,
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-,
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ—
শিশু-বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ— ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়
তুমি পিতা-মাতা —আমি তোমার তনয় ॥
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন? ॥
ব্রহ্মা বলেন—তুমি কি না হও নারায়ণ?।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ— ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি—তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥
'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ— ॥
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগত-রক্ষিতা।
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্!—।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ইথে যত জীব, তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্বজগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি-গতি ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ।
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥
কারণাব্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥
এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্—
বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৯ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়াপার ॥

তথাহি (ভাঃ—১।১১।৩৪)—
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১০ ॥

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয়? ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবতসার।
পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥

'অবতারী—নারায়ণ, কৃষ্ণ—অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইহঁ মনুষ্য-আকার॥'
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ॥

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১১

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুনু ভাগবতের বচন॥

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্‌।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১২

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে সূতগোসাঞি* মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান সর্ব্ব-অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ—স্বয়ংভগবান্॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার?॥
তারে কহে—কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতন্যায়ঃ—
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥১৩

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়॥
'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত॥

যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইহঁ৷ অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয়-সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ংভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয়-সংবাদ॥
'কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ংভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ংভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ'—ঐছে করিত ব্যাখ্যান॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হইতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন॥

তথাহি (ভাঃ—২।১০।১,২)—
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্‌।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ১৪

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥

* শুকদেব।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ—১০।১।১)—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥১৫
কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়ুবিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥
এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগত-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি—তার বিভেদ অনন্ত ॥
এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি-সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৬ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ? ॥
সেহ ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥
অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥
কেহো কহে—পরব্যোমনারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥
চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥
চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ—।
স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তু-নির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ! ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥

ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—চারি যুগ জানি॥
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর-চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর॥
বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ-চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,—চারি রস।
চারিভাবের ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস-সখা পিতা-মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান—॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়া॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

তথাহি গীতায়াম্ (৪।৮)—
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ২॥

তত্রৈব (৩।২৪)—
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥৩॥

তত্রৈব (৩।২১)—
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৪॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (৯৪)—
সন্ত্ববতারা বহবঃ, পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা, লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥৫

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম-সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথমলীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডু ভৃঞ্' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৯)—
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৬

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিহোঁ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।২৫)—
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৭॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

তপ্তহেম-সম কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ-বিখ্যাতে॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ - কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নামের গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি, আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥

মহাভারতে, দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৮॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।২৮, ২৯)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥ ৯

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১০॥

শুন ভাই। এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন।
কেহো তাঁরে বোলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীত-বরণ॥

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়াং
(২।১) নির্ণীতমস্তি—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-,
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১১॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তুতি॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম—সেই মহাতম॥
বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

তথাহি তত্রৈব (২।৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো,
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥

তথা শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে (১)—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং,
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন।
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-,
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-,
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৩

অস্যার্থঃ—

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়া-কার্য্য নহে,—সব চিদানন্দময় ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥
নিত্যানন্দগোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥
পাষাণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দরায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে—সে-ই ধন্য ॥
সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥
কোটিঅশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনামসম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥
ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে (২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৫

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি ব্যাস-প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥

তথাহি উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ১৬

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ-অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫)—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ,
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ,
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৭ ॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

তথাহি তত্রৈব (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-,
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৮ ॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজনস্থানে ॥

তথাহি পাদ্মে :—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯

আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥
পিতা-মাতা-গুরু-আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম ॥
মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈতআচার্য্য প্রকট হৈলা সেই-সাথ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়ব্যবহার ॥
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি —যাতে যায় ভবরোগ ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন— লোকের কৈছে হিত হয় ?।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ? ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তনসঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে?।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে —
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেইজন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥'
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু—।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥

তথাহি (ভঃ—৩।৯।১১)—
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ১৯॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার—।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে—।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-
মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং
নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ!॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস॥
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার—।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার॥
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল।
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেইকালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ—॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে,—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে।
তারে সে-সে-ভাবে ভজি—এ মোর স্বভাবে॥

তথাহি গীতায়াম্ (৪।১১)—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২ ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সেই-ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৩১)—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ॥ ৩

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
'তুমি' কোন বড়লোক ?—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা,—না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ-গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই-দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।৩৬)—
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৪

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়—।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায়॥

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥
এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে-কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন।
সেই-দ্বারে আচাণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে॥
নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্ত-ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
চারি-ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজনিজ ভাব সভে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সবরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (২২)—
যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ৫

অতএব 'মধুররস' কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তথাহি স্তবমালায়াং চৈতন্যস্তবে (২)—
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

তত্রৈব দ্বিতীয়স্তবে (৩)—
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

ভাব-গ্রহণ-হেতু কৈল ধর্ম্ম-স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥
ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা-লাগি পঞ্চম-শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-,
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

রাধা কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥
ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ— ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ৮

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥

তথাহি (ভাঃ—৪।৩।২৩)—
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং,
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো,
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার—'প্রেম,' প্রেমসার—'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব' ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ, শ্রীরাধা-
প্রকরণে ২য়-অঙ্কে—
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)—
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-,
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস-আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ— ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার—।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণসার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন-গণের বিস্তার ॥
(লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশবিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি ॥)
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভববিলাসস্বরূপ ॥
আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা,—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥

তথাহি বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ১২

অস্যার্থঃ—

'দেবী' কহি দ্যোতমান পরম-সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি-নগরী॥
'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে।
যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

তথাহি (ভাঃ—১০.৩০।২৪)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥১৩॥

অতএব সর্ব্ব-পূজ্যা পরম-দেবতা।
সর্ব্ব-পালিকা সর্ব্ব-জগতের মাতা॥
'সর্ব্ব-লক্ষ্মী'-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা 'সর্ব্ব-লক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়ুবিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্ব-শক্তিবর্য্যা॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
'সর্ব্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ,—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥

মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ-পরচার॥
ষষ্ঠ-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপগোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই-ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই-গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম—।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম।
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
কৈশোর-বয়স, কাম, জগত্ সকল।
রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৫)—

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে,
১ম-লহর্য্যাম্ (১২৪)—

বাচা সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে
বিহারং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্য-,
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি ! রাধিকা চ ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-,
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৬ ॥

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন ।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান—।
কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিদান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব ।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
যে-বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট ।
সদা আমা নানা-নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭)—

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ,
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী,
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥ ১৭ ॥

নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥
আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় ।
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥
রাধাপ্রেম বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত ।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর ।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাম্ (২)—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং,
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো,
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৮ ॥

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম-'আশ্রয়' ।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ।
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ।
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় ।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী ।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকী ॥
এই এক, শুন আর লোভের প্রকার— ।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার— ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা ।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণেক্ষণ ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥
মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি ।
ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে—কেহো নাহি হারি
আমার মাধুর্য্য নিত্য নবনব হয় ।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী ।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—
অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ১৯॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ-মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন—।
'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥'

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৫)—
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ক্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ২০॥

তত্রৈব। ১০।৮২।২৭ ,—
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং,
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা,
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ২১॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে—সে-ই ভাগ্যবান॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।৭)—
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ,
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনু বেণুজুষ্টং,
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ২২

তত্রৈব (১০।৪৪।১৩)—
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-,
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ ২৩

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ॥
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহো অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥
গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ়ভাব' নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥২৪

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৯)—
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ২৫॥

আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২০)—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-,
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং,
মাসূয়িতুং মার্হথ তং প্রিয়ং প্রিয়াঃ ২৬

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে—।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪.১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৭॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২১)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ২৮॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ-দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন॥
এ-দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।'
এইলাগি করে দেহের মার্জ্জন-ভূষণ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং (৩৬)—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥ ২৯॥

আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।

তাঁসভার নাহি নিজ-সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান—।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে—যার নাহিক সমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং,
কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং,
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥৩০

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যেপ্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাঢ়য়ে প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা—তাঁহা এই রীতি
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
২য়-লহর্য্যাম্ (২৪)—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং,
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-,
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥ ৩১॥

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ৩য়-লহর্য্যাম্ (২৭)—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩২ ॥

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১০—১৩)—

(মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥৩৩॥)
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৪॥
(স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥৩৫॥)

তথাহি (ভাঃ—৯।৪।৪৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক-গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন

গোপিকা জানেন কৃষ্ণমনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥

আদিপুরাণে—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥৩৮

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা—রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৩৯

তথাহি আদিপুরাণে—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ৪০॥

রাধা-সহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ৪১ ॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥
সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-,
শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই-দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ ॥
ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূলশ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-,
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে-লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে--।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে, ঐছে কোন জন ? ॥
আমা হৈতে যার হয় শতশতগুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য - সাম্য নাহি যার ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর-রস আমা করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল ॥
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি,—সব বিপরীত ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥
পরস্পরবেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥
'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।'
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ।
তাম্বুলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন—কিছুই না জানে ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥
'দোঁহার যে সম রস' ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥

তথাহি ললিতমাধবে (৯।৫)—

নির্ধৃতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো,
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্,
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে
মুহুর্মোদতে ॥ ৪২ ॥

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং,
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং,
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ৪৩ ॥

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে-জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে-সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিত্তে ॥

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধপ্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যেপ্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণদ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতারসময়॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
পিতা-মাতা-গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥
এই ত করিল ষষ্ঠশ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপগোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপগোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ॥

তথাহি স্তবমালায়াম্ (২।৩)—
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৪৪॥

গ্রন্থকারস্য—
মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্॥ ৪৫॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
ষষ্ঠশ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা॥
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী,
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-,
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীবলরামগোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টি-লীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্ব্ব-রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
সপ্তমশ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে,
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

প্রকৃতির পার—পরব্যোমনামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি-গুণবান্॥

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥

(তথাহি অনাদিসিদ্ধপ্রাচীনোক্তপদ্যম্—

স্বস্বমূর্দ্ধি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা।
অচিন্ত্যশক্ত্যা ভাত্যূর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে॥

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের-সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ।
গোপ-গোপী-সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৫)—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-,
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২

মথুরা-দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
পরব্যোমমধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তা-সভার হয় স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১০৮)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ ৩

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ৪॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ॥
তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ॥
চিচ্ছক্তি-বিলাস এক 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥
'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি-যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার॥

তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ।
তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম ॥
অষ্টম-শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ ।
নবম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াম্—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
অনন্ত অপার—তার নাহিক অবধি ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।
মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন ॥
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥
সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি— ।
জগতের উপাদান, প্রধান প্রকৃতি ॥
জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার ।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায় ।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ ।
তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস-সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।১১)—
ক্বাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবার্ভূ-,
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৬ ॥

অংশের অংশ যেই—'কলা' তার নাম ।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন ॥
যাঁহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু ।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম ।
সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কে সাত্বততন্ত্রে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭ ॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি ।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৮

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥
সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥
আদ্য অবতার—মহাপুরুষ ভগবান।
সর্ব্ব-অবতারবীজ সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৯ ॥

তত্রৈব (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১০ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তেঁহো জগত-আধার ॥
প্রকৃতিসহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥

তথাহি (ভাঃ— ১।১১।৩৮)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১১ ॥

এইমত গীতাতেহো পুনঃপুন কয়—।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥
আমি ত জগতে বসি, জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমায় জগতে ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥
সেই ত পুরুষ যার 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥
এই ত নবমশ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশমশ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী,
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-,
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে—সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম-বিস্তার হয়ে দুই এক-সম ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজবাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষশয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥
অনন্তশয্যাতে । করিল শয়ন
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥
সহস্র নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥
রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী জগত-কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট-কল্পন ॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস ॥
দশমশ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
একাদশশ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্-

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং,
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি॥
তাঁহা ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম॥
সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগত-পালক তেঁহো জগতের স্বামী॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্মসংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার॥
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন॥
তবে অবতরি করে জগত-পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর—নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস॥
সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁর এক-ফণে রহে সর্ষপ-আকার।
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণ গান—অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা'।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি, কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহো ত সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী॥
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে।

কেহো কহে—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব-অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি সভারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে—মুঞি চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসম্বাহন॥
আপনাকে 'ভৃত্য' করি, 'কৃষ্ণ প্রভু' জানে।
'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে মানে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১১।২১)—
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥১২॥

তথা হ তত্রৈব (১০।১৫।১৩)—
ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥ ১৩॥

তত্রৈব (১০।১৩।৩৪)—
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি
বিমোহিনী॥ ১৪॥

তত্রৈব (১০।৬৮।২৬)—
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-,
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥ ১৫॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ—কেহো বা কিঙ্কর॥

গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু সম আর্য্য॥
সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।
সভা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু 'গুরু' করি মানে, তেঁহো ত 'কিঙ্কর'॥
আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন॥
রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৫)—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্,
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১৬

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি—মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম-জীবেরে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥
বেদগুহ্য কথা এই—অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ॥

অবধূতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহা-প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার—আর অঙ্গে কম্প॥
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥
গুণার্ণবমিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস—॥
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায়—করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তার কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই একতনু—সমানপ্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥
নৈহাটী-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম ।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥
দণ্ডবত হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে ।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥
'উঠ উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার ।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শ্যাম চিক্কণ কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর ।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্লবীর ॥
সুবলিত হস্ত-পদ, কমলনয়ান ।
পটবস্ত্র শিরে, পটবস্ত্র পরিধান ॥
সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা ।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ, তিলক সুঠাম ।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর-পয়াণ ॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ ।
দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত, তাম্বূলচর্ব্বণ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে, দোলে যেন মত্তসিংহ ।
চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে সভে সপ্রেম আবেশ ॥
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায় ।
সেবক যোগায় তাম্বূল—চামর ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব ।
কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি ।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ! না কর ত ভয় ।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাথসানি দিয়া ।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজ-গণ লঞা ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে ।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু—করিয়ে বিচার ।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম ।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথমহাশয় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই; তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে ? ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।
উত্তম-অধম কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥
বৃন্দাবনপুরন্দর মদনগোপাল ।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাসবিলাস ।
মন্মথমন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৭ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
দুইপাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥
নিত্যানন্দদয়া মোরে তারে দেখাইল ।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল ॥

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার কথা নহে—অকথ্য কথন ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে ।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত-মোহন ॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে ।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন ।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান ।
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
২য়-লহর্য্যাম্ (৮৭)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধরকিসলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে,
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥১৮

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন ।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি-জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল ।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদ-ছায়া ।
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়' প্রভুর বচন ।
সেই সূত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয় ।
সেই সব লভ্য—এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥
নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্ ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥
পঞ্চশ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য ।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায় ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে ।
এক-এক-মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ॥
সে-পুরুষের অংশ অদ্বৈত—নাহি কিছু ভেদ ।
শরীর-বিশেষ তাঁর—নাহিক বিচ্ছেদ ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে ।
কোটি-ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥
জগত-মঙ্গলাদ্বৈত—মঙ্গলগুণধাম ।
মঙ্গলচরিত্র সদা, মঙ্গল যাঁর নাম ॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার ।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥

মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত উপাদান।
মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান—প্রধান॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
(যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগত-সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত নির্ম্মাণে॥
অদ্বৈত-রূপে করে শক্তি-সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ॥)
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত।
'অঙ্গ'-শব্দে 'অংশ' করি কহে ভাগবত॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ২॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয়॥
অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ?।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল 'আচার্য্য'॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥

কমলনয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ।
'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম-অবতংস॥
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ—সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ-সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার॥
আচার্য্যগোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥
আচার্য্যগোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ-চক্রাদ্যস্ত্র-সম॥
এইসব লঞা চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এইসব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥
'মাধবেন্দ্রপুরীর ইঁহো শিষ্য' এই জ্ঞানে।
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু 'গুরু' করি মানে।
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্য-দাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী—হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সভাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইলা পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥

এ সব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সভায় করয়ে উন্মত্ত॥
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে—'হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান;
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥'

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান;
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দমহাশয়;
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহো নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্য,—ঈশ্বরজ্ঞান নাহি যার।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে—॥
শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক্ মোর মতি॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৭।৫৮,৫৯)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥৩॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ৪॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণসেবন॥

তথাহি তত্রৈব (১০।১৫।১৫)—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ৫।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সভা-উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন বীর যোষিতাং,
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো,
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৬॥

তত্রৈব (১০।৪৭।২০)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে,
স্মরতি স পিতৃগেহান সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে,
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ৭॥

তাঁ-সভার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ৮॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী;
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী॥

তত্রৈব (১০।৮৩।৩৪)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥ ১০॥

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাসভাব বিনু আছে কোন জনা?॥
সহস্রবদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব-অবতংস॥
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব—তাঁর সেবকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই-পাপে নাশ ॥
'চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥'
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির ॥
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁর অবতার এক—শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥
বাক্যে কহে—মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত—মনে ভাবে নিরন্তর ॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়ে ত সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সভার ভক্তির আচার ॥
এ-সভাকে শাস্ত্রে কহে—ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সভার ॥
অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।১৪)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্। ১১

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য-চর্ব্বণ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥
অন্যের আছুক কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য-পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য-পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞির মহিমা অপার
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥
অদ্বৈত-মহিমানন্ত—কে পারে কহিতে।
সেই লিখি—যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥
'তোমার মহিমা কোটি-সমুদ্র-অগাধ।'
তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ ॥

জয়জয়জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয়জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-আর্য্য॥
দুইশ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ!॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীমদ-দ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা॥

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত—সেই বড় ধন্য॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি-ছয়তত্ত্বের কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, শুন পাঁচের বিচার॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যসঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটিকোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন।
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার॥
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তনপ্রচার॥
যাঁহা-সভা লৈয়া করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁহা-সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যতযত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃপুন পিয়াপিয়া হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার—প্রেম শতগুণ বাঢ়ে॥
উথলিল প্রেমবন্যা—চৌদিগে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সভারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥
যতযত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
ততততত বাঢ়ে জল—ব্যাপে ত্রিভুবনে॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সভারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন—।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥

কেহো কেহো এড়াইল—প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সভা ডুবাইতে পাতিল কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল—ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে?॥
সভা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সভা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি।
সবে এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে—॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন-নাচন।
না করে বেদান্তপাঠ— করে সঙ্কীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥
এ সব শুনিঞা প্রভু হাসে মনেমনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরাগমন।
মথুরা দেখিয়া পুন কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
সনাতনগোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা-লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা॥
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম॥
ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন—॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয়-শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া—।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সে বিপ্র জানেন—প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥
আরদিনে গেলা প্রভু সে-বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন—বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
সভা নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি বসিলা সেইস্থানে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—।
মহাতেজোময় বপু—কোটিসূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন॥
প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব্বসন্ন্যাসিপ্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান—॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ!।
অপবিত্র স্থানে বৈস—কিবা অবসাদ?॥
প্রভু কহেন—আমি হই হীনসম্প্রদায়।
তোমা-সভার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?
কেশব-ভারতীর শিষ্য—তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কিংকারণে আমা-সভার না কর দর্শনে?॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন॥
বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম?॥

প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
হীনাচার কর কেনে, কি ইহার কারণ ? ॥
প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ ! ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন— ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনম্ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে-লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥
ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদোন্মত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার— ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥
পাগল হইলাঙ আমি—ধৈর্য্য নহে মনে ।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে— ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি ! কিবা তার বল
জপিতে-জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন— ॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব ।
যেই জপে,—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥
'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায় ।
উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায় ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
'ভাগবতের সার এই' বোলে বারেবারে ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৩৮)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩ ॥

এই তার বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করি ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায় ।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে-আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৪

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ ।
চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুরবচন— ।
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয় ।
কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ? ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিল বচন— ।
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥
ইহা শুনি বোলে সর্ব্বসন্ন্যাসীর গণ— ।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥

তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥
প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম-মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাঁহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান॥
তাঁহার বিভূতি-দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে 'নিরাকা[র]'
চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার?॥
তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দা[স]
আর যেই শুনে, তার হয় সর্বনাশ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি, ইথে পরমাণ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্, (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে প[রাম্]
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জ[গৎ]

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা[পরা]
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্য[তে]

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ॥
'পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।'
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?॥
প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।'
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥
এইমত প্রতিসূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ!।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি॥
মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল—॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান।
ষড়্বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'॥

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়'-নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গাম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান॥
এইমত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া—॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণকৃষ্ণনাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
এইমত তা-সভার ক্ষমি অপরাধ।
সভাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ॥
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষলক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষলক্ষ লোক আসি মিলে সেইস্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাঁহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরিহরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন॥
রাত্রি-দিবসে লোকের দেখি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশ করিলা গমন।
গ্রামেগ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধপর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার॥
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ॥
সভাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছেতৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বা-
খ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥
জয়জয় অদ্বৈতআচার্য্য কৃপার্ণব।
জয়জয় গদাধরপণ্ডিত মহাশয়॥

জয়জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
প্রণত হইয়া বন্দো সভার চরণ ॥
মূক কবিত্ব করে যা-সভার স্মরণে ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥
এ-সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল ।
তা-সভার বিদ্যাপাঠ ভেককোলাহল ॥
এ-সব না মানে যেবা—করে কৃষ্ণভক্তি ।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে—নাহি তার গতি ॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ-আদি রাজগণ ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি ॥
'মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ ।'
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসি-বুদ্ধে মোরে করিবে নমস্কার ।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেইজন ।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥
অতএব পুন কহো ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া ।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥
যদি বা তার্কিক কহে—তর্ক সে প্রমাণ ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন ।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
১ম-লহর্য্যাম্ (১।২।৩)—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া ।
কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া ॥

তথাহি (ভাঃ—৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো,
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা ।
জগাইমাধাই-পর্য্যন্ত, অন্যের কা কথা ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার ।
বিলাইল যারেতারে, না কৈল বিচার ॥
অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্যনাম যেই লয় ।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয় ॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।
আউলায় সকল-অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার ।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ;
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ১

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ।
এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার
অরে মূঢ়লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা

ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী-যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে-বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥
সেইসব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব-নাম—সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্রপ্রকার।
দিব্যসামগ্রী দিব্য-বস্ত্র অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর॥
সভার সম্মানকর্ত্তা, করেন সভার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫॥

পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ?।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরমবিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বরগোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই॥
যাদবাচার্য্য-গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভুগর্ভগোসাঞি।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তাঁ-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণসেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি, যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধি হয় বাঞ্ছিত-সকল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম অষ্টম-পরিচ্ছেদঃ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তিহেতু যাহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এ-সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি—করি আপন-শোধন॥
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে।
প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানী॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী, আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী, আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি-উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ-বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল।
মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শতশত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত?॥
মুখ্যমুখ্য শাখাগণের নাম-গণন।
আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ॥

সেই দুই স্কন্ধে বহুশাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥
বড়শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন ॥
উডুম্বরবৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি।
একফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥
মাগে বা না মাগে কেহো,—পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥
অঞ্জলি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাসে ॥
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ-পরিবার !।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥
এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সভে সকল ভুবন ॥
একলা মালাকার আমি কাঁহাকাঁহা যাব ?।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ? ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায়, কেহো না পায়, রহে মনে ভ্রম।
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে—।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারেতারে ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ?।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ? ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সভে ফল দেহ যারেতারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর-অমরে ॥
জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যাঁর।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৫)—
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩।

বিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪৫)—
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪।

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত ইচ্ছাতে—।
'সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥'

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৩)—
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥
যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে নাচে গায় ॥
কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহো ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার ॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥
যে-যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল'।
সেহো ফল খায়, নাচে—বোলে 'ভাল-ভাল' ॥
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে-যে শাখাগণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্প-বৃক্ষবর্ণনং নাম নবমপরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নামবিবরণ॥
চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়।
গুরু-লঘু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয়॥
যতযত মহান্ত—কৈল তাঁ-সভার গণন।
কেহো না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম॥
অতএব তাঁ-সভারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার॥

তথাহি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্॥ ২।

শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুইভাই দুই-শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারিভাইর দাসদাসী গৃহপরিকর॥
দুইশাখার উপশাখায় তাঁ-সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
চারিভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা॥
আচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক বড়শাখা।
তাঁর পরিকর—তাঁর শাখা-উপশাখা॥
আচার্য্যরত্নের নাম—শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥
পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি॥
বড়শাখা গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি॥
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তাঁর সম কেহো নাঞি।
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশপ্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে—॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ!।
তারা গায়, মুঞি নাচোঁ, তবে মোর সুখ॥
প্রভু বোলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো—সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া॥
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ॥
চৈতন্যপার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
'পিতা' করি যাঁরে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর॥
দামোদরপণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড॥
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাল্য নদিয়া॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত।
প্রভুর 'পাদোপধান' যাঁর নাম বিদিত॥
সদাশিবপণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি॥
নারায়ণপণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥

শ্রীমান্-পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্ ॥
নন্দন-আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুইপ্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥
শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্যগোসাঞি ॥
বাসুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥
হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্যগোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥
প্রহ্লাদসমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে, তাঁর দেহ লৈয়া কোলে
নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥
প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥
শ্রীমান্‌সেন প্রভুর সেবকপ্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল 'হরি' ॥
শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সভে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥
প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে—।
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে প্রভুর আবেশ ॥
'প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর ॥
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর ॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দদত্ত ॥
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥
এই-দুই-ঘরে প্রভু একাদশীদিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥
বনমালীপণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাথে ॥
শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান ॥

গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস।
'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
এইসব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুল করে যাঁহাতাঁহা দান॥
কুলীনগ্রামবাসী—সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথবসু আদি যত গ্রামী জন।
সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন॥
প্রভু কহে—কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম—সেহো কৃষ্ণ গায়॥
অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম।
তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম-জীব-রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিমদিশা সব আচ্ছাদিল॥
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুইশাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিসেবার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস।
সর্ব্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ-বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

'বৃন্দাবনে দুইভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥'
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে॥
তবে দুইভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল।
মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির-অন্তর॥
দুইভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন।
পল-দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষনাম।
দুইসহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন-মান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোনদিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার॥
ইহসভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপসনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন॥
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র—উপশাখায় লেখা॥
শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন।
জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্॥
শ্রীবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন।
মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর-বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস॥
জগন্নাথ-তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ-সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই॥
রামদাস-অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বাঁশী।
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা—
রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহাকৃপাপাত্র প্রভু জগাই-মাধাই।
পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী দুইভাই॥
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপকথন।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত—না যায় কথন॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুইস্থানে প্রভুসেবা কৈল নানারঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে-যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে তা-সভার কিছু করিয়ে কথন॥
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন—॥
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথবৈদ্য আর রঘুনাথদাস।
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন—॥
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন—।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দরায় পট্টনায়ক গোপীনাথ॥
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দসহ মোর দেহভেদমাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ॥
ভগবান্-আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারিমাহিতী।
মাধবীদেবী—শিখিমাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যার নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু-স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলেন কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্যগহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ-ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন॥
বলভদ্রভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়॥

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এইসবের প্রভু-সঙ্গে নীলাচলে বাস॥
বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন—।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুইমাস বাস।
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসম্বাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিলী, ভিক্ষা দেন কোনদিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপগোসাঞিের নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপগোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটিকোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য—তার উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেমজলে॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য॥

তথাহি—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ॥২॥

শ্রীনিত্যানন্দবৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফল-ফুলে ভরি ছাইল ভুবন॥
অসংখ্য অনন্ত গণ—কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্যমুখ্য জন॥
শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত'।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস।
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই-গণে দোঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী॥
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারিচৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্রগালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা॥

রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়॥
সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর-পিপ্পলাই অলৌকিক-রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস॥
গৌরীদাসপণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুলপাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥
নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ॥
জগদীশপণ্ডিত হয় জগত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মহাশয়।
নিত্যানন্দনামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দনামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়ে জন্ম যার কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন।
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপূর॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথপুরী'॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দগোসাঞি॥
নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ-উপাধ্যায়।
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥
পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ,—চারি ভাই নিতাইকিঙ্কর॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দবসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত-পরমানন্দ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্রকবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ—তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥
নর্ত্তকগোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥
সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই॥
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথোজন॥
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ব-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥
অনর্গল প্রেমা সভার—চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥

সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্রবদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-
স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ॥ ২॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্যগোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি॥
চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনেদিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল॥
সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার॥
প্রথমে ত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহো ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত-কল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই—সেই মত 'সার'।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেই ত 'অসার'॥
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা-সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে॥
অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ॥
'চৈতন্যগোসাঞির গুরু—কেশবভারতী।'
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥

"জগদ্গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু—চৈতন্যগোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই॥"
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গাম দেহে—অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি 'হরি' বোলে আনন্দিতমন॥
নাচিতেনাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত॥
দুঃখী হইলা আচার্য্য—পুত্র কোলে লৈয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল! কৈল—বোল হরিহরি॥
উঠিলা গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্রস্বরূপ-শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্তবিশ্বাস নাম আচার্য্যকিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া॥
সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন-পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে॥
সেই পত্রীতে লিখিয়াছে এই ত লিখন—।
'ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে ক'রেছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন॥'
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ—॥

আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া-বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরমদুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান—॥
মুক্তি' শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে-দণ্ড-প্রসাদ অন্যলোক পাবে কতি?॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুকে কহেন—তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা?॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ?॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে—প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন?।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহে সে বুঝিল॥
প্রভু কহে—বাউলিয়া! ঐছে কাহে কর?।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর?॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥

'এই শিক্ষা সভাকারে'—সভে মনে কৈল।
আচার্য্যগোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে॥
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেবদত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ॥
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ-পণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব-পণ্ডিত॥
বিজয়-পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম॥
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা—কত লৈব নাম?॥
মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা—ফুল-ফল পায়॥
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈবকারণ।
যে জন্মাইল জীয়াইল—তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্যরহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তারে যম॥
কেবল এ-গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই—সে-ই ত পাষণ্ড॥

কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি॥
যে-যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত—সে-ই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥
সেই-সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ।
তিন-স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ-গণন॥
শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী।
ভাগবত-আচার্য্য হরিদাসব্রহ্মচারী॥
অনন্ত-আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি আর ভাগবতদাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস॥
শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল
কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল-পায়ে যাঁহার বিশ্রাম॥
অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদুগাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ।
ঐছে অল্প শাখা-উপশাখার গণন॥
পণ্ডিতের গুণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

এই তিন-স্কন্ধের (কৈল) শাখার সংক্ষেপ গণন।
যাঁ-সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন॥
যাঁ-সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥
অতএব তাঁ-সভার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ?॥
তাহার মাধুর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত-স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয়জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥
জয় দামোদরস্বরূপ জয় মুরারিগুপ্ত।
এই-সব-চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ।
সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন॥
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ॥
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত-সাত-শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ-বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিলাস।

চব্বিশ-বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ-বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা—শেষ লীলার দুইনাম॥
আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই-দুইজনের সূত্র দেখিয়া-শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ॥

তথাহি—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ ২।

(বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগান্তরে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে॥
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ৩)

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
'হরিহরি' বোলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা-ছলে॥
বাল্যভাবছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণহরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব 'হরিহরি' বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সব বন্ধুজন॥
'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি'॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতেখড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন॥
পৌগণ্ডবয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজী টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য,—সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরেনগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥
চব্বিশবৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে।
লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে॥
চব্বিশবৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই 'মধ্যলীলা'-নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা'-নাম॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে।
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া?॥
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত॥

দামোদরস্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্যমুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই-অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-যে-স্থান
সেই-সেই-স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥
আদিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ!।
সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্ না যায় লিখন॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যনিধি বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত-ঋষীশ্বর—।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী-নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা—নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ববৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্যস্থানে করেন গমন॥
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥

সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নামসঙ্কীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
গ লোক দেখি' পায় দুখ॥
লোকের নিস্তারহেতু করেন চিন্তন—।
কেমতে এ-সব-লোকের হইবে তারণ?॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে সে সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
জগন্নাথমিশ্রপত্নী-শচীর উদরে।
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল—জন্মিজন্মি মরে॥
অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ-নাম।
মহাগুণবান তেঁহো বলদেবধাম॥
বলদেব-প্রকাশ- পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিহোঁ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার॥

তথাহি (ভাঃ- ১০।১৫।২৫)—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥ ২

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই—চৈতন্য নিতাই॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিতমন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ॥
চৌদ্দশত-ছয়-শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে—দেখি বিপরীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥
যাহাতাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান॥

শচী কহে—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথমিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি—জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া॥
হৈতেহৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ-মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া—।
এইমাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত-সাত-শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন?॥'
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরি-নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বোলে 'হরিহরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন।
'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশদিগ্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

যথারাগঃ।

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিতমনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥

দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস—।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানাদান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁতাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানাদ্রব্য থালী ভরি,
আইলা সভে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানাদ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য, গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানাদান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।

যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সভার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগত-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালকশিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনী-ফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা-কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুলকান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব্ব-অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণপ্রতিমাভান,
সর্ব্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও দুইভাই'।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥
পুত্র-মাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনেদিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে—।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্নভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ? ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সভার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব বর্ণনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (২০।১)—
কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরম্ ॥ ২ ॥

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ ॥
গৃহে দুইজন দেখেঁ লঘু পদচিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার্ পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥
মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে ॥
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিতমতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া—
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥
বত্রিশ-লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
এই-শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥

তথাহি সামুদ্রকে তৃতীয়শ্লোকে—
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ৩

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥
এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইহাঁ হৈতে হবে দুইকুলের উদ্ধার ॥
মহোৎসব কর সব— বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ-পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহাঁর এই ত কারণ ॥
শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥
তবে কথোদিনে প্রভুর জানুচঙ্ক্রমণ।
নানা চমৎকার তথা করাইলা দর্শন ॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বোলে, হাসে গৌরধাম ॥
তবে কথোদিনে কৈল পদ-চঙ্ক্রমণ।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥
একদিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—'খাও ত বসিয়া' ॥
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায়হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে—মাটী কেনে খায় ? ॥
কান্দিয়া বোলেন শিশু—কেনে কর রোষ ?।
তুমি মাটী খাইতে দিলে, মোর্ কিবা দোষ ? ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার ? ॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ? ॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে—
মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ? ॥
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয়—দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটীপিণ্ডে ধরি যবে—শোষি যায় পানী ॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে—
আগে কেনে ইহা মাতা ! না শিখাইলে মোরে ? ॥
এবে ত জানিনু, আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
এইমত নানা-ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে ॥
শিশু-সব লৈয়া পাড়াপড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥
শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥

কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে ?।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ?॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর-ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
নারীগণ কহে,—নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥
বাহির হইয়া আনিল (প্রভু) দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা—বিস্মিত সকল॥
কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুল-মালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল্ কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে—শুনহে নিমাই !।
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা-সভাকার ভাই॥
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে—তোমাসভাকে দিল এই বর—।
তোমাসভার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাতসাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া—॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারিচারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা-সভার মনে হৈল ভয়—।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ?॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥

এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সভে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইলা প্রভু-দরশন॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ॥
প্রভু কহে—আমা পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।১৯)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥৪॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ?॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে—কেনে অশুচি ছুঁইলা ?।
গঙ্গাস্নান কর যাই—অপবিত্র হৈলা॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান॥
কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে—দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বোলে—যাহ পুত্র ! বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে নূপুর-ধ্বনি বাজে ঝনঝন।
শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন॥

মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি?॥
শচী বোলে—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্যদিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে,—অনুমান করি॥
মিশ্র কহে—কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্—এইমাত্র চাই॥

একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন—॥
মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন তাড়ন কর, 'পুত্র' করি মান॥

মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
সে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন-শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥

বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥
মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ॥

এইমত দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মি[illegible] নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥

বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনেদিনে পিতা-মাতার বাড়য়ে আনন্দ॥

কথোদিনে মিশ্র পুত্রের হাথেখড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা-সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্রে কৈল।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্য-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ডবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন

তথাহি।—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥ ২ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা! মোরে দেহ এক দান॥
মাতা কহে—তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা॥
শচী বোলেন—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥
শুনি মিশ্রপুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈলু আশ্বাসন—॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥

আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন॥
একদিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥
আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী।
সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী—॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
'সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা॥
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা?।
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
'মাতাকে কহিও কোটিকোটি নমস্কারে॥'
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কিকারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি॥
কতোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক॥
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল॥
কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন—।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে, ৭ম অঙ্কে

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে কৈল বিবাহ শ্রীশচীনন্দন॥
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস।
এই ত পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ॥
পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥

অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥

এই ত কৈশোরলীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ॥
শতশত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে॥
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহা যায় তাঁহা লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শতশত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
'সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয়॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—শুনহ তপন!।
নিমাইপণ্ডিত পাশে করহ গমন॥
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো, নাহিক সংশয়॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী॥
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন॥
প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি—।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী?॥
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পড়াঞা পণ্ডিত॥
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানালীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥
অন্তরে জানিলা প্রভু- যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি॥
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুন বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয়॥
বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণসঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে।
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া—॥
ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাইপণ্ডিত তোমার নাম?
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম॥
ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥
প্রভু কহে—'ব্যাকরণ পড়াই' অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি॥
কাহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি-সব শিশু পড়ুয়া নবীন॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥
শুনিঞা করিল প্রভু বহুত সৎকার—।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ—কিবা সরস্বতী॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শতশ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল॥

তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥ ৩॥

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি কৈল।
বিস্মিত হইয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল—॥
ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল?॥
প্রভু কহে—দেববরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর॥
শ্লোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ?॥
বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥
প্রভু কহেন—কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ?
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিলে সেই বেদসার॥
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার?॥

প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ॥
কবি কহে—কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ?।
প্রভু কহেন—কহি শুন, না করিহ রোষ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুইঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকে মূল বিধেয়।
'ইদং'-শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়॥
বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ।
এইলাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥

তথাহি অলঙ্কারশাস্ত্রে—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৪

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হইল, শব্দার্থ গেল ক্ষয়॥
'দ্বিতীয়'-শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে॥
'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥
'ভবানীভর্ত্তৃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ।
'ভবানী'-শব্দে কহে—মহাদেবের গৃহিণী।
'তাঁর ভর্ত্তা' কহিলে—দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দশাস্ত্রে নহে শুদ্ধ॥
'ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।'
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান॥
'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুন বিশেষণ—।
'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত-দূষণ॥
তিন-পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক-পাদে নাহি—এই দোষ 'ভগ্নক্রম'॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত॥

তথাহি ভরতমুনিবাক্যম্—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥ ৫॥

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার॥
শব্দালঙ্কার—তিন-পাদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে—'পুনরুক্তবদাভাস'॥
প্রথম-চরণে পঞ্চ তকারের পাতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ-রেফ-স্থিতি।
চতুর্থ-চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ-অলঙ্কার 'অনুপ্রাস'॥
'শ্রী'-শব্দে 'লক্ষ্মী'-শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত॥
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে—অর্থের বিভেদ।
'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কারভেদ॥
'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার 'উপমা'-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম 'বিরোধাভাস'॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সভার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ॥
ইহা বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
'বিরোধালঙ্কারে' ইহা মহা চমৎকৃতি॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, 'বিরোধ-আভাস'॥

তথাহি—

অম্বুজমম্বুনি জাতং, কচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুররিপৌ তদ্বিপরীতং, পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য, সাধন তাহার—।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান' অলঙ্কার॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার॥
প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতাপ্রসাদে।
অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে॥

বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল॥
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥
কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর।
তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর—॥
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী॥
এত ভাবি কহে — শুন নিমাইপণ্ডিত!।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত॥
অলঙ্কার নাহি পঢ়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ?॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বোলায়, বলি সেই বাণী॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচারসময়ে তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল—॥
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা সে বাখানি॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥

এইমতে নিজঘরে গেলা দুইজন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' করি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইলা শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অনন্ত অপার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম॥

তথাহি—

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥ ২

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য-বস্ত্র দিব্য-বেশ মালা চন্দন॥
বিদ্যোদ্ধত্যে কাহাকেহো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥
বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস॥
তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন॥

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেম-পরকাশ।
দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥
তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ দর্শন॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুইহস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ-চক্র॥
তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ॥
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুইভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই॥
তবে সপ্তপ্রহর-প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ।
'হরের্নাম'-শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগত-নিস্তার॥
দার্ঢ্য-লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয়কারণ।
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন এবকার॥
তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা ল'বে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে
ভর্ৎসন-তাড়নে কা'রে কিছু না
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব - যথালাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥

তথাহি শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ
(পদ্যাবল্যাং ২০শ অঙ্কে)—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ১॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি, শুন সর্ব্বলোক!
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর॥
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম-আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি-পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
একদিন বিপ্র—নাম গোপালচাপাল।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত-উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহা ত দেখিলা॥
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া—॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন॥
তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার—।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার?॥
হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥

তিনদিন-বই সেই গোপালচাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বোলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া—॥
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছোঁ ব্যাকুল
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন-বচন— ॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে আইলা ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ— ॥
শ্রীবাসপণ্ডিতস্থানে হঞাছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥
তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন।
যদি পুন ঐছে নাহি কর আচরণ ॥
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস-শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥
আর এক বিপ্র আইলা কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥
ফিরি গেলা সব বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আরদিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা—
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ— ॥
সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥

প্রভুর শাপবার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥
মুকুন্দদত্তের কৈল দণ্ডপরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥
তবে আচার্য্যগোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥
মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি রামগুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবরদান ॥
হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥
ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল—ইহার না দেখিহ মুখ ॥—
সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান ॥
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৫॥

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিঞা মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৮১।১৬)—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬ ॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥

দেখিতেদেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥
রক্ত-পীত-বর্ণ, নাহি অষ্ঠ্যংশ-বল্কল।
একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন।
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥
অষ্ঠ্যংশ-বল্কল নাহি—অমৃতরসময়।
একফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥
এইমত প্রতিদিন ফলে' বারমাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ॥
এইমত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনেদিনে॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল—।
বৃহৎসহস্রনাম পড়—শুনিতে মন হৈল॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিঞা আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাথে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা-তেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ—।
লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ॥
শ্রীবাস বোলেন—যে তোমার নাম লয়
তার কোটি-অপরাধ সব ক্ষয় হয়॥
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল, তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন॥
আরদিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায়॥

মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আরদিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম-উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে॥
আরদিনে জ্যোতিষ-সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল—॥
কে আছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি?
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল।
প্রভু পুন প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল—॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি, এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাসি বোলে—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিয়ে গোয়ালা।
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হইলাঙ ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে—তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ।
তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাঙ॥
সেই-রূপে এই-রূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার॥
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥
একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন মধু আন' বোলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ জানিল।
গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্যশেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥

বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সভে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল॥
এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর॥
নগরিয়ালোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরেঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরিহরি-ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি॥
শুনিঞা যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সভে কৈলা নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল—॥
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও, কোন বল জানি?॥
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক—।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ, করহ কীর্ত্তনে।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিতমন॥
তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি—॥
নগরেনগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরেঘরে।
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে?
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্যগোসাঞি পরম-উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতেভ্রমিতে সভে কাজী-দ্বারে গেলা॥
তর্জ্জগর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জনগর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥
দূরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলে—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা, এ ধর্ম্ম কেমত?॥
কাজী কহে—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
এইমতে দোঁহার কথা হয় ঠারেঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে—প্রশ্নলাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥
প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম?।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম?॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব-কোরাণ॥
সেইশাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥

প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড়বড় মুনি॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধনিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥
জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥৭

তোমরা জীয়াইতে নার, বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমা-সভার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি—॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত! সেই (সব) সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র,—বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন-শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার—॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা!।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীতকোলাহল সঙ্গীত-নর্ত্তন॥
তুমি কাজী—হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি॥

কাজী বোলে—সভে তোমায় বোলে 'গৌরহরি'
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি! এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন॥
প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়॥
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্টঅট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে—।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সেদিনে বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল, মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥
কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেইদিন আমার এক পেয়াদা আইল॥
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি, মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ॥
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা—।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়া॥
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন—॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরিহরিধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥

আর ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি॥
'হরিহরি' করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল—।
হিন্দু 'হরি' বোলে—তার স্বভাব জানিল॥
তুমি ত যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লও কিকারণ?॥
ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাস॥
কেহো হরিদাস, সদা বোলে 'হরিহরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই-হৈতে জিহ্বা মোর বোলে 'হরিহরি'।
ইচ্ছা নাঞি, তবু বোলে, কি উপায় করি?॥
আর ম্লেচ্ছ কহে—শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেইদিন হৈতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ॥
এত শুনি তা-সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডি-হিন্দু পাঁচ-সাত আইল॥
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাইপণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ॥
'নিমাই'-নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বারবার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সভারে—।
সভে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া—॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র॥
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান॥
এত শুনি কাজীর দুইচক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী—॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক্ দিব—কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিয়া আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিতমন॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতেনাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে, তার খণ্ডে অপরাধ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দসঙ্গে নৃত্য করে দুইভাই॥
শ্রীবাসপুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক॥
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃতপুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুইভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজ-রূপ করাইল দরশন॥

'দেখিনু দেখিনু' বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব-আগল॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল॥
শুনি প্রভু 'বোল বোল' কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিঞা প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে 'বোল বোল' প্রভু বোলে বারবার।
পুনঃপুন কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ॥
তাহি-মধ্যে ছয়ঋতু-লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি-কথন॥
'বোল বোল' বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস॥
কহিতে-শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা॥
বিজয়-আচার্য্যগৃহে সে-রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত-সব ঘরে লৈয়া গেলা॥
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিল কহিতে—
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও?—কৃষ্ণনাম ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য?
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পলায় পঢ়ুয়া, পাছেপাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজঘরে।
পঢ়ুয়া পলাঞা গেল পঢ়ুয়াসভারে॥
পঢ়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে একঠাঁই।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন—॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই॥
পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে?॥
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাতাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা-সভার অব্যাহতি—॥
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দক দুর্জ্জন॥
এই-সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীত।
এ-সব-দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত?॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে—না-করে নমস্কার।
এ-সব-জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ-সব-পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন—॥

তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন
ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্য
যেই করাহ, সে করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এত বলি ভারতীগোসাঞি কাটোয়াতে গেল।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গীকরিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত॥
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবামপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা-সনে॥
নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট॥
দূরে হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ—।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিলা, ভয়ে হইলা বিবশ॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া—॥

ইঁহো কৃষ্ণ নহে, ইঁহো নারায়ণমূর্ত্তি।
এত বলি তাঁরে সভে করে নতি-স্তুতি—॥
নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাও) বিষাদ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ—নারিল রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য-প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদকথনে (৬)—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা।

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ—জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ—শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত ইহাঁ—চৈতন্যগোসাঞি।
সেই বলদেব ইহাঁ—নিত্যানন্দ ভাই॥
বাৎসল্য দাস্য সখ্য—তিন-ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়॥
প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥
'সখ্য দাস্য' দুই ভাব—সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজনিজভাবে করেন চৈতন্যসেবন॥
পণ্ডিতগোসাঞি-আদি যাঁর যেই রস।
সেই-সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ॥
তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইঁহো গৌর—কভু দ্বিজ—কভু ত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে—'প্রাণনাথ' করি॥

সে-ই কৃষ্ণ সে-ই গোপী—পরম বিরোধ
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর—অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইমত হয় ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে, স্থায়িভাবলহর্য্যাং (৫১)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥
দেখি গ্রন্থে, ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন।
প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ংভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয়-পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥
তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ-কারণ।
যুগধর্ম্মকৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণ—।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন।
ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্ত্বের বিচার—।
মহাবিষ্ণু-অবতার ॥

সপ্তম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান।
অষ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ-আরোপণ
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদিগণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা-সংক্ষেপ-বর্ণন
ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥
এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই যেই-অংশ কহে-শুনে—সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি ভক্তবৃন্দ ॥
যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরো সভার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করো তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥

আদিলীলা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান সম্প্রসীদতু ॥ ১ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥৫
জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা—না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেইভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেইভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥
চব্বিশবৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিল লীলা—'আদিলীলা' নাম ॥
চব্বিশ-বৎসর-শেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ-বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা—তার 'শেষলীলা' নাম ॥
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য' দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবসব নামভেদ কয় ॥
তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥
তাঁহা যেই লীলা—তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা'-অভিধান ॥
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ॥

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয়বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
নিত্যানন্দগোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা-তাঁহা প্রেমদান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার॥
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বোলে 'বড়ভাই'।
তেঁহো কহে—মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি॥
যদ্যপি আপনে হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান॥
'চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সে-ই মোর প্রাণ॥'
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুইভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ়াধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার॥
হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী, আর দশমচরিত॥
এইসব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করে গণন?॥
প্রধানপ্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষগ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাসবর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন?।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস-বর্ণন॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার॥
গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠীসহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
প্রথম-বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥
বিদায়সময়ে প্রভু কহিলা সভারে—।
প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
চতুর্ব্বিংশ * বর্ষ ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরমবিষাদে॥
যেকালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥"

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয়প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর॥
এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেইশ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক

* 'দ্বাদশ' বা 'বিংশতি' (?)।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪) —

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-,
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে-বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥
হরিদাসঠাকুর আর রূপ-সনাতন।
জগন্নাথমন্দিরে নাহি যায় তিনজন।
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই-তিনেরে মিলিয়া ॥
এই-তিনমধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তারে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপগোসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া— ॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোনজনে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে ? ॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে—।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে ? ॥
স্বরূপ কহেন—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
প্রভু কহে—তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিহ কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥
এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোহয়ং শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-,
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭

এইশ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ !।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন— ॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন— ॥
রাজবেশ হাথী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাঁহা গোপবেশ—কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ? ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহংজুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥
ভাগবতের শ্লোকগূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপগোসাঞি শ্লোক কৈল—লোক বুঝাইয়া ॥

তথাহি ললিতমাধবে (১০।৩৬)—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ,
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্ ॥ ৯ ॥

এইমত মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা-সহিত দেখে বংশী নাহি হাথে ॥
"ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব ?"—এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥

দ্বাদশ-বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশবৎসর কৈল যে-যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ?॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্রগণন॥
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
প্রেমেতে বিহ্বল—বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্বসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি-গমন॥
পথে নানা লীলারস দেবদরশন।
মাধবপুরীর কথা,—গোপাল-স্থাপন॥
ক্ষীরচুরির কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ডভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে॥
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয়প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সভে পাইলা আনন্দ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল॥
তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণগমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন॥
জীয়ড়নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন॥
গোদাবরীতীরে বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দরায়-সনে তাহাঞি মিলন॥
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
তবে ত পাষণ্ডিগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরমপণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব-সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুন দক্ষিণ-গমন।
পরমানন্দপুরী-সনে তাহাঞি মিলন॥
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপি বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম-প্রচার॥
শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস-বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন॥
তত্ত্ববাদি-সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা-সভার॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন।
সেতুবন্ধস্নান রামেশ্বর-দরশন॥
তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ-শ্রবণ।
'মায়াসীতা নিল রাবণ'— তাহাতে লিখন॥
শুনিঞা প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত—দুই পুথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা 'উত্তম' জানিঞা॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥
অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিল গমন॥
ভক্তসঙ্গে দিনকথো তাহাঞি রহিলা।
'গৌড়ের ভক্ত আইসে'—সমাচার পাইলা॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু—না জানে রাত্রি-দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে॥

সভে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥
রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কথোদিনে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে॥
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন॥
দামোদরস্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতী-মিলন রায় ভবানন্দ॥
গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম-মিলন॥
নরহরিদাস-আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দসেন-সঙ্গে মিলিলা সভে আসি॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন॥
সভাসঙ্গে তবে রথযাত্রা-দরশন।
রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যানগমন॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেইস্থানে।
গৌড়িয়াভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে—॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে।
এই-ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে—'রাণ্ডী হউক ষাঠী'
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত-আগমন।
শিবানন্দসেন করে সভার পালন॥
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান॥
পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ববৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সভারে লইয়া॥
সভা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ-সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥

কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥
পুরীগোসাঞিসঙ্গে বস্ত্রপ্রদানপ্রসঙ্গ।
রামানন্দরায় আইলা ভদ্রকপর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতিগৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক—নাহিক বিশ্রাম;
লোকভয়ে রাত্র্যে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম।
কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটিকোটি লোক আসি কৈলা দরশন॥
কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপালবিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
'বৃন্দাবন যাবেন প্রভু'—শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ
নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্ত-পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুইদিগে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যেমধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে—প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষি-কোলাহল—সুধাসম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইরনাটশালা-পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন!—।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইরনাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিনু নিশ্চয় করিয়া॥
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক—যত ভক্তগণ॥
যাঁহাযাঁহা যায়, তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক।

যাঁহাযাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটিকোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া-- ॥
বিনা-দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি-- ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাঁহা উহাঁর মন॥
কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল--॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুইচারিজন॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে—॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে—বাক্যসিদ্ধ হয়।
ইহাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেনে পুছ, তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু-অংশসম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান?।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ, নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইলা আপনার ঘরে॥
ঘরে আসি দুইভাই যুগতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্রে দুইভাই আইলা প্রভুস্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে॥

তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য-রোদন করে, —আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে— উঠউঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুইভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি - ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৬৫)---

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার।
ব্রাহ্মণজাতি তারা—নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে, নহে নীচের কূর্পর॥
সবে এক দোষ তার হয়—পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই-মাধাই হৈতে কোটি-কোটি-গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি-দুইজনে॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাথে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা-বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন-নাম তবে সে সফল॥

সত্য এক বাত কহোঁ—শুন দয়াময়!।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড দেখুক্ তোমার দয়া বল॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে,শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ,
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১২॥

শুনি প্রভু কহে—শুন রূপ দবীরখাস!।
তুমি-দুইভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেইপত্রী-দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রী-দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে॥

তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ ১৩॥

গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সভে বোলে—কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে?॥
ভাল হৈল, দুইভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মেজন্মে তুমি-দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥

এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুইহাথে।
দুইভাই প্রভুপদ নিল নিজমাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—
সভে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে॥
দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
'হরিহরি' বোলে সভে আনন্দিতমনে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
সভার চরণ ধরি পড়ে দুইভাই।
সভে বোলে—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি॥
সভা-পাশ আজ্ঞা লঞা চলনসময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়—॥
ইহাঁ-হৈতে চল প্রভু! ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট—ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা—লোকচেষ্টাময়॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইরনাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা *॥
সেইরাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনেমন—।
'সঙ্গে সঙ্ঘট্ট ভাল নহে'—কৈল সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব—কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
'নীলাচলে যাব' বলি চলিলা গৌরহরি॥
এইমত চলিচলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন-পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার॥

* 'চিত্র লীলা'।

তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে— ॥
জন-দুই-সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে ॥
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
দিনকথো তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে, না জানে কোনজন।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥
দিন-চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা-বাহির ॥
গঙ্গাতীর-পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম-আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী-আগমন ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুইমাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেল নীলাচল ॥
ছয়বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস ॥
(আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ-দরশনে প্রেমের বিলাস ॥)
মধ্যলীলার করিল এই সূত্রের গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ! ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার-বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥
প্রতিবর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস।
আচাণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥
পণ্ডিতগোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দরায়প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এইসব কৈল নিত্যস্থিতি ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে—রহে চারিমাস।
তাঁহাসভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥
তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ ॥
তবে ছোট-হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদরপণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥
তবে সনাতনগোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাথে প্রভুর অদ্ভুত-ভোজন ॥
নিত্যানন্দসঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥
তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল—কহি তাঁর গুণে ॥
গোপীনাথপট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল—প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দ-ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু-দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধবচনে—।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ? ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সভাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সভে নাশাবে ভুবন ? ॥

দশদিগের কোটি-কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি করে কোলাহলে— ॥
জয়জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-কুমার ! ।
জগৎ তারিতে প্রভু ! তোমার অবতার ॥
বহুদূর হৈতে আইলাঙ হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু ! করহ কৃতার্থ ॥
শুনিঞা লোকের দৈন্য আর্দ্র হৈল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিগ ভরি ॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন।
প্রভুরে 'ঈশ্বর' বলি করয়ে স্তবন।
স্তব শুনি প্রভুরে কহয়ে শ্রীনিবাস—।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ? ॥
কে শিখাইল এ-লোকে, কহে কোন্ বাত ?।
ইহাসভার মুখ ঢাক দিয়া নিজহাথ ॥
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥
প্রভু কহেন—শ্রীনিবাস ! ছাড় বিড়ম্বনা।
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দপাশে গেলা।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয়-বৎসর ॥
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তারবর্ণন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-
সূত্রবর্ণনং নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥
জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গাম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে,—ক্ষত হয় সব ॥
তিন-দ্বারে কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাহাঁ যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান।
কাহাঁ নাহি শুনি যে-যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তিপ্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে ॥
হস্ত পদ শির সব শরীরভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥
এইমত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে * হাহা হুতাশ ॥
'কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনু ফাটে মোর বুক ॥'
এইমত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥

* 'বাক্যে'

তথাহি, জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩৯)—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা,
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং,
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধে কা গতিঃ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী-বধে সাবধান॥
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ॥ ধ্রু॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর-শঠের গুণডোরে, হাথে-গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ-বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
ততদিন জীবে কোন্ জন॥
শতবৎসর-পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত,
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন-দুই-চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে॥
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কবাট।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপে মন ছলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥৩॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি-কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে-শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম, জানহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে-রসনা ভেকজিহ্বা-সম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি॥
করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।১১)—
যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং,
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং,
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

যেকালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥
পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দরশন,
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে—আমি না চৈতন্য?।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য?॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!।
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥
পুন কহে—হায়হায়, শুন স্বরূপ রামরায়!,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধস্যৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথমাঙ্কধৃত "জয়তি তেঽধিকম্" ইত্যস্য তোষণীধৃতন্যায়ঃ—
কইঅবরহিঅং পেম্মং ণহি হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য়॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাইয়া॥

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা,
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ॥

দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ-গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?॥
এইমত দিনেদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)—
পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥৭

যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে—আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে-আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী-লিখন।
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্র-নন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ৮॥

তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এই রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পা'ব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায়॥

তথাহি তত্রৈব (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তং কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৯॥

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি-আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত আপনি
নানা-ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি সাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ-আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ. তনু-মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

তথাহি তত্রৈব (৪০)—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন॥
ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত-হর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কোন্ করে মান॥
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ.
তুমি আমার রমণ; সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস॥

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতিবচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হা হা পুন দেহ দরশন॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮) :—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু,
কৃষ্ণোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১॥

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানারীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ-সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ;
এই চারি-ভাবে প্রভু বশ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয়॥

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হইল॥
ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে-তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি॥
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে॥
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহো না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সে-ই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥
চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে॥
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
যদি কেহো হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতরজন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥
নাহি কাঁহা সো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ-দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
সহজ-বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতেশুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হইবে বড় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন?।
ইহাঁ শ্লোক দুই-চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন?॥
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

থাকে যদি আয়ুঃ শেষ,　　বিস্তারিব লীলাশেষ,
　　যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর,　　লিখিতে কাঁপয়ে কর,
　　মনে কিছু স্মরণ না হয় ।
না দেখিয়ে নয়নে,　　না শুনিয়ে শ্রবণে,
　　তভু লিখি, এ বড় বিস্ময় ॥
এই অন্ত্যলীলা সার,　　সূত্রমধ্যে বিস্তার,
　　করি কিছু করিল বর্ণন ।
ইহা-মধ্যে মরি যবে,　　বর্ণিতে না পারি তবে,
　　এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
　　আগে তাহা করিব বিস্তার ।
যদি ততদিন জীয়ে,　　মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
　　ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ,　　বন্দো সভার শ্রীচরণ,
　　সভে মোর করহ সন্তোষ ।
স্বরূপগোসাঞির মত,　　রূপ রঘুনাথ জানে যত,
　　তাহা লিখি, নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,　　অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
　　শিরে ধরি সভার চরণ ।
স্বরূপ রূপ সনাতন,　　রঘুনাথের শ্রীচরণ,
　　ধূলি করি মস্তকভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন,　　ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
　　বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস ।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু,　　কল্লোলের একবিন্দু,
　　তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা-
　সূত্র-বর্ণনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-বর্ণনং নাম
　　দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্‌যঃ ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চব্বিশবৎসর-শেষ যেই মাঘ-মাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিল বৃন্দাবন ।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥

তথাহি । ভাঃ ১১।২৩।৫৭ ॥

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-,
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ২ ॥

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন ।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশধারণ ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া ।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন ।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি—কিবা রাত্রি-দিন ॥
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ—তিনজন ॥
প্রভু পাছেপাছে তিনে করেন গমন ॥
যেইযেই প্রভু দেখে সেইসেই লোক ।
প্রেমাবেশে 'হরি' বোলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া ।
'হরিহরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা-সভার নিকট গেলা গৌরহরি ।
'বোল বোল' বোলে সভার শিরে হস্ত ধরি ॥
তা-সভারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্ ।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥
গুপ্তে তা-সভারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
শিখাইল সভাকারে করিয়া প্রবন্ধ—॥
বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে ।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ ! ।
"কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ? ॥"

শিশুসব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দগে
শীঘ যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥
প্রভু কহে—শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন?।
শ্রীপাদ কহে—তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥
প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন?।
তেঁহো কহেন—কর এই যমুনা-দর্শন॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে॥
'অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন'
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৫।১৩)—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥১॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন,—নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বোলে প্রভু মনে সংশয় করি—
তুমি ত অদ্বৈতগোসাঞি, হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা॥
আচার্য্য কহে— তুমি যাঁহা, সে-ই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গারে আনিয়া মোরে 'যমুনা' কহিলা॥
আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে—পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান
আর্দ্র-কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস॥
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুকারুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক।
এত বলি নৌকায় চড়াই নিল নিজঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিনঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥
বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়াপাতে।
দুইঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিগে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ॥
বাস্তুক-শাক-পাক বিবিধপ্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ডবড়ী মানকচু আর॥
চই-মরীচ সুক্তা দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল-নিম্বপত্র-সহ ভাজাবার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল-বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল—লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥
বত্রিশা-আঁঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড়বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা—অতিবড় দৃঢ়॥
পঞ্চাশপঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।
তিন-ভোগের আশেপাশে রাখিল ধরিয়া॥
দুইপাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ—কহিতে না পারি॥
সঘৃতপায়স নবমৃৎকুণ্ডিকা ভরি॥
তিনপাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥

দুগ্ধচিড়া কুলা আর দুগ্ধ-লকলকী ।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী ।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥
তিন শুভ্রপীঠ—তার উপরে বসন ।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন ॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল ।
প্রভুসঙ্গে সভে আসি আরতি দেখিল ॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন ।
আচার্য্যগোসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন ।
গৃহের ভিতরে প্রভু ! করুন্ গমন ।
দুইভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥
মুকুন্দ হরিদাস-দুইপ্রভু বোলাইলা ।
জোড়হাথে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥
মুকুন্দ কহে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে ।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥
হরিদাস কহে—মুঞি পাপিষ্ঠ অধম ।
বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥
দুইপ্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতরঘর ।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর— ॥
'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন ।
জন্মেজন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ ॥'
প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য ।
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥
প্রভু কহে —বৈস তিনে করিয়ে ভোজন ।
আচার্য্য কহে—আমি করিব পরিবেশন ॥
কোন্ স্থানে বসিব ?—আর আন দুই পাত ।
অল্প করি আনি, তাহে দেহ ব্যঞ্জন-ভাত ॥
আচার্য্য কহে—বৈস দোঁহে পীড়ির উপরে ।
এত বলি হাথে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ ? ।
আচার্য্য কহেন—ছাড় তুমি আপনার চুরি ।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥
ভোজন করহ, ছাড় বচনচাতুরী ।
প্রভু কহে—এত অন্ন খাইতে না পারি ॥
আচার্য্য বোলে—অকপটে করহ আহার ।
যদি খাইতে নার, পাতে রহিবেক আর ॥

প্রভু কহে—এত অন্ন নারিব খাইতে ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥
আচার্য্য কহে—নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার ।
একএকবারে অন্ন খাও শতশতভার ॥
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন ।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু ! করহ ভোজন ॥
এত বলি জল দিল দুইগোসাঞির হাথে ।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে ॥
নিত্যানন্দ কহে—কৈল তিন উপবাস ।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে ।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥
আচার্য্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলে মুষ্টেক অন্ন ।
ইহাতে সন্তোষ হও, ছাড় লোভমন ॥
নিত্যানন্দ কহে—যবে কৈল নিমন্ত্রণ ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত— ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ? ॥
তুমি খাইতে পার দশ-বিশ চাউলের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ? ॥
যে পাঞাছ মুষ্টেক অন্ন, তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলাই না করিহ—না ছড়াইহ ঝুঠ ॥
এইমত হাস্য-রসে করেন ভোজন ।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুন করেন পূরণ ।
এইমত পুনঃপুন পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন ।
প্রভু কহেন—আর কত করিব ভোজন ? ॥
আচার্য্য কহে—যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন ।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥

নিত্যানন্দ কহে—মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি একগ্রাস ভাত হাথে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই-চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে—।
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি—সহজে পাগল॥
আপন-সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিল, বিপ্র বলি ভয় না করিলে?॥
নিত্যানন্দ কহে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য্য কহে—না করিব সন্ন্যাসিনিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম॥
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম-শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।
তুলসীমঞ্জরীসহ দিল মুখবাস॥
সুগন্ধি-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধিপুষ্পের মালা দিল হৃদয়-উপরে॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদসম্বাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন—॥
বহু নাচাইলে আমায়, ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন, যে আছিল মনে॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥
'হরিহরি' বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌরদেহ-কান্তি—সূর্য্য জিনিঞা উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্র-কান্তি তাতে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান॥

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন—প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দগোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈয়া॥

ধানশ্রীরাগ॥

"কি কহব রে সখি! (আজুক) আনন্দ-ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥"

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ফিরিফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বোলেন বচন—॥
অনেকদিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছোঁ এবে—রাখিব বান্ধিয়া॥
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর—নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা।

ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥
ধ্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদবচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥

তথাহি পদম্॥

"হাহা প্রাণ-প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥ ধ্রু॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্থ্যি না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাঁহা উড়ি যাঙ॥"

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর-স্বরে।
শুনিঞা প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥
জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা—শ্বাস নাহিক শরীরে॥

দেখিয়া চিন্তিত হৈলা সব ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥
'বোল বোল' বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুরে ধরিয়া ।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥
তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিলা ধরিয়া ॥
আচার্য্যগোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন ।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন ।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চঢ়াইয়া ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল—হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন ।
শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন ॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥
অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায় — অশ্রু ভরিল নয়ন ॥
কান্দিয়া কহেন শচী —বাছারে নিমাই !
বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন ।
তুমি তৈছে কৈলে, মোর হইবে মরণ ॥
প্রভুও কান্দিয়া বোলে—শুন মোর আই ! ।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে— ।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥
জানি বা না জানি, কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥

তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সে-ই ত করিব ॥
এত বলি পুনঃপুন করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার ॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর ।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥
একে-একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ ।
সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর ।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয় ॥
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥
কত নাম লৈব যত নবদ্বীপবাসী ।
সভারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি ॥
আনন্দে নাচয়ে সভে—বোলে 'হরিহরি' ।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে ।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥
সভাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য অন্ন পান ।
বহুদিন আচার্য্যগোসাঞি কৈল সমাধান ॥
আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয় ।
যত দ্রব্য ব্যয় করে—পুন তৈছে হয় ॥
সেইদিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন ।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয় ।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয় ॥
ঘনঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া ।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া—॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর ।
হাহা করি বিষ্ণু-পাশ মাগে এই বর—॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন ।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ! ॥
যেকালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে ।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে ॥

এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইলা বিকল ॥
শ্রীনিবাস-আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সভাকার মন ॥
শুনি শচী সভাকারে করিল মিনতি—।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাইমু কতি ? ॥
তোমা-সভা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি-অভাগিনীর এইমাত্র দরশন ॥
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিমু—সভারে এই মাগোঁ দান ॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার—।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সভার ॥
মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন ॥
তোমাসভার আজ্ঞা-বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সভা হৈতে নহিব উদাস ॥
তোমা-সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥
'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া—।
নিজজন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥'
কেহো যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুইধর্ম্ম ॥
শুনি এই প্রভুর এই মধুরবচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন।
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা— ॥
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, সেহো মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়—।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি—বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি-সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন ॥
আপনার দুঃখ-সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ—সে-ই নিজসুখ মানি ॥

শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন—।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা! তোমার বচন ॥
ভক্তগণ প্রভু-আগে আসিয়া কহিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥
নবদ্বীপবাসি-আদি যত লোকগণ।
সভারে সম্মান করি বলিল বচন— ॥
তুমি-সব লোক মোর পরমবান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি-সব ॥
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যেমধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥
এত বলি সভাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥
সভা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণবচন— ॥
নীলাচল চলিলে তুমি, মোর কোন গতি ?।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ? ॥
প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্যসম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥
তোমা-লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥
তবে ত আচার্য্য কহে বিনতি করিয়া—।
দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥
আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈতগৃহে—না কৈল গমন ॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে ॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥

এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণমেলে।
বঞ্চিল কথোকদিন নানাকুতূহলে॥
আরদিন প্রভু কহে সবভক্তগণে—।
নিজনিজ গৃহে সভে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সভে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
নিত্যানন্দগোসাঞি পণ্ডিত-জগদানন্দ।
দামোদর-পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে।
জননী-প্রবোধ করি বন্দিল চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতেকান্দিতে আচার্য্য পাছে ত লাগিলা॥
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড়হাথ।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্টবাত—॥
জননী প্রবোধি কর ভক্তসমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দগমন॥
গঙ্গাতীরেতীরে প্রভু চারিজনসাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগপথে॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেইজন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-
করণাদ্বৈতগৃহবিলাসো নাম
তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং,
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্,
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥ ১।

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নীলাদ্রিগমন জগন্নাথদরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন॥
এইসব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি, তৈছে নাহি শক্তি॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনকুতূহলে॥
ভিক্ষা-লাগি একদিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া॥
পথে বড়-বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা-সভারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।
চূড়া পাইয়া প্রভু মনে আনন্দিত হঞা॥
বহু নৃত্য-গীত কৈলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভুর ত ভাব দেখি—প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ॥
নানামতে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন॥

মহাপ্রসাদ-ক্ষীরলোভে রহিলা তভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান॥

পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে-ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত—নাহি তার দিবা-রাত্রি-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে—নাহি স্থানাস্থান॥
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপালবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা॥
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥
পুরী! এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান?॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুরবাক্যে গেল ভোক-শোষ॥
পুরী কহে—কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস?।
কেমনে জানিলে—আমি করি উপবাস?॥
বালক কহে—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী॥
কেহো মাগি খায় অন্ন, কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচকজনে আমি দিয়ে ত আহার॥
জল হৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী-সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥
গোদোহন করিতে চাহি—শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি আমি এই ভাণ্ড লইব॥
এত বলি বালক গেলা, না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সেই বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়॥
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি-লয়॥
স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাথেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরে লঞা রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতলজলে আমা করাহ স্নাপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন?॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকলসংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি - ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা, আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল—॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সবলোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা—॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন, চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ—নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দ্বার করিতে॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহা ভারি ঠাকুর—কেহো নারে চালাইতে।
মহামহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত-উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥

শতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহো গায় কেহো নাচে—মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি কতে॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥
অমঙ্গলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া॥
পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে * কৈল স্নানসমাপন॥
শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল॥
সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুন তাম্বূল অর্পিল॥
আরতি করিয়া কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিঞা দিল—পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন-চারি-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ী কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জন-পাঁচ-সাত রুটী করে রাশিরাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধিরান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটীরাশি উপপর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিগে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনী সব পাশে ধরি আনি॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হৈল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধবগোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥
একদিনের উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল॥
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল—লোকে করে জয়জয়॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃণটাটি দিয়া চারিদিগ আবরিল।
উপরেহ এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥
সবলোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্যগ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সভে প্রসাদ খাইল॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই-সেই-সেবামধ্যে সভা নিয়োজিল॥
পুন দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥
'গোপাল প্রকট হৈল' দেশে শব্দ হৈল
আশ-পাশ-গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥
একৈক দিন-একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সভে হরষিত হঞা॥
রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন॥
প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা একগ্রামের আইল লোকগণ॥

---

* গন্ধোদকে।

অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ—গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল ॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥
ব্রজবাসিলোকের কৃষ্ণে সহজপিরীতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসিপ্রতি ॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সভার দুঃখ-শোক ॥
আশপাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
একৈক দিন সভে করে মহোৎসব ॥
'গোপাল প্রকট' শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥
মথুরার লোক সব—বড়বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসঙ্খ্য আইসে নিত্য—বাঢ়িল ভাণ্ডার ॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহো পাকভাণ্ডার কৈল কেহো ত প্রাচীর ॥
একৈক ব্রজবাসী একৈক গাবী দিল।
সহস্রসহস্র গাবী গোপালের হৈল ॥
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরীগোসাঞি রাখিল তাঁরে করিয়া যতন ॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাঢ়িল ॥
এইমত বৎসর-দুই করেন সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন— ॥
গোপাল কহে—পুরী! আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ—তবে সে জুড়ায় ॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে,—তুমি চলহ ত্বরিতে ॥
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন ॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন ॥
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাঁহা-কাঁহা ভোগ লাগে?—ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তমভোগ লাগে এথা—বুঝি অনুমানে ॥
যৈছে ইহাঁ ভোগ লাগে—সকলি পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে— ॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃতসমান ॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল— ॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি, তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা, কিছু না কহিলা আর ॥
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত—ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥
গ্রামের শূন্যহাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বোলেন বচন— ॥
উঠহ পূজারী! দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাঁহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥

ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি' ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটেহাটে বুলে মাধবপুরীরে চাহিয়া—॥
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমাসম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তারে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত—
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ—হয় যথোচিত॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীরভক্ষণ॥
পাত্রপ্রক্ষালন করি খণ্ডখণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল—সর্ব্বলোক শুনি।
দিনে লোকভিড় হবে—মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
এইভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইস্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলিচলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায়॥
'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা' লোকে হৈল খ্যাতি
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—পালাইতে মন॥
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত।
সভাকে কহিল পুরী গোপালবৃত্তান্ত॥
'গোপাল চন্দন মাগে'—শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দনলাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্রসনে যার-যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে॥
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্রদ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে॥
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথোদিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া॥
গোপীনাথ-চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবকসব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥
সেইরাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন—॥
গোপাল আসিয়া কহে—শুন হে মাধব!॥
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূরসহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলা, গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা—
প্রভুর আজ্ঞা হৈল—এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
'গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।'
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥
পুরী কহে—এই-দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ—দিব যে বেতন॥
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবকসব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায়—যাবৎ হৈল অন্ত।
হিলা পুরী তাবৎপর্য্যন্ত॥

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুন নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ! করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা-অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইলা॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিঞা গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী—সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন॥
হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥
ভোকে রহে—তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন চন্দনভার বহি লঞা যায়॥
মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ—দূরপথ—জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব?—নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি চন্দন লঞা উৎসাহ লইতে॥
প্রগাঢ়প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজদুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তাঁর গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়য়ে মনে—দুঃখ না গণিল॥

পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥
এই ভক্তি,—ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমাসভার নাহি অধিকার॥
এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক॥
ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে,—তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন॥
শেষকালে এই শ্লোক পঢ়িতেপঢ়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২॥

এই শ্লোক পঢ়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত॥
আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল—উঠি ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে ক্রোশে হাসে নাচে গায়॥
'অয়ি দীন অয়ি দীন' বোলে বারেবার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, বহে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথসেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারোক্ষীর॥

ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাঢ়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লৈল॥
সাতক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল॥
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদভক্ষণ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেইরাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া॥
গোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন॥
এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীচরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো,
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং,
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চলিতে-চলিতে আইলা যাজপুরগ্রামে।
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণামে॥
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সেরাত্রি রহি করিলা গমন॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপালসৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন॥
সেইরাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহুরঙ্গে॥
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা আগে প্রভু কহে মহাসুখে॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহা দেবালয়।
সে-মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়॥
কেশিতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন-দুই-চারি॥
দুইবিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা—তার করেন সহায়॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥
বিপ্র কহে—তুমি আমার বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥
ছোটবিপ্র কহে—শুন বিপ্র-মহাশয়!
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়?॥
মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা-ধনাদি-বিহীন॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাঢ়য়॥
বড়বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব—আমি করিল নিশ্চয়॥
ছোটবিপ্র কহে—তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার—বহুত বান্ধব॥

তা-সভার সম্মতি-বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥
বড়বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥?
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥
ছোটবিপ্র কহে—যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল—।
'তুমি জান নিজকন্যা ইহারে আমি দিল॥'
ছোটবিপ্র কহে—ঠাকুর! তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব—যদ্যন্যথা দেখি॥
এত কহি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু-সেবা করে॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ-নিজ ঘর।
কথোদিনে বড়বিপ্র চিন্তিল অন্তর—॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল, কেমতে সত্য হয়?।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিব নিশ্চয়॥
একদিন নিজলোক একত্র করিল।
তা-সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার—।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস॥
বিপ্র কহে—তীর্থবাক্য কেমনে করি আন?।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যাদান॥
জ্ঞাতিলোক কহে—মোরা তোমারে ছাড়িব॥
স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব॥
বিপ্র কহে—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়॥
পুত্র কহে—প্রতিমা সাক্ষী, সেহো দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে—চিন্তা কর কিসে?॥
নাহি কহি—না কহিও এ মিথ্যাবচন।
সবে কহিবে—কিছু মোর না হয় স্মরণ॥
তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥

এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ—॥
মোর ধর্ম্মরক্ষা পায়, না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল! লইল শরণ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা।
আর-দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইলা॥
আসিয়া পরমভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি—॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার বিচার?॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তার পুত্র মারিতে আইল হাথে ঠেঙ্গা করি॥
অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে?।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহ ত ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর-দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব-লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল—॥
ইহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার
এবে কন্যা নাহি দেন, কি হয় বিচার?॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন—।
কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন?॥
বিপ্র কহে—শুন লোক! মোর নিবেদন॥
কবে কি বলিয়াছি, কিছু না হয় স্মরণ॥
এত শুনি তার পুত্র বাক্‌ছল পাইয়া।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া—॥
তীর্থযাত্রায় পিতা-সঙ্গে ছিল বহুধন।
ধন দেখি এইদুষ্টের লৈতে হৈল মন॥
আর কেহো সঙ্গে নাহি, সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল॥
সব ধন লৈয়া কহে—চোরে লৈল ধন।
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন॥
তুমি-সব-লোক! কহ করিয়া বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে?
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোটবিপ্র কহে—শুন মহাজন!।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্যবচন॥

এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা॥
তবে আমি নিষেধিল—শুন দ্বিজবর!।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার—।
তোরে কন্যা দিলুঁ, তুমি করহ স্বীকার॥
তবে মুঞি কহিলুঁ—শুন দ্বিজ মহামতি!।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্যবচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিলুঁ, দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে?॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন—।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন॥
তবে ইহোঁ গোপালের আগে ত কহিল—।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া—॥
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা,—হৈও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥
তবে বড়বিপ্র কহে—এই সত্যকথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥
তবে কন্যা দিব—এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে—ভাল এই বাত হয়॥
বড়বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ॥
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে
এই বুদ্ধ্যে দুইজনা হইলা সম্মতে॥
ছোটবিপ্র কহে—পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ-সব-বচন॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল॥
তবে ছোটবিপ্র কহে—শুন সর্ব্বজন!।
এই বিপ্র—সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥

স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যুভয়ে কহে লট্‌পটীবচন॥
ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞা রাখিমু॥
এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহো কহে—ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে॥
তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ—।
ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুইবিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়!।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই, তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে—বিপ্র! তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে॥
আবির্ভাব হৈয়া আমি তাহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা-স্বরূপে তাহাঁ যাইতে নারিব॥
বিপ্র কহে—হও যদি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে, কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী?।
প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র-লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ?॥
হাসিয়া গোপাল কহে—শুনহ ব্রাহ্মণ!।
তোমার পাছে-পাছে আমি করিব গমন॥
উলটি আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমারে দেখিলে আমি রহিব সেই-স্থানে॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত করিবে॥
এক-সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
আরদিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ।
তার পাছে-পাছে গোপাল করিলা গমন॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন॥

এইমত চলি বিপ্র নিজদেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা—॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু—যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহে, তবে নাহি কিছু ভয়॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাহাঁই রহিল॥
ব্রাহ্মণে কহিল—তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি, না যাব অতঃপর॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
'প্রতিমা চলি আইলা' শুনি হইলা বিস্মিত।
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুইবিপ্রে কহিলা ঈশ্বর—।
তুমিদুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ, দোঁহে মাগ বর।
দুইবিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর—॥
যদি বর দিবে, তবে রহ এইস্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে॥
গোপাল রহিলা,—দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন॥
সেদেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
'সাক্ষিগোপাল' বলি নাম খ্যাতি হৈল॥
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥
উৎকলের রাজা—পুরুষোত্তমদেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনি নিল তার সিংহাসন।
'মাণিক্যসিংহাসন' নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত-আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে—চল মোর রাজ্য॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্যসিংহাসন।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল,—মনেতে চিন্তয়—॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে—॥
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহুযত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ—যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা-সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হয়া॥
সেই-হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই-লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥
নিত্যানন্দগোসাঞির মুখে গোপালচরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত-সহিত॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি॥
দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড-শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ-মন চন্দ্রবদন॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে॥
এইমত নানারঙ্গে সে-রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাথে প্রভু দণ্ড ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥
তিনখণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবং করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার-গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন॥
চলিতে-চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাহাঁ আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দে প্রভু কহে—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে—দণ্ড হৈল তিনখণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমাসহ সেই-দণ্ড-উপরে পড়িনু॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ডখণ্ড হৈল॥
সেই খণ্ড কাহা পড়িল, কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড॥
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা—॥
নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥
তুমিসব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই; না যাব সহিতে॥
মুকুন্দদত্ত কহে—প্রভু! তুমি চল আগে।
আমিসব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুইপ্রভুর মতি—॥
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেহোঁ কেনে ভাঙ্গায়
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁ তে দোষায়?॥
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরমগম্ভীর।
সেই বুঝে—দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার—শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুন ভক্তগণ!।
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপালচরিত্রং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈলা বিস্ময় অপার॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য-পড়িছা-দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা—দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার—।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সুদ্দীপ্তসাত্ত্বিক এই—নাম যে 'প্রলয়'।
নিত্যসিদ্ধভক্তে সে সুদ্দীপ্তভাব হয়॥
অধিরূঢ়ভাব যার, তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া॥

তাহা শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত—।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হইলা—চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে॥
শুনি সভে জানিলা—এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য॥
নদীয়ানিবাসী—বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা।
মুকুন্দসহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমিসব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দগোসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সভে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা বারবার॥
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমাসভা লৈয়া॥
আমাসভা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমিসব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যোন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভু—অনুমান কৈল॥
ঈশ্বরদর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন॥
এত শুনি গোপীনাথ সভারে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া॥
সার্ব্বভৌমস্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিলা।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈলা॥
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সভা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দগোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে।
সভাসহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সভার হৈল দুঃখ-হর্ষ মন॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সভা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সভার সাথে॥

জগন্নাথ দেখি সভার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
সভে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল॥
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
প্রসাদ পাইয়া সভে আনন্দিতমনে।
পুনরপি আইলা সভে মহাপ্রভুস্থানে॥
উচ্চ করি করে সভে নামসঙ্কীর্ত্তন।
তৃতীয়-প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরিহরি' বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল তাঁর পদধূলি॥
সার্ব্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুই ভিক্ষা দিমু আজি মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্র-স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল॥
স্বর্ণ-থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে॥
পিঠা-পানা দেহ তুমি ইহাসভাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে—॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পিঠা-পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা॥
'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি গোসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল—।
বৈষ্ণবসন্ন্যাসী ইহো—বচনে জানিল॥
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম?
গোপীনাথ-আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্রপুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর,—তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥

সার্ব্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা—।
সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি—আমি নিজদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়বচন—॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল 'গুরু' করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার-অব্যাহতি॥
ভট্টাচার্য্য কহে—একলে না যাইহ দর্শনে।
আমাসঙ্গে যাইহ—কিবা আমার লোকসনে॥
প্রভু কহে—মন্দির-ভিতর না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন॥
আমার মাতৃবসা-গৃহ নির্জ্জনস্থান।
তাহাঁ বাসা দেহ—কর সর্ব্বসমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহা বাসা দিল।
জল-জলপাত্রাদিক-সমাধান কৈল॥
আরদিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান-দরশন করাইল লঞা॥
মুকুন্দদত্ত লঞা আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে—॥
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহাঁর উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ?।
কিবা নাম ইহাঁর?—শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর—কেশবভারতী মহাধন্য॥

সার্ব্বভৌম কহে—এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় ইঁহো হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে—ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ইহাঁর প্রৌঢ়যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ-আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা।
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে?
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে।
শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
(অনুমানপ্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা-বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥)
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

> অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
> প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো,
> ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২ ॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ—শাস্ত্রে এই কহে—।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে—আচার্য্য! কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা—ইথে কি প্রমাণে?॥

আচার্য্য কহে—বস্তুবিষয়ে হয় 'বস্তু'-জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥
তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরমায়ায় করে এই ব্যবহার ॥
দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখজন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন—॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্টে কহি কিছু না লইহ দোষ ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু-অবতার নাঞি ॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥
শুনিঞা আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে—।
'শাস্ত্রজ্ঞ' করিয়া তুমি কর অভিমানে ॥

সেই দুই-গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান ? ॥
সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ? ॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তার নাম ॥
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার—নাহিক বিচার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৩॥

তত্রৈব (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪ ॥

মহাভারতে চ দানধর্ম্মে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫ ॥

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ-সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥

তথাহি (ভাঃ—৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং,
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬ ॥

তত্রৈব (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥৭॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে—যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥
প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে—ঐছে মৎ কহ।
আমা-প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ? ॥
আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যসনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা— ॥
বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥

প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ॥
সাতদিনপর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে॥
অষ্টম-দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম—।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥
ভাল-মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না-বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ—বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥
তুমি শুনিশুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার—বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ-কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ 'লক্ষণা'॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে-ই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ংভগবান্।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান॥

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।২১)—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং,
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥ ৮॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব—ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়॥
অপাদান-করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের 'সবিশেষ' এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ংভগবান।
স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৯॥

'অপাণি'-শ্রুতি বর্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুন কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ'॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার'?॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়?॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ-সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্রসন্ততান্॥ ১১॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ১২॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৮)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥১৩॥

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন-অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন-রূপ—॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সনে কহ ত অভেদ?॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে?॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭। ৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১৪

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার?॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে—সেই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধতে অধিক॥
জীবের নিস্তার-লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
'পরিণামবাদ' ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার॥
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥

প্রণব যে 'মহাবাক্য'—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগত উৎপত্তি॥
'তত্ত্বমসি' জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে 'মহাবাক্য'॥
এইমত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥
ভগবান 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেমা 'প্রয়োজন',—বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে-যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥

তথাহি পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৫

তথাহি তত্রৈব (২৫।৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৬॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরমপুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম-পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥১৭॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে—শুন মহাশয়!
এইশ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি
পাছে আমি করিব অর্থ—যেবা কিছু জানি॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধবিধান॥

নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া—॥
ভট্টাচার্য্য! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি।
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব-অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥
আত্মারামাদি-শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্-পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥
তত্তৎপদপ্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না হয় কথন॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এইতিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার—॥
ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ॥

গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুপ্রতি—।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি?॥
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল—॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ-প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজবাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিঞা মালা-প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥
অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥১৮
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥১৯

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥

দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দোঁহার পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমায় দেহাদি-বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদভক্ষণ॥

তথাহি

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥২০॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে।
সেই-হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরিহরি' বলি নাচে করতালি দিয়া॥
আরদিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব-দুর্ম্মতি॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নামসঙ্কীর্ত্তন॥

তথাহি নারদীয়পুরাণে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥২১॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার॥

গোপীনাথাচার্য্য বোলে—আমি পূর্ব্বে যে কহিল
শুন ভট্টাচার্য্য! তোমার সেই ত হইল?॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে—।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভাগবত,—আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল—যাঞা করহ জগন্নাথ-দরশন॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥
উত্তম-উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ-বিপ্র-হাথে দুইজনা সঙ্গে দিলা॥
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাথে॥
প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার হাথে পাঞা॥
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥
প্রভু শ্লোক পঢ়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি ভক্তসব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৩২)—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-,
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥২২॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২৩॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥
সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥

ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই-অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২৪॥

প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদ' কেনে পড়—কি তোমার আশয়?॥
ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপরকার—।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইতপ্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥২৫॥

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ' শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যার—সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
নবমপদার্থ-মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি?।
সার্ব্বভৌম কহে—ও শব্দ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এইশব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্যদোষে কহনে না যায়॥
যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চ মুক্ত্যে বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥

মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥
শুনিঞা হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহো চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইলা সভে প্রভুপদে আসি॥
সেইসব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌমমিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞানকর্ম্মপাশ- হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্ব-
ভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়াদ্র্দ্রধীঃ
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্য-গীত কৈল॥

চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখপ্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥
নিজ-গণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সভার শ্রীহস্তে ধরিয়া—॥
তোমাসভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমাসভা ছাড়িতে না পারি॥
তুমিসব বন্ধু মোর—বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সভা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সভে মিলি আজ্ঞা দেহ—যাইব দক্ষিণে॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবত।
নীলাচলে তুমিসব রহিবে তাবত॥
'বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি' জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥
শুনিঞা সভার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে—শুকাইল মুখ॥
নিত্যানন্দপ্রভু কহে—ঐছে কৈছে হয়?।
একাকী যাইবে তুমি—কে ইহা সহয়?॥
এক-দুই সঙ্গে চলুক—না পড় হঠরঙ্গে।
যারে কহ সেই-দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থ-পথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু! আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে—আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমাসভার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে—সে-ই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন আমার নাহি কহে কথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান—ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ—নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে॥

আমি ত সন্ন্যাসী,—দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহাঁর অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥
অতএব তুমিসব রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥
ইহাসভার বশ প্রভু হয়ে যে-যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ-আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর পক্ষে সহন না যায়॥
গুণে দোষোদ্গার-ছলে সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু—কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ হউক—সে-ই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন, বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি, যাবে এইমাত্র॥
তোমার দুইহস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে?॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র-বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ?॥
কৃষ্ণদাস-নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ—ধর নিবেদন॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছু না বলিবে॥
তবে তার বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাহাসভা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌমঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সভাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে—।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর—।
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ, দেখি তোমার চরণ॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবসকথো—না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তাঁর নাম ষাঠীরমাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা।
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার॥
দিন-চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥
দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালাপ্রসাদ আনি দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলিলা গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ-গণ।
জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্রতীরেতীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য-গোপীনাথে—॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে—।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র-বিষয়ি-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুঁহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি 'বৈষ্ণব' বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
'ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে'
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥'
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন?॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময়॥

তথাহি উত্তরচরিতে (৩২৩)—।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্রপ্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ॥
সভাসঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইল তাহাঁ বৈসে যত জন॥
চতুর্দ্দিগে লোকসব বোলে 'হরিহরি'।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চনসদৃশ দেহ—অরুণবসন।
পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে—কেহো নাহি যায় ঘর॥

কেহো নাচে কেহো গায় 'শ্রীকৃষ্ণগোপাল'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক—স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥
দেখি নিত্যানন্দপ্রভু কহে ভক্তগণে—।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামেগ্রামে॥
অতিকাল হৈল—লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিগে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজ-গণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ দুইপ্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদান্ন সভে বাঁটি খাইল॥
শুনি শুনি লোকসব আসি বহির্দ্বারে।
'হরিহরি' বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক—সভে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণসঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা।
তাহাসভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র-বস্ত্র লৈয়া॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।
আরদিন দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে—বোল 'হরিহরি'॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত—বোলে 'হরি কৃষ্ণ'
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথোদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যতজন।
তাহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর-গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ॥
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন—তারে করি আলিঙ্গন॥
যেইগ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেইগ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে-সব আচার্য্য হইয়া তারিলা জগত॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে—তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব-লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ॥
এইমত যাইতেযাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈলা।
দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥

দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা—বোলে 'কৃষ্ণ-হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সবগ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥
যেইগ্রামে যায়, তাঁহা এই ব্যবহার।
একঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার॥
কূর্ম্মনামে সেইগ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল বংশসহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেকপ্রকারস্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল॥
'যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন॥
কৃপা কর মোরে প্রভু! যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে॥'
প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ—তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এইঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেইগ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই-চারি-স্থানে*॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচলে পুন যাবৎ না আইলা গোসাঞি॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥

এইমত সেইরাত্রি তাহাঁই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব-নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ—সেহো কীড়াময়॥
অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেইঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইল প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
অনেকপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা॥
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দসহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥

তথাহি ১০।৮১।১৬

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥৪॥

বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়!।
জীবে এই গুণ নাহি,—তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ' তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণকৃষ্ণ-নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুইবিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথমগমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন॥

* 'সেই মধ্যাহ্নে' বা 'এই পরিণামে'।

শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলাশ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি—যেই মহান্তের মুখে শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।।
তোমাসভার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণগমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে,
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-,
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথোদিনে॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয়জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ!॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১ শ্লোকস্য স্বামিটীকায়াম্)—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥ ২॥

এইমত নানাশ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেইরাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরীতীরে চলি আইল কথোদিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাঁহা স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দরায়।
স্নান করিবারে আইলা—বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান-তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া॥
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া।
সূর্য্যশতসম কান্তি—অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ?।
তেঁহো কহে—সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে—শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—॥
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন?॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেইস্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা—॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥
রায় কহে—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম ?
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥
মহান্তস্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই—তবু যান তার ঘর ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৩ ।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমায় দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ'নাম শুনি সভার বদনে।
সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে ॥
আকৃতে-প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন ॥
আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ।
দোঁহে দোঁহা-দরশনে আনন্দিত-মন ॥

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণবব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তারে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া— ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥
রায় কহে—আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে ॥
দিন-পাঁচ-সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্টমন ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥
প্রভু যাঞা সেইবিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
একভৃত্যসঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজন কথা কহে বসি রহঃস্থানে ॥
প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৯)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৪ ॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৫ ॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্ম্মত্যাগ এই * সাধ্যসার ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

---

* 'ভক্তি' বা 'সর্ব্ব'।

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার ॥

তথাহি তত্রৈব (১৮।৫৪)—
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৮॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—জ্ঞানশূন্যভক্তি সাধ্যসার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩)—
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-,
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১১)—
নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ,
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১০ ॥

তত্রৈব (১)—
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

তথাহি (ভাঃ—৯।৫।১৬)—
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১২ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ,
প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥ ১৩ ॥

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১২।১১)—
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৮।৪৬)—
নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২০)—
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০)—
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১৭ ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৩২।২)—
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব—সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (২১)—
যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্ব রসের গুণ পরেপরে হয়।
দুই-তিন-গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

আকাশাদির গুণ যেন পরপর-ভূতে।
দুই-তিন-ক্রমে বাঢ়ে প· পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে॥
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥২০॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে—।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥২১॥

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥২২॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।৬)

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥২৩॥

প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ—যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেনজনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥২৪॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥২৫॥

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে—তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১,২)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥২৬॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-,
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-,
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥২৭॥

এ দুইশ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটি-গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে একমূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, শৃঙ্গারভেদকথনে (৪৩)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥২৮

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে॥
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

প্রভু কহে—যে-লাগি আইলাঙ তোমাস্থানে।
সেই-সব-রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ?॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে।
তোমা বহি কেহো ইহা নিরূপিতে নারে॥
রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পঢ়ি—যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ?॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা * তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা—সে-ই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥
রায় কহে—আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে—তাহাই উচ্চারি॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণপ্রধান॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাসভার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৯॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২)—
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৩০॥

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব-রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়॥
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সামান্যলহর্য্যাম্ (১)—
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ, প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ
কলিতশ্যামাললিতো,রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥৩১

শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-,
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি

লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
তথাহি (ভাঃ—১০।৮৯।৫৮)—
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা,
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্,
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ৩৩॥
তত্রৈব (১০।১৬।৩৬)—
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

---

* 'কহ'।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৩৪ ॥

আপন মধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

তথাহি ললিতমাধবে (৮।২৮)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৩৬॥

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ—॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৮)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥৩৭

কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনার সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরমসার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ
শ্রেষ্ঠতাকথনে (২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ—দেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৩)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-,
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য যার ॥
মহাভাবচিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয়বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়স্থিতা-সখী স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১২২)—
কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ,
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেরাধিকৈকা ন চান্যা॥৪০

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার?॥
প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥
রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
বিভাবলহর্য্যাম্ (১২৩)
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
১ম-বিভাবলহর্য্যাম্ (১২৪)—
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥৪২॥

প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর
যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

তথাহি গীতম্।
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি।
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, স্থায়িভাব-

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমা-
দ্যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে,
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে—যে কহাও, সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির?॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলাপুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তারে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—
বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ,
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)—
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ,
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ৪৫॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৪৩)—
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥৪৬

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৯)—
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৪৭॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥
রাগানুগমার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।২৩)—
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-,
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥৪৮

'সমদৃশ'-শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি।
'সমা'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২১)—
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪৯॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঁই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি-বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫০ ॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগালি করেন ক্রন্দন ॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজনিজকার্য্যে দোঁহে গেলা ॥
বিদায়সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দরায় কহে মিনতি করিয়া— ॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহা আগমন।
দিন-দশ রহি শোধ' মোর দুষ্টমন ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥
প্রভু কহে—আইলাঙ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসজ্ঞানের তুমি সীমা ॥
দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥
নীলাচলে তুমি-আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
এত বলি দোঁহে নিজনিজকার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিলা ॥
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই বড় ধনী ॥
দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর ?।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনু দুঃখ নাহি আর ॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?।
কৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাহা বাস ?॥
ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাঁহা লীলা রাস ॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান ?।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥
মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্ছে যেই—কাঁহা দোঁহার গতি ?।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারসে।
নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥
দোঁহে নিজনিজকার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন—॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধপ্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্যামি-ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে—বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
এক সংশয় মোর আছিয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩ ॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥
রায় কহে—তুমি প্রভু! ছাড় ভারিভূরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার? ॥
তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তারে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনজন ॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজমাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম ॥
গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুলচেষ্টা—লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল ॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দসঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল—তার না পাইল পার ॥
তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহো যেন পোঁতা কাহাঁ পায় একখনি ॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তমবস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥
আরদিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা— ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহাঁ আসিব অল্পকালে ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ॥

রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাতে খণ্ড প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান যেই, সেই করে আস্বাদন ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে'—ইহা ছাড়িতে না পারে ॥
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥
অলৌকিক লীলা এই পরমনিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব—তারে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদরস্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ-
রায়সঙ্গোৎসবো নাম অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্রসহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই-ছলে সেইদেশের লোক নিস্তারিল ॥

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি ॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে-গ্রামে যায় সেইগ্রামের যতজন ॥
সভেই বৈষ্ণব হয়—কহে 'কৃষ্ণহরি'।
অন্যগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ॥
দক্ষিণদেশের লোক অনেকপ্রকার।
কেহো জ্ঞানী, কেহো কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজনিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল—লয় কৃষ্ণনামে ॥

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান ॥
মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সবলোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥
দাসরামমহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধিবট গেলা—যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥
সেইদিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন।
ত্রিমঠ* আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥

---

* 'ত্রিমল্ল'।

পুন সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল—।
কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল?॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম্।
এবে কেনে নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম?॥
বিপ্র কহে—এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে—রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

তথা পাদ্মপুরাণে, শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে (৮)
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ৩॥

তথাহি মহাভারতে, উদ্যোগপর্ব্বণি (৭১।৪)
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ৪

পরং ব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল।
পুন আর-শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

তথাহি পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে—শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—
রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৫॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৫৮)
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥৬

এইবাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি—শুন হেতু তার॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি-দিন গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
'সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ' ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥

তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আরদিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে—নাহিক গণনে॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সবদেশ॥
তার্কিক-মীমাংসক-মায়াবাদিগণ
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজনিজ শাস্ত্রে সভে উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ডখণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥
হারি-হারি প্রভু-মতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু-আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ—অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রশ্ন সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ডখণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা-ভয়॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনিল 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥
হেন-কালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন-সহ থালী লঞা গেল॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালী পড়িল বাজিয়া॥
তেরছে পড়িল থালী—মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ— !
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ,—ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু,—করহ প্রসাদ ॥
প্রভু কহে—সভে কহ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ হরি'।
গুরু-কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥
তোমাসভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥
গুরুকর্ণে কহে—কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে 'হরি' বলি ॥
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকললোক পাইল বিস্ময় ॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহো না পায় দর্শন ॥

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকালহস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিল গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন ॥
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥
অমৃতলিঙ্গ-শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' করিল ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন ॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক-মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক—বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
নিজঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু! হৈল উপসন্ন ॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার' আমারে ॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ-দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশ করেন নর্ত্তন ॥
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে, সভার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
লক্ষলক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহো নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
একএকদিন সভে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
একএকদিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণবব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে ॥

কেহো হাসে; কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হৈয়া গীতা পড়ে আনন্দিতমনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ-পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে—শুন মহাশয়!।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়?॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাথে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ। তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেইবিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন—॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
'সেই কৃষ্ণ তুমি' হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণস্ফুর্ত্তৌ তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ—।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারিমাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
এইমতে ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে—ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রত-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম?॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥

তথাহি (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৭॥

ভট্ট কহে—কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে, সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ৮॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস?॥
প্রভু কহে—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী—ইহা শাস্ত্রে শুনি॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৯॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা, কি ইহার কারণ?।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ?॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্,
মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ১০॥

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ?।
ভট্ট কহে—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি—সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর॥

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে—তোমার লীলামর্ম্ম॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে 'ঈশ্বর' করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহো তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদ্খলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখা-জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি,—নিজসম্বন্ধ-মনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১১

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা॥
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান—।
শ্রীনারায়ণ হয়েন—স্বয়ংভগবান॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন॥
প্রভু কহে—ভট্ট! তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ংভগবান্-কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন॥

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥১২॥

নারায়ণ-হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক—সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পূর্ব্ববিভাগে,
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (৩২)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ১৩

স্বয়ংভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া—॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণববিশ্বাস॥
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি,—হয় এক-রূপ॥
গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,
পরাবস্থাপ্রকরণে (১৪৭)

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫॥

ভট্ট কহে—কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট—না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেকযতনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥

ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি॥
'পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।'
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোসাঞি-পাশ॥
পুরীগোসাঞির প্রভু কৈল চরণবন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেইবিপ্রঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে॥
পুরীগোসাঞি কহে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে—তুমি পুন আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
'তোমার নিকটে রহি' হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥
এত বলি তার ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলিচলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিনদিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন॥

তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী॥
দক্ষিণমথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক-ব্রাহ্মণ-সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক?—বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন মহাশয়!।
মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয়?॥
বিপ্র কহে—প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥
তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল—দিন তৃতীয়প্রহরে।
নির্ব্বিন্ন সেই বিপ্র উপবাস করে॥
প্রভু কহে—বিপ্র! কাঁহে কর উপবাস?।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ?॥
বিপ্র কহে—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার?॥
ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।'
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন॥
দুর্ব্বেশন রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান॥
'মায়াসীতা নিল রাবণ'—শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
'পতিব্রতাশিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ॥
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা-আবরণ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥'
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাসবিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতনপত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুন দক্ষিণমথুরা আইলা।
রামদাসবিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনং।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥১৬॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ং॥১৭॥

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥

বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহা দুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেইদিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তমপ্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতাপুরে* আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন॥
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লারদেশেতে আইলা—যাঁহা ভট্টমারি॥
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানী।†
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারিসহ তাঁর হৈল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে—।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি-কারণে?॥
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি॥

* 'চামড়াপুর' বা 'রামভাদু' (?)।
† 'বেত্তাপাণি' বা 'রাত্তাপাণি'।

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিগে ধাঞা॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথে হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥
সেইদিনে চলি আইলা পয়স্বিনীতীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ-সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাহাঁই পাইল॥
পুথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥
বহুযত্নে সেই পুথি নিল লেখাইয়া।
অনন্তপদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥
দিন-দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন-দুই তাহাঁ করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি তাহাঁ হৈলা প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তকগোপাল কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোনমতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈল॥

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
তাঁ-সভার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সভা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদি-আচার্য্য শাস্ত্রে পরমপ্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন—॥
সাধ্যসাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন,
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরমসাধন॥'

তথাহি (ভাঃ—৭।৫।২৩,২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৮॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম * পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১৯॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

---

* 'পঞ্চম'।

তথাহি ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২০।৯)—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২২ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১৩)—
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২৩॥

তত্রৈব (ভাঃ—৫।১৪।৪৪)—
যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্,
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-,
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৪ ॥

তত্রৈব (ভাঃ—৬।১৭।২৮)—
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৫ ॥

কর্ম্ম-মুক্তি দুইবস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্যসাধন ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন।
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্যসাধন ? ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥
প্রভু কহে—কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্বচূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥

ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥
গোকর্ণ-শিব দেখি আইলা * দ্বৈপায়নী।
শূর্পারকতীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাভগবতী ॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সভার চমৎকার মন ॥
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহাঁ এক শুভবার্ত্তা পাইল— ॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠউঠ শ্রীপাদ !' বলি বলিল বচন— ॥
শ্রীপাদ ! ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত-দিনে ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ-নাম ॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী ॥
জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা ॥

* 'আর্য্যা'।

রন্ধনে নিপুণা নাহি তাঁ-সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি-ভোজনে॥
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অলপ-বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা॥
এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন-চারি প্রভুকে তাহাঁ রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী-স্নান করে বিঠ্ঠলদর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে
নানাতীর্থ দেখি তাহাঁ দেবতামন্দিরে॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥
তাপী-স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী-পুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে॥
ধনুস্তীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমুখপর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥
সপ্ত তালবৃক্ষ তাহাঁ কানন-ভিতর।
অতি-বৃদ্ধ অতি-স্থূল অতি-উচ্চতর॥
সপ্ত-তাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে—এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥
প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥

নাসিক-ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাহাঁ জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দরায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুজনার মন॥
কথোক্ষণে দুইজন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া॥
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেইসব সাক্ষী দিলে॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন।
দুইজন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে॥
রামানন্দ কহে,গোসাঞি! তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥
প্রভু কহে—এথা মোর এ-নিমিত্ত আগমন।
তোমা লইয়া নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে—প্রভু! আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাথি-ঘোড়া-সৈন্যকোলাহল॥
দিন-দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছেপাছে আমি করিব প্রয়াণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥

যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজ-গণে বোলাইল॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দরায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সভে পথে লাগ পাঞা॥
প্রভু প্রেমাবেশে সভা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন॥
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে।
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সভা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বরদর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডাপাল * সব আইলা প্রসাদ-মালা লৈয়া॥
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিল।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেল॥
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজ-গণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন॥

* 'পশুপালক'।

প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজ-গণ।
তীর্থযাত্রাকথা কহি কৈলা জাগরণ॥
প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥
এক রামানন্দরায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্যকথা—কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রাকথা শুনে যেইজন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বোল 'হরিহরি'॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বেদ বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন।
যতেক বিচারে' তত পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-
তীর্থভ্রমণং নাম নবমপরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥ ১॥
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্ররাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে।
বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে—॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা হৈঁহো মহাকৃপাময়॥

তোমারে বহুকৃপা কৈলা—কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে—যে শুনিলে, সে-ই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে॥
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণ-গমন॥
রাজা কহে—জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা?
ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই-ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক-জন॥

তথাহি (ভাঃ ১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥৮

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে?॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো—নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, রাখিতে নারিল॥
রাজা কহে—ভট্ট! তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ—তাতে সত্য মানি॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে।
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥
রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥
কাশীমিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥

এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত মন॥
সবলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইলা॥
শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন।
সভে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন—॥
প্রভু-সহ আমাসভার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—কালি কাশীমিশ্রঘরে।
প্রভু যাইবেন তাহা মিলাইব সভারে॥
আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে।
চৌদিগে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু! তোমার যোগ্য বাস।
'তুমি অঙ্গীকার কর'—এই মিশ্রের আশ॥
প্রভু কহে—এই দেহ তোমাসভাকার।
যেই তুমি কহ—সেই সম্মত আমার॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী—॥
এই-সব লোক প্রভু! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাকারে।
তৈছে এইসব, সভা কর অঙ্গীকারে॥
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী॥

প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ-মহাসোয়ার ইঁহো দাস নাম॥
মুরারিমাহিতী—শিখিমাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি॥
এই-সব বৈষ্ণব এই-ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সভে তোমার চরণ॥
তবে সভে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সভা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥
হেনকালে আইলা তাহাঁ ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ॥
রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে—আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি—এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয়জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে-জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥
দিন-পাঁচ-সাত-ভিতরে আসিব রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্রসব-শিরে ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথপট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥

ভট্টাচার্য্য সব-লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! শুন ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইঁহো আমার সহিত॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥
এবে আমি ইঁহা আনি করিল বিদায়—।
যাহাঁ ইচ্ছা যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল-অন্তর—॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সভে আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥
আরদিন প্রভু-ঠাঁই কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ, গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তেঁহো শচী-আই-পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
'দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু' কহে সমাচার।
শুনি আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥

হরিদাসঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেবদত্ত গুপ্ত-মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ?॥
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
সভে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সভে চরণ-বন্দন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈল সভা আলিঙ্গন॥
দুইতিনদিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥
সভে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরেতীরে আইলা নদীয়ানগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু-আগমন তেঁহো তাহাঁই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তারে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥
পুরী কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচলপুরী॥
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥
আরদিনে আইলা স্বরূপদামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥
'পুরুষোত্তম-আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে—
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্তলোকেরে॥
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব'—এই ত কারণ।
উন্মাদে করিল তেঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল—নাম হইল 'স্বরূপ'॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন, সবলোক নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু-আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে—পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই-তিন-গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ ৩।

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
কথোক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—॥
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে—প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সভা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিলা তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা-লাগি এক কিঙ্কর॥
আরদিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন—॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্যনিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া॥
গোসাঞি কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥

এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা—।
পুরীগোসাঞি শূদ্র সেবক কাঁহে তো রাখিলা?
প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা-মাত্র ঈশ্বরকৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম-আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইঁহাকে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়?॥
ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ॥

তথাহি রঘুবংশে (১৪।৪৬)—

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ,
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তৎ,
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ ৪॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার॥
'প্রভুর প্রিয়ভৃত্য' করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আরদিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে—।
ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু সব-ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দভারতীর আগে॥

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর॥
দেখিয়াও ছদ্ম কৈল—যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কোথায় ভারতীগোসাঞি?
মুকুন্দ কহে—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেঁহো নহে, তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম?॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে—।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে॥
ভাল কহে,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিঞা অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥
ভারতী কহে—তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল—।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম—তুমি ত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ—তেঁহো শ্যামল-বরণ।
দুইব্রহ্মে কৈল সব জগত-তারণ॥
প্রভু কহে—সত্য কহ, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ-নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল॥
ভারতী কহে—সার্ব্বভৌম! মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি।
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন॥
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥

তথাহি মহাভারতীয়-দানধর্ম্মে (১৪৯।৯১)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৫

এইসব নামের ইঁহো হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভুজে অঙ্গদ॥

ভট্টাচার্য্য কহে—ভারতি! দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে—যেই কহ, সে-ই সত্য হয়॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্যপরাজয়।
ভারতী কহে—এহো নহে, অন্য হেতু হয়॥
ভক্ত-ঠাঞি তুমি হার'—এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে—মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কহিলা যৈছে দশা আপনার।
ইঁহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, পশ্চিমবিভাগে,
১ম-লহর্য্যাং (২০) বিল্বমঙ্গলবাক্যম্—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৬॥

প্রভু কহে—তবে তোমার গাঢ়প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে—দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥
প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' কি কহ সার্ব্বভৌম!।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥
এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।
ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান আচার্য্য॥
প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্যকার্য্য।
কাশীশ্বরগোসাঞি আইলা আরদিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বরদর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ॥
যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ-তাহাঁ হয়॥
সভে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে॥

এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণবমিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ,
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে—।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে—কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্ররায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌমে কহে—কহ অযোগ্যবচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন—।
স্ত্রী-দরশন—সম বিষের ভক্ষণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৭)—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য,
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ২॥

সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৮)—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥ ৩॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ, আমা এথা না দেখিবে॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥
রামানন্দরায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহব্যবহার।
সবভক্তগণ-মনে হৈল চমৎকার॥
রায় কহে—তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিল—আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ—যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।
মোর হাথে ধরি কহে পীরিতি-বিশেষে—॥
তোমার যে বর্ত্তন—তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে—তার সফল জীবনে॥
পরমকৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥
যে তাঁর প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥
প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণভকতপ্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥

তথাহি আদিপুরাণে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥৪॥

তথাহি (ভাঃ ১১।১৯।২১,২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিসর্জ্জনম্॥ ৫॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ ৬॥

তথাহি (ভাঃ ৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৭॥

পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারিগোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সবভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে—রায়! দেখিলে কমললোচন?।
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে—রায়! তুমি কি কর্ম্ম করিলা?।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা?॥
রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথী।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব, মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে—যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন জনে?॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিল—॥
মোর লাগি প্রভু-পাদে কৈলে নিবেদন?।
সার্ব্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন॥
তথাপি না করে তেঁহো রাজদরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে—পুন যদি করি নিবেদন॥
শুনিঞা রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল—॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার॥
'প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত উদ্ধার।'
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার?।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৩৪)—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্,
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি,
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৮॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা—'না করিব রাজদর্শন'।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ—সব অকারণ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত॥
ভট্টাচার্য্য কহে—দেব! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥
তেঁহো প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর—প্রভু দেখিবে যাহায়॥
রথযাত্রাদিনে প্রভু সবভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায় করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন—তোমায় বৈষ্ণব জানি॥
রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহি প্রভুর ফিরায়াছে মন॥
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই বুদ্ধি দৃঢ় কৈল॥
স্নানযাত্রা কবে হবে?—পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে—তিনদিন আছয়ে যাত্রারে॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সভারে ছাড়িয়া॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
'গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে'—কৈলা নিবেদনে।
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
'প্রভু আইলা'—রাজার ঠাঁঞি কহিলেন গিয়া॥
হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে—শুন ভট্টাচার্য্য

গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুইশত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সভে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সভার চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান॥
রাজা কহে—পড়িছাকে আমি আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে—পড়িছা সব দিব॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য! একে-একে দেখাহ আমাতে॥
ভট্ট কহে—অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সভাকে করাবে দর্শন॥
আমি কাহো নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সভাকে করাবে পরিচয়॥
এত কহি তিনজন অট্টালী চঢ়িল।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা॥
দামোদরস্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাহাঁ বৈষ্ণবগণ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে—এই কোন, চিনাহ আমারে॥
ভট্টাচার্য্য কহে—এই স্বরূপদামোদর।
মহাপ্রভুর ইঁহ হয় দ্বিতীয়কলেবর॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইহাঁ-দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়মালা তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে॥
দামোদর কহেন—ইঁহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান॥
প্রভু-সেবা করিতে ইঁহারে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল॥
রাজা কহে—যারে মালা দিলা দুইজন।
আশ্চর্য্য-তেজ এই বড় মহান্ত কোন?॥
আচার্য্য কহে—ইঁহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিতবক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঁহো পণ্ডিত গদাধর॥
আচার্য্যরত্ন ইঁহো আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত শঙ্কর॥

এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাসঠাকুর এই ভুবনপাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেবদত্ত এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজখান।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিল এই দেখ যতজন।
শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য-জীবন॥
রাজা কহে—দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি-সূর্য্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুরকীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৯

রাজা কহে—শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাহাতে সতৃষ্ণ?॥
ভট্ট কহে—তার কৃপা-লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে-শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-,
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো,
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১০ ॥

রাজা কহে—সভে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসার আগে চলিলা ধাইয়া॥
ভট্ট কহে—এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সভে তাঁরে আগে লঞা।
তার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া॥
রাজা কহে—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন-পাঁচ-সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি-কারণ?॥
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহাঁ লঞা॥
রাজা কহে—উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন-পান?॥
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা—ক্ষৌর-উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা—প্রসাদভক্ষণ॥
তাহাঁ উপবাস—যাহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ?॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম॥

তথাহি (ভাঃ—৪।২৯।৪৬)—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহা বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেইদুইজনে—।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাধ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে—তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥
এত বলি বিদায় দিল সেইদুইজনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণবন্দন।
আচার্য্যেরে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈল দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
একে-একে সবভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সভা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সভায় মালা-চন্দন দিল॥
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভা-সনে॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়বচনে—।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাঙ তোমার আগমনে॥
অদ্বৈত কহে—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্ত-সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেবে দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া—॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু-হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥

বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম ॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ ॥
পুন প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে,—লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমেক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত—।
তোমা-চারি-ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥
শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি-ভাই হই তোমার ক্রীত ॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে—।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥
দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥
শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয়—জানি আগে-হৈতে ॥
শুনি শিবানন্দসেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৮০)—

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত-,
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-,
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১২ ॥

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥
তৃণ দুই-গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যদীন হঞা ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছেপাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে— ॥
মোরে না ছুঁইহ, মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ-কলেবর ॥
প্রভু কহে—মুরারি! কর দৈন্যসম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ-সম্মার্জ্জন ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর ॥
প্রত্যেকে সভার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃপুন আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥
সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে—কাঁহা হরিদাস? ॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাঙ ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহা পড়ি রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুইজন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভার সনে আনন্দে মিলিলা ॥
প্রভুপদে দুইজন কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সভার করিয়াছি বাসাগৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান ॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ! যাহ সভা লৈয়া
যাঁহা-যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা ॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ববৈষ্ণবের এঁহো করিবে সমাধানে ॥

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ।
একখানি ঘর আছে পরমনির্জ্জনে ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে—সব তোমার, মাগ কি-কারণ ? ।
আপন ইচ্ছায় লহ—চাহ যেই স্থান ॥
আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ।
যেই চাহি, সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥
এত কহি দুইজন বিদায় করিলা ।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর ।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন-পিঠা-পানা লৈয়া ।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া
মহাপ্রভু কহে—শুন সব বৈষ্ণবগণ ! ।
নিজনিজ বাসা সভে করহ গমন ॥
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন ।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভু নমস্করি সভে বাসাতে চলিলা ।
গোপীনাথাচার্য্য সভায় বাসাস্থান দিলা ॥
তবে প্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে ।
হরিদাস করে প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তনে ॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া ।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া ॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে ॥
হরিদাস কহে—প্রভু ! না ছুঁইহ মোরে ।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে
তোমার পবিত্র-ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান ।
ক্ষণেক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান ॥
নিরন্তর কর চারি-বেদ-অধ্যয়ন ।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৯৩ ॥

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসাস্থানে ॥
'এই স্থানে রহ—কর নামসঙ্কীর্ত্তন ।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম ।
এইঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥'
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি সভে পাইল আনন্দ ॥
সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইল নিজস্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥
আসি জগন্নাথের কৈলা চূড়া-দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥
সভারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাথে ।
দুইতিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক-পাতে ॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন ।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ ॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন—।
তুমি না বসিলে কেহো না করে ভোজন ॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন ।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা ।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া ॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাথে দিলা ।
যত্ন করি হরিদাসঠাকুরে পাঠাইল ॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥
স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন * ॥
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ পুরিয়া ।
মধ্যেমধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া ॥

* 'পরিবেশে হইয়া আনন্দ' ।

ভোজনসমাপ্তি হৈল—কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
বিশ্রাম করিতে সভে নিজবাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুন প্রভুরে মিলিলা॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তারে সব-বৈষ্ণব-সনে॥
সভা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাহাঁ কৈলা মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সভারে মাল্য-চন্দন॥
চারিদিগে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল'॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেঢ়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায়॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে॥
বেঢ়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারিদিগে চারিসম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডবনৃত্য করে গৌররায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দরায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর-সম্প্রদায়-ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥
চারিদিগে নৃত্য-গীত করে যতজন।
সভে দেখে—করে প্রভু আমারে দর্শন॥
চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিগে দেখে, ইহা নাহি জানে॥
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিগের সখা কহে—চাহে আমাপানে॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্ত্বে।
অট্টালী চঢ়িয়া দেখে স্বগণ-সহিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ববৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সভারে বাটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সভারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে—হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াকীর্ত্তনবিলাসবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ,
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ,
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥ ১॥

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ—করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি—।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি—দেখিবারে যাই॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা—প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল—॥
প্রভুর নিকটে যত আছেন ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সভারে করিহ নিবেদন॥
সেইসব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা-বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি;
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব—হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইয়া॥
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়—
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সভে কহে—প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমিসব কহি যবে—দুঃখ সে মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে—সভে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার॥
এত কহি সভে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সভে—না কহে বচনে॥
প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন?।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি-কারণ?॥
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন।
তোমাসভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটক যাইয়া॥
পরমার্থ থাউ, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিব ভর্ৎসন॥
তোমাসভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে
দামোদর কহে যদি—তবে মিলি তারে॥
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব?।
আপনে মিলিবে তাঁরে, তাহা যে দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ *॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে—'কর রাজারে মিলন'?॥
কিন্তু অনুরাগিলোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥
যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥
প্রভু কহে—তুমিসব পরম বিদ্বান।
যেই ভাল হয়—সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ-হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা—॥

* 'তোমায় তার পরবশ'।

মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন—।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া?॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোকনাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র?॥
প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজ' নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামলবরণ।
কৈশোরবয়স—দীর্ঘ-চপল-নয়ন।
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন॥

তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা—॥
এই মহাভাগবত,—যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় লঞা রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥
সেইহৈতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা-তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানারঙ্গে দিনকথো গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিনজনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে—আমিসব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে।
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥

আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সভার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥
শ্রীহস্তে সভারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সব গণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি ॥
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥
ভিতরমন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারিভিত সে শোধিল ॥
ভিতর * মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী-করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে ॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে—লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥
ধূলিধূসর-তনু দেখিতে শোভন।
কাহো-কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥
তৃণ ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজ-বাসে।
তৃণ-ধূলী বাহিরে ফেলে পরম-হরিষে ॥
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণধূলি-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥
সভার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সভা-হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুন সভাকারে দিল করিয়া বণ্টন— ॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আর শতজন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি।
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শতঘট আনি প্রভু-আগে দিল ॥

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ-অধ-ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন ॥
খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চাপাইল।
সেই জলে উর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্যপ্রক্ষালন।
নিজনিজ হস্তে করে মন্দিরমার্জ্জন ॥
কেহো জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো ছলে জল দেয় চরণ-উপরে ॥
কেহো লুকাইয়া করে সেইজল পান।
কেহো মাগি লয়, কেহো অন্যে করে দান ॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥
নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ-সম্মার্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন।
শতঘট জলে হৈল মন্দিরমার্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজমন ॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥
শতশত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি, কেহো কূপে জল ভরে ॥
পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্যঘট লঞা যায় আর শতজন ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহা বিনু আর সব আনে জল ভরি ॥
ঘটে-ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শতশত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল।
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘট-সমর্পণ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সর্ব্ব-কামে ॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ'-নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥
শতহাথে করে যেন ক্ষালন-মার্জন।
প্রতিজনপাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥

* "ছোট বড়"।

ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন ।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন —॥
তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভালকর্ম্ম সেহো যেন করে ॥
এ কথা শুনিয়া সভে সঙ্কোচিত হঞা ।
ভালমতে করে কর্ম্ম সভে মন দিয়া ॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন ।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিগ প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল ॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল ॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ ।
শিক্ষা-লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ ॥
স্বরূপগোসাঞিরে আনি কহিল তাহারে—।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল ॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হবে গতি ।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাথ দিয়া ।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লৈয়া ॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়—।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায় ॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইল। ।
সারি করি দুইপাশে সভারে বসাইলা ॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাথে ।
তৃণ-কাঁটা-কুটা সভে লাগিলা কুড়াইতে ॥
'কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব ।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥'
এইমত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজমন ॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল ।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥
এইমত পুর-দ্বার অগ্রে পথ যত ।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ? ॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল ।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার ।
নিজ-অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥
চারিদিগে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ।
শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ ॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল ।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায় ।
আনন্দে উদ্দণ্ডনৃত্য করে গৌররায় ॥
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া ।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম ।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিহোঁ হইলা মূর্চ্ছিতে ।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে ॥
আস্তেব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে লৈলকোলে ।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে-জলঝাঁটি ।
হুহুঙ্কারশব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন ।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাথ দিল ।
'উঠহ গোপাল !' বলি উচ্চ স্বর কৈল ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ।
'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥
তীরে উঠি পরি সভে শুষ্ক বসন ।
নৃসিংহদেবে নমস্করি গেলা উপবন ॥
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা ।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া ॥

কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুইজন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥
পুরীগোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন ॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
'হরিদাস!' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন— ॥
ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুন না বলিলা তারে ॥
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যেমধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির ॥
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে।
পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন—যারে যেই ভায়।
তারে-তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভালদ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খায়, মনে এই ত্রাস ॥

স্বরূপগোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া— ॥
'এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥'
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র এই দুইভক্তের স্নেহব্যবহার ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছেন নিজ-পাশে।
দুইভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন ॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী— ॥
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ, করহ বিচার ॥
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু-বিনা কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ? ॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ-হরি' ॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণসঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে ॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমাসভার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥
ভক্তমহিমা বাঢ়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সবভক্ত-নাম লঞা।
পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥
অদ্বৈত কহে—অবধূত-সঙ্গে একপঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি না জানিয়ে হবে কোন্ গতি ? ॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী, উহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান ॥

জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে একপঙ্ক্তি—বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেইজনে।
একবস্তু-বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন?॥
এইমত দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি॥
তবে প্রভু সববৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজন করি উঠে সভে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব-নিজ-ভক্তগণে।
সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মালাচন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়াপাখালা' নাম কৈল এই এক লীলা॥
আরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব-নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান॥
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সবভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লঞা॥
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুইপার্শ্বে দুইজন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভেতে করি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥

তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর-যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল-কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণিদর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ-হসিতকান্তি অমৃত তরঙ্গ।
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে ক্ষণেক্ষণে।
কোটিকোটি-ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যেমধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥
'প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক' জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি-শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-
মন্দিরমার্জ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥
আরদিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান॥

পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্তহাথী।
জগন্নাথ-বিজয় করায় করি হাথাহাথি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥
কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানেস্থানে।
এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ডখণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার?।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্যকোলাহল—কিছুই না শুনি॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন॥
চন্দন-জলেতে করেন পথ-নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে-সেবা-হইতে॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥
শতশত শুক্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥

তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥
সূক্ষ্ম-শ্বেত-বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিতমন॥
গৌড়সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে—টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে॥
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজ-গণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্যচন্দন॥
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাঢ়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক—হৈল আটজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিয়া॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান—॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাসপ্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাসঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দঘোষপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥

মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুইপাশে দুই,—পাছে এক সম্প্রদায়।
সাত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ-মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণবঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্যবাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাতঠাঞি বুলে প্রভু 'হরিহরি' বলি।
'জয়জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাতঠাঞি করেন বিলাস॥
সভে কহে— প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্যঠাঞি নাহি যান আমার দয়ায়॥
কেহো লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে—যাঁর শুদ্ধভক্তি॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥
সার্ব্বভৌমসহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহো নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥
যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা-বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে-প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥

সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইল বিস্ময়॥
এইমত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজভক্তগণ॥
কভু একমূর্ত্তি হয়—কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণেক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সবলোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ডনৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিগে রহি গায়॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুইহাথ।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ২॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১০৮)

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো,
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৯০।২৪)

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো,
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ । ৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৬৩)—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-,
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৫ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম ।
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগবান ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে আলাত-আকার ॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা-যাঁহা পড়ে পদতল ।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য ।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায় ।
সুবর্ণপর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥
নিত্যানন্দপ্রভু দুইহস্ত প্রসারিয়া ।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশেপাশে ধাঞা ॥
প্রভুপাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ।
হরিদাস 'হরি বোল' বোলে বারবার ॥
লোক নিবারিতে হইল তিন মণ্ডল ।
প্রথমমণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ।
হাথাহাথি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন ।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস ।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে—হও একপাশ ॥

নৃত্যাবেশে শ্রীবাস কিছুই না জানে ।
বারবার ঠেলে, তার ক্রোধ হৈল মনে ।
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ ॥
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে ।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে—॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইহাঁর হস্তস্পর্শ পাইলা ।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার ।
অন্য আছু, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন ।
অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃত্য দেখি দুইজনার শ্রীমুখে হৈল হাস ॥
উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥
মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয় ।
লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম ।
'জজ গগ জজ গগ'-গদ্গদবচন ॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল ।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন ।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥
কভু নেত্রনাসাজল মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিঞা স্বরূপ গাহিতে লাগিল ॥

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ ধ্রু॥"

এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥
ধীরেধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া-সহ প্রভু চলে পাছেপাছে॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥
গৌর যদি আগে যায়,—শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে,—শ্যাম চলে ধীরেধীরে॥
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতেনাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৭)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-,
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ না জানে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান—।
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণে দর্শন পাইয়া আনন্দিতমন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে-ভাব উঠিল।
সেইভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন—।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥

ইহাঁ লোকারণ্য হাথি-ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥
আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥
সেই-ভাবাবেশে কভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ—কেহো নাহি জানে লোক॥
স্বরূপগোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে-অর্থ-প্রচার॥
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহংজুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ

অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন',
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমায় পূর্ণ-কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥ধ্রু॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না জুয়ায়॥
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে।

তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
　স্থানাস্থান না কর বিচারে।
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
　ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
　শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
　তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
　গোপীগণে লহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন,
　সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
　বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা?॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
　তুমি, তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
　সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ,
　ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
　কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে?॥
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ,
　ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
　ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
　তুমি ব্রজের সর্ব্বস্ব সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
　ব্রজে উদয় করাহ নিজ-পদ॥

পুনর্যথারাগঃ।—

শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
　ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
　করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন—॥
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্যবচন।
তোমাসভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি-দিনে,
　মোর দুঃখ না জানে কোনজন॥ধ্রু॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
　সভে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর
　তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমাসভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
　আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমাসভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
　রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥
'প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
　নাহি জীয়ে' এ সত্য প্রমাণ।
'মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে',
　এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি,
　বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
　সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
　তাঁর শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।
তোমাসনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
　তাহা তুমি মান 'আমা-স্ফূর্ত্তি'॥
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
　সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
　প্রকটেহ আনিবে সত্বর।
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
　তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুইচারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
　আইলাঙ জানিহ নিশ্চয়॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
　রহি রাজ্যে* উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি বাহ্য-আবরণ,
　যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
　আনিবে আমা দিন-দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ-তোমা-সনে,
　বিলসিব রাত্রিদিবসে॥

---

* 'বাহ্যে'।

এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৮॥

এইসব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে এইভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথবদন চাঞা॥
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান-আস্বাদন॥
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে—জানি দামোদর॥
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভু-কর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী—সভার প্রাবল্য॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধহেমাচল।
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত-মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিকলোক নীলাচলবাসী যতজন॥

প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সভে আনন্দে বিহ্বল॥
অন্যের কা কথা,—জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল—সে-ই তার সাক্ষী।
এইমত প্রভু নৃত্য করিতেকরিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।—॥
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হইয়াছে তারে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিগের লোক উঠে বলি 'হরিহরি'॥
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাহাঁ নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডিস্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে-বামে॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেলবন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥

আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেইস্থানে ভোগ লাগে—আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজনিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজনিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥
আগে-পাছে দুইপার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাহা পায় লাগায়, নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া॥
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতিবৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে॥
এই ত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥
রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তব-
মালায়াম্ (১৭)—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-,
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ়-বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয়॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ॥১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥
এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেইদেশ॥
সবভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাথ হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনিতেশুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল-বোল'-বলি উচ্চ বোলে বারবার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥'
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।৯)—
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ২॥

'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন্ জন?'॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান-বিনা কৃপাপ্রসাদ করিল॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥

প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ? ॥
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস
'ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে'—এই মোর আশ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কাঁহা না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল ॥
'রাজা' হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সভে আনন্দিতমন ॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাথ করি সবভক্তেরে বন্দিলা ॥

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া ॥
বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল—যার নাহি অন্ত ॥
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর ॥
মনোহরা-লাড়ু-আদি শতেকপ্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার ॥
অমৃতমণ্ডা ছানার-বড়া আর কর্পূরকুলি*।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী † ॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।
ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি ॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ-মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানিখানি ॥
নেবু-কোলি-আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেকপ্রকার ॥

প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।'
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥
কেয়াপত্রদ্রোণী আইল বোঝা পাঁচসাত।
একেক-জনে দশদোনা দিল একেক-পাত ॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা-সভাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥
পাতিপাতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন— ॥
আপনে বৈসহ প্রভু ! ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজ-গণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সভাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল,—খায় সহস্রেকজন ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীনজনে ॥
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরি বোল' বলি তারে উপদেশ করি ॥
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥

ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড়সব রথ টানে—আগে না চলয় ॥
টানিতে না পারি গৌড়সব ছাড়ি দিলা।
পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে ॥
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোজন ॥
মত্তহস্তিগণ টানে—যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজ-গণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে—দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥

* 'অমৃতমণ্ডা সেবতী আর কর্পূরকূপী'।
† "সরপূপী"

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজ-গণে রথ-কাছী টানিবারে দিল ॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥
ভক্তগণ কাছীতে হাথ দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ—টানিতে না পায় ॥
মহানন্দে লোক করে 'জয়জয়'-ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি ॥
নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥
'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
এইমত কোলাহল লোকে 'ধন্যধন্য' ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ-সিংহাসনে ॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সবলোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল ॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল ॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যতদিন।
একএকদিন করি পড়িল বণ্টন ॥
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ
সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করে ভক্তগণসাথ ॥
কভু অদ্বৈত নাচে—কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে—কভু অচ্যুতানন্দ ॥
কভু বক্রেশ্বর—কভু আর ভক্তগণে।
সন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥
'বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ' এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥
'রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে করে জলখেলা ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া ॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডূক-বাদ্য বাজায় সভে করতলে ॥
দুইদুইজন মেলি করে জল-রণ।
কেহো হারে জিনে, প্রভু করে দরশন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুইজনে ॥
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত-সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দরায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার,—হৈলা শিশুপ্রায়।
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া— ॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক-জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥
গোপীনাথ কহে—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার একবিন্দু ॥
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথাতথা।
এই দুই গণ্ডশৈল—ইহার কা কথা ? ॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার ॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল ॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥
এইমত জলক্রীড়া করি কথোক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥

পুরী-ভারতী-আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আরদিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কথোক্ষণ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবনবিহার করে ভক্তগণ লৈয়া॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে;
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে॥
প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক-এক-বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কথোক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা।
জলক্রীড়া করি পুন আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ॥
'জগন্নাথবল্লভ'-নাম বড় পুষ্পারাম।
নবদিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥
হোরাপঞ্চমীর * দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া—॥
কালি হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে
চিত্র বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥

ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনা।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনা॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেই ত করিহ,—প্রভু লঞা নিজ-গণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথদর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥
নীলাচল আইলা পুন ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
গণসহ ভালস্থানে বসাইল লৈয়া॥
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল—॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসরমধ্যে হয় একবার
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানাপুষ্পোদ্যানে তাহাঁ খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে? ॥
স্বরূপ কহে—শুন প্রভু! কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ? ॥
স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি আরোহণ॥

* 'হোরাপঞ্চমীর'

ছত্র-চামর-ধ্বজপতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥
তাম্বুলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
হাথে যার * দাসীশত দিব্যভূষাম্বর॥
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানাধনে ॥
অচেতন রথ -- তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচনে ॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্ভ্য দেখিয়া।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজ-গণ লঞা॥
দামোদর কহে--- ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিনবসন ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিদান ॥
ইঁহো সর্ব্বসম্পত্তি নিজ প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥
প্রভু কহে —কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে --গোপীমাননদী শতধার ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্দরশন ॥
মানে কেহো হয় 'ধীরা', কেহো ত 'অধীরা'
এই তিন ভেদ—কেহো হয় 'ধীরাধীরা' ॥
'ধীরা' কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসনপ্রদান ॥
হৃদি কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥
সরলব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥

'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥
'ধীরাধীরা' বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা,—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন ॥
'মধ্যা', 'প্রগল্ভা' ধরে ধীরাদি-বিভেদ।
তার মধ্যে সভার স্বভাব তিন-ভেদ— ॥
কেহো মুখরা, কেহো মৃদু, কেহো হয় সমা।
স্ব-স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় রসসীমা ॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেইসেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহকহ দামোদর !'—কহে বারবার ॥
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীন ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।২৫)—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ,
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ,
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥৩॥

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন ॥
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি ॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো—স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥
বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৪৩)-

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥৪।

* 'সাথে যায়'।

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দসাগর।
'কহকহ' বোলে প্রভু, কহে দামোদর— ॥
'অধিরূঢ়-মহাভাব' সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব-অলঙ্কার— ॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত ; বিলাস, ললিত
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ, চকিত ॥
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধিতরঙ্গ ॥
'কিলকিঞ্চিত'ভাব-ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥
এইসবস্থানে 'কিলকিঞ্চিত'-উদ্গম।
প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে (৭১)—
গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ৫ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত।
ক্রোধ-অসূয়া-সহ আর মন্দস্মিত ॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণমন ॥
দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর-।
এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর ॥
এইভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—
অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা,
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ৬ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—
বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং,
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃকিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননংসঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ৭ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন— ॥
'বিলাসাদি-ভাবভূষার কহ ত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥'
তবে ত স্বরূপগোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণদর্শন পায় ॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'ভূষণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৬৭)—
গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ৮

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—
পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ,
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা,
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥
মুখে নেত্রে করে নানাভাবের উদ্গার।
এই কান্তাভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৫)—
বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১০ ॥

লিত-ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয় ত সতৃষ্ণ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হুয়া তির্য্যগ্‌-গ্রীবা-চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা,
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ,
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখমন।
কুট্টমিত' নাম এই ভাববিভূষণ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈ

ইচ্ছাবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক-রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভর্ৎসন॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং,
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু,
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥ ১৩॥

এইমত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা—না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন॥
শ্রীনিবাস হাসি কহে—শুন দামোদর!।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ বিস্তর॥
বৃন্দাবন-সম্পদ কেবল ফুল-কিসলয়।
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফলময়॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী-মনে হৈল আসোয়াথ—।
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন?।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥
"তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র-ফুল-ফল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী॥
এই কর্ম্ম করি কহায় 'বিদগ্ধশিরোমণি'।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ-প্রভু দেহ আনি॥"
এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয়, আর করায় বিনতি॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাথ—।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্‌ বাক্য-অগোচর।
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥
প্রভু কহে—শ্রীবাস! তোমার নারদ-স্বভাব
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বরপ্রভাব॥
দামোদরস্বরূপ ইহো শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহোঁ শুদ্ধপ্রেমে ভাসি॥
স্বরূপ কহেন—শ্রীবাস! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ্‌ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্‌ তার একবিন্দু॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ংভগবান্‌।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনেবনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহো না মাগে অন্যধনে॥
সহজলোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত।
সহজগমন করে নৃত্য-পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত-সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্‌।

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখীকাজ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ১১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে।
বিভাবলহর্য্যাম্ (৮৬)—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং,
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-,
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥১২॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্টঅট্টহাস ॥
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেইরসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজকাণ ॥
ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তমগ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজঘর।
প্রভু নৃত্য করে,—হৈল তৃতীয়প্রহর ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই-মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি* ॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে—রহে কিছু দূরদেশ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সভার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
সবভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক-স্নানে ॥

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধপ্রকার ॥
সভা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন ॥
জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ ॥
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে ॥

আরদিনে জগন্নাথের ভিতরবিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম-আনন্দে করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥
জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় হইল।
একগুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজখান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান— ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এত বলি দিলা তারে ছিড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান—
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্ ॥

ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সবভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড়-রঙ্গে ॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈঞা বৃন্দাবনকেলি কৈল ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরা-পঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥

---

* 'করিলেন স্তুতি' বা 'করেন প্রণতি'।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥
প্রথমবৎসরে জগন্নাথদরশন।
নৃত্য গীত দণ্ডবৎপ্রণাম স্তবন॥
উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য-আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি-চন্দন॥
গলে মালা দেয়—মাথায় তুলসীমঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥
পূজাপাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল।
সেইসব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল॥
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে'এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তার বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
পুনরুক্তিভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥
একেক দিন একেকভক্ত-গৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্তসব॥
কেহো ঘরভাত করে—কেহো প্রসাদান্ন।
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ॥
চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভুসঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥

কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব॥
দধি-দুগ্ধ-ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি 'হরিহরি'॥
কানাঞি-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথমাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী॥
ইঁহা-সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে—সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সবলোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহাদোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদবস্ত্র এক লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥
কানাঞি-খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলাইলা ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহা রে রাবণা!' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥'
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে বারবার॥

এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুইভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে, কেহো নাহি জানে
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু সবভক্তে বোলাইল।
'গৌড়দেশে যাহ সভে' বিদায় করিল॥
সভারে কহিল প্রভু—প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান—
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস-গদাধর-আদি কথোজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা-সনে॥
মধ্যেমধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর-বচন—॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন॥
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যেমধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফুর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্টপটোল নিম্বপাত॥
লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
'নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥
নিমাঞি নাহিক ঘরে, কে করে ভোজন?
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত?
হেন বুঝি বালগোপাল খাইল সব ভাত॥
কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি অন্ন পাতে অন্ন না বাড়িল।'
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার-মন॥
ঈশানদ্বারায় পুন স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা-ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এইরীতি।
তাহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা॥
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস—।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ॥
ইহাঁর কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন!।
পরমপবিত্র সেবা অতিসর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা॥
বাড়ীতে কতশত বৃক্ষ লক্ষলক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারিপণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥

ভোগের সময়ে পুন ছোলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই-নারিকেলজল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে, কভু জল ভরি॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সংপাত্র-পূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্যভাজন॥
কভু শস্য খাঞা পুন পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইলা লঞা॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাথে সেবক দ্বারেতে রহিল॥
দ্বারের উপর-ভিত্তো তেঁহো হাথ দিল।
সেইহাথে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে—দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপরভিতে॥
সেই ভিতে হাথ দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরমপবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এইমত কলা আম নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাঁহা-যাঁহা দূরগ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমতে চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরমপবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাসন্দী-আদি আচার অনেকপ্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্যসার॥
এইমত প্রেমেসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সবভক্তগণ॥

শিবানন্দসেনে কহে করিয়া সম্মান—।
বাসুদেবদত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইহোঁ যে-দিনে যে আইসে।
সেইদিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইহোঁ, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়॥
ইহাঁর ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমাস্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥
প্রতিবর্ষ আমার সবভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সভায় পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া—।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পটডোরী লৈয়া॥
গুণরাজখান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময়—॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন—॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ?।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?।
কে 'বৈষ্ণব' কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥
এককৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি-অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৬)—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং
মনাগীক্ষতে,
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিনজন॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন—।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তাহার তনয় ?।
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র, এই আমার নিশ্চয়॥
আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা, আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সে-ই গুরু হয়॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম—যেন দগ্ধ হেম॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ?।
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চটুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা কহে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি ?
মুকুন্দ কহে—অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে—মুকুন্দ! তুমি পড়িলা কি-লাগি ?
মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহা-বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে॥

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট-তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে॥
মুকুন্দেরে কহে পুন মধুরবচন—।
তোমার যে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন-উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি! রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিনজনে॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুইভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি—॥
দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম-সম॥
সার্ব্বভৌম! কর দারুব্রহ্ম-আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মের সেবন॥
মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে, শুনে ভক্তগণ—॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
"পরমমধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়॥
বিদগ্ধ-চতুর-ধীর-রসিকশেখর।
সকল-সদ্গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্য করে যাঁহো লীলা রাস
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণবিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥"
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে॥
'কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে রাম! মোর করহ মরণ॥

এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতেকান্দিতে কিছু করে নিবেদন—॥
রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, মনে পাঙ ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়?
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়!।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥
'সাধুসাধু গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারেবারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল?॥
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন॥
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া—॥
জগৎ তারিতে প্রভু! তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি প্রভু দয়াময়!।
তুমি মন কর যবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সবজীবের পাপ প্রভু! দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকলজীবের প্রভু! ঘুচাও ভব-রোগ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা—॥
তোমার এই চিত্র নহে, তুমি ত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি-বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সভার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল?॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-,
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
এক উডুম্বরবৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদিধাম।
তার গড়খাই 'কারণাব্ধি' যার নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক-রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক-অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব-ব্রহ্মাণ্ড-সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটিকামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে?॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।১৪)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং,
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যবোধক তে,
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৪॥

এইমত সবভক্তের কহি সে-সে গুণ।
সভাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষন্ন হৈল মন॥
গদাধরপণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে॥
পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপদামোদর।
দামোদরপণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
এইসবসঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥
একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাথ করি কিছু কৈল নিবেদন—॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস-ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি॥
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা কর বিশদিন।
প্রভু কহে—এহো নহে যতি-ধর্ম্মচিহ্ন॥
সার্ব্বভৌম কহে—কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক-দিবস॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণ ধরিয়া।
'দশদিন কর' কহে মিনতি করিয়া॥
প্রভু ক্রমেক্রমে পঞ্চদিন ঘাটাইল।
পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন—।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥
পুরীগোসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে॥
দামোদরস্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর॥
আর অষ্টসন্ন্যাসীর দুইদুইদিবসে।
একেকদিনে একেকজন—পূর্ণ হৈল মাসে॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে একঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥
তুমি নিজ-ছায়া-সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপদামোদর॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিতমন।
সেইদিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥

ষাঠীর মাতা নাম—ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল॥
ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাকফলাদিক আনাইল আহরি॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকমর্ম্ম॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগসেবা হয়॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
তিন-মান-তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি।
চারিদিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশপ্রকার শাক, নিম্ব-সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধপ্রকার॥
নবনিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট-মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধ্বম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ-ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥

শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্রপীঠ-উপরে শুভ্র* বসন পাতিল॥
দুইপাশে সুগন্ধি-শীতল-জল-ঝারী।
অন্নব্যঞ্জন-উপরি দেন তুলসীমঞ্জরী॥
অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদপ্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া—॥
অলৌকিক এইসব অন্নব্যঞ্জন।
দুইপ্রহরভিতরে কৈছে হইল রন্ধন?॥
শত-চুলায় যদি শতজন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥
তোমার বহুত ভাগ্য, কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষ পাব॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্নপাত্রেতে করিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কহে—প্রভু! না কর বিস্ময়।
যে খাইবে, তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্যোগে, না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সে-ই তাহা জানে॥
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে—অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ?॥
প্রভু কহে—ভাল বলিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৬।৩১)—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে—জানি খাও যতেক জুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার॥
এক-এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জেঠা-খুড়া-মামা পিসাদি গোপগণ।
সখীবৃন্দ সভার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি-রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে একগ্রাসী॥
তুমি ত ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথপ্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে॥
হেনকালে অমোঘ-নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন-নিন্দক তেঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠী হাথে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন—।
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশবারজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?॥
শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটী চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল॥
ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া মারিতে ধাইলা।
পলাইলা অমোঘ, তার লাগ না পাইলা॥
তারে গালি-শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥
শুনি ষাঠীর মাতা বুকে-শিরে হাথ মারে।
'ষাঠী রাঁড়ী হোক' ইহা বোলে বারেবারে॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচী রসবাস॥

* 'সূক্ষ্ম'।

সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্যচন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্যবচন— ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু! ক্ষমা কর মোরে ॥
প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল? ॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥
প্রভু-পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে— ॥
চৈতন্যগোসাঞিঁর নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥
কিম্বা নিজপ্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য, দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥
পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব ॥
ষাঠীকে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥

তথাহি (ভাঃ—৭।১১।২৮)—

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ৬

সেইরাত্র্যে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তারে বিশূচিকাব্যাধি হইল ॥
'অমোঘ মরেন' শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পঢ়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি (২৪১।১৭)—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥
আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুইজনে।
বিশূচিকাব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাথ দিয়া— ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয় ॥
মাৎসর্য্যচণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে?।
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে? ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥
উঠহ অমোঘ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান ॥
শুনি 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়—।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়! ॥
এই ছারমুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥
চড়াইতে-চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাথে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—।
সার্ব্বভৌমসম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥
অপরাধ নাহি, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌমস্থান ॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ
কেনে উপবাস কর, কেনে তারে রোষ? ॥
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথমুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥
প্রভু-পাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা—।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা? ॥

প্রভু কহেন—অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা—যাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল, তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥
ভট্ট কহে—চল প্রভু! ঈশ্বরদর্শনে।
স্নান করি তাঁহা মুঞি আসিছোঁ এখনে॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ! ইহাই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বরদর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিলা ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য * কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইল বিদিত॥
ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্তসম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌম-
গৃহে ভোজনবিলাসো নাম
পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ॥ ১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়বচন—॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজনা-সনে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে—এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ, এই ভাল রীত॥
'আজি-কালি' করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়, বিচ্ছেদের ভয়॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা-বিনা তবু না করে গমন॥
তৃতীয়বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সভার হৈল মন॥
সভে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে?॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘব-পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন?॥
শিবানন্দসেন করে ঘাটী সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সভার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান॥
সে-বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুতজননী॥
শ্রীবাসপণ্ডিতসঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী॥

* 'মত্ত'।

শিবানন্দের বালক—নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয়দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দসেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাসা-স্থানে॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দর্শন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-সেবক-সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে॥
সেইরাত্রি সব মহান্ত তাঁহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥
ক্ষীর বাঁটি সভারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাঞা সভার বাঢ়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা, গোপালস্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীরচুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥
সেই কথা সভার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিঞা আচার্য্য-মনে বাঢ়িল আনন্দ॥
এইমত চলাচলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি সেদিন রহিলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণবমনে বাঢ়িল আনন্দ॥
প্রভুকে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা সভে শ্রীনীলাচলে॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাথে দিয়া॥
দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূতগোসাঞি বড় সুখ পাইল॥
তাঁহাই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতেনাচিতে চলি আইলা দুইজন॥
পুন মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজ গণ।
আগুবাঢ়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥

নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সভারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার-নিকট আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সভায়॥
সভা লৈঞা কৈল জগন্নাথদরশন।
সভা লৈয়া আইলা পুন আপন ভবন॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সভারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ববৎসরে যার যেই বাসাস্থান।
তাঁহা সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তনবিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইল।
সভা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল॥
কুলীনগ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুন চলিলা উদ্যানে।
বাপী তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥
রাঢ়ী এক বিপ্র—তেঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহা ভাগ্যবান তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস॥
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তার অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডিভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সভা-সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী-অভিমান, বাৎসল্যে জননী॥
আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যেমধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া॥
আচার্য্যগোসাঞিকে প্রভু কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহো বুঝিতে না পারে॥

তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহো না বুঝিল
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ!।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ-প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত প্রমাণ॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ, সে-ই করি, নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন—।
প্রভু! আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন—॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল—॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সেবৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপসহিতে তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি।
দুইজনায় কৃষ্ণ-কথা একত্রই স্থিতি॥
গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুন মন্ত্র দিল।
ওড়নিষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া-বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেইরাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুইভাই চড়ান তারে হাসিয়াহাসিয়া॥
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা-দরশন॥
তার মধ্যে যে-যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারিবৎসর গেল।
দক্ষিণ-যাত্রা আসিতে দুইবৎসর লাগিল॥
আর দুইবৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম-বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে—॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুইবৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই-সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা-সভা দেখিয়া।
তুমি-দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়—।
প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দোঁহে কহে—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়াদশমীদিনে করিল পয়াণ॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর—সব সঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়াভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা॥
উড়িয়াভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবর্ত্তিলা।
নিজভক্তগণ-সঙ্গে ভবানীপুর আইলা॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া

প্রসাদ ভোজন করি তাহাঁই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দরায় সব-গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়াণ॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা॥
পুন উঠে, পুন পড়ে, প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুন স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু-কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' যাতে হৈল নাম॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী, তাহারে পাঠাইল—॥
নিজনিজগ্রামে নতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত নব্যগৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা—কর সর্ব্বকাজ॥
এক নবা নৌকা আনি রাখ নদী-তীরে।
যাঁহা স্নান করি প্রভু যাবেন নদীপারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নবাবাস।
রামানন্দ! যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল॥

প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া॥
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজ-গণ লৈয়া॥
চিত্রোৎপলানদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষাসকল দেখি করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরদরশনে॥
নৌকাতে চঢ়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি আইলা চতুর্দ্বার॥
রাত্র্যে তথা রহি প্রাতে স্নান-কৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনেদিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ-সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরিহরি'॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥
প্রভু-সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল, সভার কে করে গণন?॥
গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ' প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে—যাহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে—ইহাঁ কর গোপীনাথ-সেবন।
পণ্ডিত কহে— কোটি সেবা তৎপাদদর্শন॥
প্রভু কহে—সেবা ছাড়িবে, আমার লাগে দোষ
ইহাঁ রহি সেবা কর, আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে—সব দোষ আমার উপর।
তোমাসঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর॥
আই দেখিতে যাব আমি, না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা-সেবাত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী॥
এত বলি পণ্ডিতগোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা॥

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাহার হাথে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ — ॥
'প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে' এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি আইলা দূরদেশ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ ॥
মোর সুখ চাহ যদি—নীলাচলে চল।
আমার শপথ—যদি আর কিছু বোল ॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে—উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥
তুমি জান—কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িল।
ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিল ॥

তথাহি। ভাঃ—১।৯।৩৭ —

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞাম্,
ঋতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ২ ॥

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥
প্রভু-লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্তধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন ॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥
প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য-গৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন ॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দরায়ে বিদায় দিলা ॥

ভূমিতে পড়িলা রায়, নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥
রায়ের বিদায়কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥
তবে ওড়্ দেশসীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥
দিন-দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ—॥
মদ্যপ-যবনরাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার ॥
পিছলদা-পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার ॥
দিনকথো রহ, সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥
সেইকালে সে-যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর ॥
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া — ॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥
নিরন্তর করে সভে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
সভে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥
লক্ষলক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তারে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥
সেইসব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥
কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি ॥
এত কহি সেই চর 'হরিকৃষ্ণ' গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস প্রভুস্থানে পাঠাইল ॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে প্রেমে বিহ্বল হইল ॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি—।
তোমা-স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ, এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥

বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমাসনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয়॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়—।
মদ্যপ-যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়?॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে শ্রবণে যাঁর জগৎ তারিল॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন—।
ভাগ্য তাঁর, আসি করুক্ প্রভুর দর্শন॥
প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥
বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখে ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া॥
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাথে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
'অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হৈল॥
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণসন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক্ পরাণ॥'
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া—॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনামশ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয়॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ৩॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—তুমি কহ 'কৃষ্ণ-হরি'॥
সেই কহে—মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ, সেবা করিয়ে তোমার॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা ক'রেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥

তবে মুকুন্দদত্ত কহে—শুন মহাশয়!।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা—এই বড় উপকার॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সভার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণবন্দনে॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্ব-গণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতেকান্দিতে সেই তীরে রহি যায়॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর-দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা-পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেইগ্রাম হৈতে।
সেকালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে—তার জন্ম দেহ ধন্য॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী॥
'প্রভু আইলা' বলি লোকের হৈল কোলাহল
মনুষ্যে ভরিল সব—জল আর স্থল॥
রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়, কষ্টে-স্থষ্টে আইলা॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড়ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীরনন্দন।
লক্ষকোটি লোক তথা পাইল দর্শন॥

সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলিগ্রামে প্রভু যৈছে গেলা॥
তাঁহা যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা॥
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিল বর্ণন।
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন॥
নাটশালা হৈতে প্রভু পুন ফিরি আইলা।
লোক-ভিড়-ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা॥
শান্তিপুরে পুন কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইল।
রঘুনাথদাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষমুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসিব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার॥
মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্টপাত
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচসাত॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল॥
বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথে-হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি-সেবক দুই-ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥
এই একাদশজন রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা—॥
আজ্ঞা দেহ, যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তাঁর পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া॥
সাতদিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে—॥
রক্ষকের হাথে মুঞি কেমনে ছুটিব?।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব?॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে কহে তারে আশ্বাস-বচন—॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমেক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোনছলে॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তারে কে রাখিতে পারে?॥
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা—সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হৈয়া॥
দেখি তার পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সর্ব্বভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন।

সভা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি—।
সভে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সভা-সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন।
এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহো না করিহ গমন॥
তাঁহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সভে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় (১) কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা মাগি লৈল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া॥
সেইসব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ-দরশন কৈল।
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল।
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিল।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সভারে করিল॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ-শিখি-আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধরপণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সভার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা—॥
'বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজমাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥'
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষলক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে, তথা লোক দেখি পূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্টি করি গেলাম রামকেলিগ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ-সনাতন নাম॥
দুইভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে ক্ষীণ॥
তাঁর দৈন্য দেখি-শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈয়া তবে কহিল দোঁহারে—॥
উত্তম হইঞা 'হীন' করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল—॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
তবে আমি শুনিল-মাত্র, না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাঙ কানাইরনাট্‌শালাগ্রাম॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল—।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল?॥
ভালত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে 'এই এক ঢঙ্গে'॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে॥
বাদিয়ার বাজী পাতি চলিলাম তথারে।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্য-সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
'ধিক্‌ধিক্ আপনাকে' বলি হইলাঙ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুন আইলাঙ গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখি আইনু নিজনিজস্থানে।
আমা-সঙ্গে আইল সবে পাঁচ-ছয়-জনে॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাব বৃন্দাবনে।
সভে মেলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্নে॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু, ইহঁ দুঃখ পাইল।
সেইহেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥
তবে গদাধরপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু-পদে ধরি কহে বিনয় করিয়া—॥
তুমি যাঁহা-যাঁহা রহ—তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ॥
তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥
এই আগে আইল প্রভু! বর্ষা চারিমাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস॥
পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল-রহ, কে করে বারণ?॥

(১) 'নিবেদন'।

শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে—।
সভাকার ইচ্ছায় পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥
সভার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥
সেইদিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥
সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু একদিনের লীলার নাহি পায় অন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গৌড়গমন-বিলাসো নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ॥১
জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুগতি—॥
মোর সহায় কর যদি তুমি-দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব॥
কেহো যদি সঙ্গে লেলে পাছে উঠি ধায়।
সভাকে রাখিবে, যেন কেহো নাহি যায়॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা, না মানিবা দুঃখ।
তোমাসভার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥
দুইজন কহে— তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ পরতন্ত্র॥
কিন্তু আমাদোঁহার শুন এক নিবেদনে।
'তোমার সুখে আমার সুখ' কহিলে আপনে॥
আমাসভার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়!॥

উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর, সঙ্গে চলু বিপ্র একজন॥
প্রভু কহে— নিজসঙ্গী কাহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হ'ব।
নূতন সঙ্গী হইবেক—স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই, তবে লই একজন॥
স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়,—পণ্ডিত সাধু আর্য্য।
প্রথমেই তোমাসঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা-কৃত্য॥
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি সভার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নহিবে কোন দুঃ
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষরাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া॥
স্বরূপগোসাঞি সভায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সভে জানি প্রভুর মন॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জ্জনবনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালেপালে ব্যাঘ হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ করি আছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে—'কহ কৃষ্ণ'; ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥

আরদিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত-হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান ॥
প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে গায় ॥
কেহো ভূমে পড়ে, কেহো করয়ে চীৎকার
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ ॥
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥

তথাহি (ভা— ১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবনগুণবর্ণন-শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি (ভা— ১০।১৩।৬০)—

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩ ॥

'কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্রভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব* রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সভাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বোলে, নাচে মত্ত হঞা ॥

'হরি বোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
সেই গ্রাম দিয়া-যান, যাঁহা করেন স্থিতি।
সে-সব-গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥
কেহো যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন ॥
সভে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥
যদ্যপি প্রভু লোকসঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকলদেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণদেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নামপ্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ? ॥
বন দেখি হয় ভ্রম— এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় —এই গোবর্দ্ধন ॥
যাহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে—কালিন্দী।
তাঁহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন, তাহা লয়েন সকল ॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ-সাত-জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃত খণ্ড আনে ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সভে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥
দুইচারিদিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্যবন—লোকের নাহিক বসতি ॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥

* 'প্রভুর'।

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে*।
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন—॥
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাঁহা নাহি পাই লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার—।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ-সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে॥
সনাতনমুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥
কৃপার সমুদ্র—দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল—।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তেঁহো কহে—তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি—মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাথে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ংভগবান॥

তথাহি (ভাঃ ১।১।১) ভাবার্থদীপিকায়াম্—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৪॥

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানাসুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্নস্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি॥
সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর কিছু বিস্ময়জ্ঞান—॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল, হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্রভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
'প্রভু আইলা' শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥
মিশ্রের সখা তেঁহো—প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু! বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী-স্থানে।
'মায়া ব্রহ্ম'-শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥
'ষড়্দর্শন ব্যাখ্যা' বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ-কথা॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন॥
শুনি—মহাপ্রভু! যাবেন শ্রীবৃন্দাবন?।
দিনকথো রহি তার' ভৃত্যদুইজন॥
মিশ্র কহে—প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা॥

* 'বাঞ্জনে'।

এইমত মহাপ্রভু দুইভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিল দিন-দশে ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥
বিপ্রসব নিমন্ত্রয়ে—প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে—আজি মোর হ'য়েছে নিমন্ত্রণে।
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া ॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার— ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধকাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন ॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব-সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুতকথন ॥
তাহা দেখি জ্ঞান হয়ে—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥
নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তার গায়।
দুইনেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥
জগত-মঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম।
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ? ॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা— ॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥
'চৈতন্য' নাম তার, ভাবুকগণ লৈয়া।
দেশেদেশে গ্রামেগ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥
যেই তারে দেখে, সেই 'ঈশ্বর' করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে ॥

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা-ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোকনাশ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি তথা হৈতে উঠি গেল ॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হৈয়াছে তার মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা— ॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহ তোমার নাম জানে—আপনে কহিল ॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিনবার ॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয়, শুনি পাই দুঃখে ॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বোলে 'কৃষ্ণ হরি'।
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি।
অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণনাম'।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ— তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম দেহ-স্বরূপবিভেদ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-
বচনম্ (১১।২৬৯)—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৫

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১০৯)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৬॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

তথাহি (ভাঃ—১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-,
হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥৭॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

তথাহি তত্রৈব (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥

ইহো সব রহু, কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

তথাহি তত্রৈব (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-,
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৯ ॥

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥
ভারী বোঝা লঞা আইলাম,কেমনে লঞা যাব?
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব ॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ॥
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তেব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥
এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মথুরা চলিতে প্রেমে যাহা রহি যায়।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিমদেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিল ॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে—প্রেমে অচেতন ॥
মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘন-হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
'হরি কৃষ্ণ কহ' দোঁহে বোলে বাহু তুলি ॥
লোক 'হরিহরি' বোলে, কোলাহল হৈল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়—।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া— ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন? ॥
বিপ্র কহে—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতেভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাথে ভিক্ষা কৈলা ॥

গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণবন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িল ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে—তুমি গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা—।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া?॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি—।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি?॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা—যাহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইল নিজঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা-লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন—॥
পুরীগোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, এই মোর শিক্ষা॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥১০॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল—॥
তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার॥
মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে—শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে—ভিন্নভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ,—সেই ধর্ম্ম সার॥

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি (৩১৩।১১

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১১॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মথুরার লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসঙ্খ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু 'বোল হরিহরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিল সকল॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ নিজসঙ্গে করি লৈল॥
মধুবন তাল-কুমুদ-বহুলা-বন গেলা।
তাহাতাহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাবীঘটা চরে—প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভুসঙ্গে চলে,—নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনুসব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে—সঙ্গে যায় বাটেবাটে॥
(অঙ্গের সৌরভে মৃগ-মৃগী-শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥)
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু-বরিষণ॥
ফুল-ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত—বন্ধু যৈছে দেখে বন্ধুগণ॥
তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভাসনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতিবৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল' বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক-অঙ্গ—অশ্রু-নয়ন॥
বৃক্ষ-ডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাথে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী,
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারেপরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভুঃ,
বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকাবর্ণন॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)—

রাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা,
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে,
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥ ১৩॥

পুন শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥ ১৪

পুন শারী কহে শুকে করি পরিহাস।

তথাহি তত্রৈব—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥ ১৫

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥
শুক-শারী উড়ি পুন গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভু-সন্তর্পণ॥
আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভু-কর্ণে 'কৃষ্ণনাম' কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গমবনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠে, করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়।
নাচিতেনাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥

প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন'-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম—যাবৎ ভ্রমিলা বার-বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এককণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্দরশন॥

জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান নন্দয়ন স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোহভ্রমৎ॥১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতেনাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহো নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন— ॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪১)—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥২॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-,
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্‌বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥৩॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃসরোবর।
তাহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধনগ্রাম।
হরিদেব দেখি তাহাঁ হইলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
সবলোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে— ॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চঢ়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব?॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ॥৪।

অন্নকূটনামগ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেইগ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল— ।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কালি যবন।

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলিগ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে—কিবা গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচিতেনাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥ ৫॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাহাঁ শুনিল—গোপাল গেল গাঁঠুলীগ্রাম॥
সেইগ্রামে গিয়া কৈল গোপালদর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিনশেষ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (২৬)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥ ৬

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থদিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দকোলাহল—লোক বোলে 'হরিহরি'॥
গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণস্বভাব।
যেইভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চঢ়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন-ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেইভক্ত তাহাঁ আসি দেখয়ে তাঁহারে॥

পর্ব্বতে না চঢ়ে দুই—রূপ-সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সভারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরানগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বরঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজ-গণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভগোসাঞি, আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দগোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব- দুইজন।
শ্রীগোপালদাস, আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দভক্ত, আর বাণীকৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপালদরশন কৈল বহুরঙ্গে॥
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজস্থানে।
শ্রীরূপগোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল-কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥
প্রভুর গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥
তাহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত-উপরে যাইয়া—॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে?।
লোক কহে—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুইদিগে মাতা-পিতা—পুষ্টকলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয়—ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণবন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন॥
সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা॥

লীলাস্থল দেখি তাহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।২০)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৭॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুন গেলা লৌহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান-দরশন॥
যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেইস্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইল মথুরা-নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেইবিপ্রঘরে॥
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া॥
আরদিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুন গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলাকালের বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥
তেঁতুলীতলে বসি করেন নামসঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্তে॥

তৃতীয়প্রহরে লোক পায় দরশন।
সভারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন'॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব—কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুতজাতি গৃহস্থ—যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশিস্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলিতলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার॥
প্রভু কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর?
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুতজাতি মুঞি
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেখ তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে 'হরি'॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্রপ্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
'বৃন্দাবনে পুন কৃষ্ণ প্রকট হইল।'
যাহাঁতাহাঁ লোকসব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি কৈল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে—কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন?
লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয়শিরে নৃত্য করে ফণারত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু—সব সত্য হয়॥
এইমত তিনরাত্রি লোকের গমন।
সভে আসি কহে—'কৃষ্ণ পাইল দর্শন'॥
প্রভু-আগে কহে লোক—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল'।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে—।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে॥

তবে তারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া—।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ?
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে ? ॥
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঞা ॥
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভু-স্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাহারে পুছিলা ॥
লোক কহে—রাত্রো কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে—দেউটী জ্বালিয়া ॥
দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥
নৌকাতে কালিয়জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে
জালিয়াকে মূঢ়লোক 'কৃষ্ণ' করি মানে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে, কাহোঁ ভ্রম মানে।
স্থাণু-পুরুষ যৈছে বিপরীতজ্ঞানে ॥
প্রভু কহে—কাঁহা পাইলে কৃষ্ণদরশন ?।
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥
প্রভু কহে—'বিষ্ণুবিষ্ণু' ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয় ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণসম।
যড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব (আর) ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৮॥

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৯॥

লোক কহে—তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু * না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
সেই তোমার একবার পায় দরশন ॥
কৃষ্ণনাম ল'য়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত ॥
দর্শনে আছুক কার্য্য, যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত—তারে' ত্রিভুবনে ॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার—না যায় কথন ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ-লক্ষণ।
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেইসবলোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজঘরে গেল ॥
এইমত কথোদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরেঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥
একদিন দশবিশ আইসে নিমন্ত্রণ
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেইবিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥

* 'তভু'

প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূরঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুৎকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—॥
আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি, কে উঠাবে তাঁরে?॥
লোকের সঙ্ঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর, না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাঢ়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়, এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে---প্রয়াগে প্রভুরে ল'য়ে যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই—তবে সুখ পাই॥
সোরোক্ষেত্রে (১) আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেইপথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কথোদিন পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
'মকরপৌছসি (২) প্রয়াগে' করিহ সূচন॥
গঙ্গাতীরপথের সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে—॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ-লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা (৩) খায়॥
তবে সুখ হয়—যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকরস্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সে-ই শিরে ধরি॥

যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা করিতে কহে মধুরবচন॥—
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সে-ই ত করিব।
যাহা লঞা যাহ তুমি, তাঁহাই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে—চল যাই মহাবন॥
এত বলি ভট্টাচার্য্য নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেই ত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা।
বসিল সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥
সে-বৃক্ষনিকটে চরে বহু গাবীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার —।
এই-যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সর্ব ধন লৈয়া॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিলা।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়—মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে---পাঠান! তোমায় পাৎশার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার-পাশ যাই॥
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎশাহার আগে আছে মোর শতজন॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব,—হইব সংবিত॥

(১) 'সোরক্ষেত্রে'।
(২) 'পুঁচসি' বা 'পঁচসি'।
(৩) 'প্রাণ'

ক্ষণেক ইহাঁ'বৈস, বান্ধি রাখহ সভারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে॥
পাঠান কহে—তুমি পশ্চিমা সাধু দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন॥
কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এইগ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে দুইশত কামানে॥
এখনি আসিবে সব—আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমাসভা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট', আর চাহ মারিবার?॥
শুনিয়া পাঠানমনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বোলে 'হরিহরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে উর্দ্ধবাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে—এই ঠক পাঁচজন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহেন—ঠক নহে, মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগীব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি কারেন পালন॥
সেইম্লেচ্ছমধ্যে এক পরমগম্ভীর।
কাল-বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে 'পীর'॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
'অদ্বয়বাদ' সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥
যেই-যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহা স্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্রে স্থাপি 'নির্ব্বিশেষ'
তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দদেহ—পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ * নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থসার॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি—তাঁর চরণসেবন॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব [illegible]পে শেষে ঈশ্বরসেবন॥
তোমার পণ্ডিতসভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব-পর-বিধিমধ্যে পর বলবান্॥
নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥
ম্লেচ্ছ কহে—যেই কহ, সে-ই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহো লৈতে না পারয়॥
'নির্ব্বিশেষ গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান।
'সাকার গোসাঞি সেব্য' কারো নাহি জ্ঞান॥
সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধনবস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বোলে 'কৃষ্ণনাম'।
'আমি বড় জ্ঞানী' এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল,—পবিত্র হইলে॥
'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ' কৈল উপদেশ।
সভে 'কৃষ্ণ' কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ॥
'রামদাস' বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তার নাম 'বিজুলিখান'॥

* সর্ব্বগ।

অল্প বয়স তার,—রাজার কুমার।
রামদাস-আদি পাঠান চাকর তাহার॥
'কৃষ্ণ' বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা-সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠানসব বৈরাগী হইলা॥
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলীখান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ।
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাথে দুইজন কহিতে লাগিলা—॥
প্রয়াগপর্য্যন্ত দোঁহে তোমাসঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুন কাঁহা পাব?॥
ম্লেচ্ছদেশ কেহো কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভটাচার্য্য পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেইদুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা॥
যেইযেইজন প্রভুর পায় দরশন।
সে-ই প্রেমে মত্ত,—করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
তার সঙ্গে অন্যান্য, তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা॥
বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হঞা?।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥
যেই তর্ক করে ইহা—সে-ই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং,
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স,
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলিগ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুইভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহুধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
একচৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে॥
দণ্ডবন্ধ-লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভালভালবিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদিঘরে॥
শ্রীরূপ শুনিলা—প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
'বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥'
রূপগোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন।
'প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥'

এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনেমন— ।
'রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন ॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি হয়, করিল নিশ্চয় ॥'
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজঘরে ।
রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে ॥
লেভ কায়স্থগণে (১) রাজকার্য্য করে ।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা ।
ভাগবতবিচার করে সভাতে বসিয়া ॥
আরদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন ।
আচম্বিতে গোসাঞিসভাতে কৈল আগমন ॥
পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥
রাজা কহে—তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ।
বৈদ্য কহে—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিল ॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ? ॥
মোর যত কাজ-কাম সব কৈলে নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে—নহে আমা হৈতে কাম ।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার— ।
তোমার বড়ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস (২) ।
এথা তুমি মোর সর্ব্বকার্য্য কৈলে নাশ ॥
সনাতন কহে—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ;
যেই যেই-দোষ করে, দেহ তার ফল ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা ।
পলাইব বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে ॥
তেঁহো কহে—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন ।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥
তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ-ঠাঞি আইলা ।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু' আসিয়া কহিলা ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি— ।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্যগোসাঞি ॥
আমিদুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে ।
তুমি যৈছে-তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে ॥
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে ।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে ॥
যৈছে-তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন ।
এত লিখি দুইভাই করিলা গমন ॥
অনুপমমল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ ।
রূপগোসাঞির ছোটভাই পরমবৈষ্ণব ॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দর্শনে ।
লক্ষলক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায় ।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি কেহো গড়াগড়ি যায় ॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥
ভিড় দেখি দুইভাই রহিলা নির্জ্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধবদর্শনে ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু 'হরিধ্বনি' করি ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোলে 'বোল হরিহরি' ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার ।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥
দাক্ষিণাত্যবিপ্র-সনে আছে পরিচয় ।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা ।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা ॥
দুইগুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া ।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥

(১) সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকেই "লোভী কায়স্থগণ" এইরূপ অসমীচীন এবং অসঙ্গত পাঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠই উপরে বিন্যস্ত হইল। 'লেভ'-শব্দের অর্থ—নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। বিনয়ের খনি কবিরাজগোস্বামী মহোদয়ের পক্ষে সমগ্র কায়স্থকে 'লোভী' বলা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে ?

(২) 'জীব জন্তু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।'

নানা শ্লোক পড়ি উঠে-পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার।
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
'উঠউঠ রূপ! আইস' বলিলা বচন—॥
'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল তোমাদুইজন॥'

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ॥ (১)
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুইহাথ যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ ৩।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১।২)—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-,
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাহারে পুছিলা।
রূপ কহেন—তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
'তুমি যদি উদ্ধার' তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহে—সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমাসহ হইবে মিলন॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিল।
রূপগোসাঞি সে-দিবস তথাই রহিলা॥

ভট্টাচার্য্য দুইভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুইভাই পাইল॥
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসাঘরস্থান।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান॥
সেকালে বল্লভভট্ট রহে আড়েল * গ্রামে।
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥
অন্তরে গরগর প্রেম—নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুইভাই তাহারে মিলাইল॥
দুইভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতিদীন হৈয়া॥
ভট্ট মিলিবারে যায়, দোঁহে পলায় দূরে।
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥'
ভট্টের বিস্ময় হৈল—প্রভুর হর্ষমন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ—॥
'ইহা না স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীনপ্রবীণ॥'
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে,—হয়ে সর্ব্বোত্তম॥

তথাহি (ভাঃ—৩৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৫॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ

(১) একখানি প্রাচীন পুঁথির পরিবর্ত্তিত পাঠ,—
"এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণ॥
কৃষ্ণ কথায় মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
কৃপাতে দোঁহার মাথে চরণ ধরিল॥"

* 'আড়ৈরেল' বা 'আড়ুলী'।

তত্রৈব। (৭)

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥ ৭॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সভার মনে হৈল ভয়কাঁপ॥
আস্তেব্যস্তে সভে ধরি প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল॥
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম—নহে সম্বরণ॥
দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে স্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি-দুইভাইর করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদসম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥

আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' * বোলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল—কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে, ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে, যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥ ৮॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ' প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে,
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে,
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥ ৯॥

প্রভু কহে 'কহ' তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আস্বাইলা॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার॥
প্রভু কহে—উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান কায়?।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়?।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—শ্রেষ্ঠ মান কায়?।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়?।
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদস্বরে॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ১০

* 'কৃষ্ণে মতি কৃষ্ণে রতি'।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥
দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পাড়িল ॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল
প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট করে তা-সভারে নিবারণ— ॥
'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্যযমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব, ইহা না দিব রহিতে ॥
যার ইচ্ছা, প্রয়াগ যাই কর নিমন্ত্রণ।'
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগ আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া ॥
লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥
শিবানন্দসেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।[illegible] —

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-,
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১ ॥

তথাহি তত্রৈব (৯।৭০)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো,
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে,
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২

তথাহি তত্রৈব (৯।৭৫)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে,
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপে স্ববিলাস-রূপে ॥ ১৩ ॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানেস্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে ॥
মহাপ্রভুর যত বড়বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন সভার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ— ॥
'কহ— তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?।
কৈছে রহে বৈরাগ্য কৈছে বা ভোজন ? ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ?।'
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ— ॥
অনিকেতন দোঁহে রহে,—যত বৃক্ষগণ।
একেক-বৃক্ষের তলে একেকরাত্রি শয়ন ॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী
শুষ্ক রুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি
করোয়া মাত্র হাথে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোনদিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ? ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাম্ (২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং
বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৭ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহে—শুন রূপ ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥

পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষযোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র-শতেকভাগ পুন শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।২৬) শ্রুতি-
ব্যাখ্যাপ্রত-শ্লোকঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৬।১১)—
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৭ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-,
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৮ ॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত' ॥

তথাহি (ভাঃ—৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৯

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় !
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদিজল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন।
লাভপ্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে,—মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥
এই ত পরমফল—পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

তথাহি ললিতমাধবে (৫।২)—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-,
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥ ২০

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ— ॥
'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাম্ (১০)—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১১—১৪)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥২২॥

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১৫)

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৩॥

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর॥
এইসব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃতমধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ—পঞ্চপরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥

বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥
শান্তভক্ত—নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন॥
মধুররসভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ,।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ,—অসঙ্খ্য গণন॥
পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার—।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা-রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত করে সঙ্কোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৪।৫১)—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥২৪॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১১।৪১,৪২)—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চোপহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন, জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৬০।২৬)—
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-,
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন,
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২৬॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম,—ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ সে মানে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪৫)
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজম্ ॥২৭

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।১৪)—
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২৮॥

তথাহি তত্রৈব (১০।১৮।২৪)—
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৯ ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৩০।৩৭ —
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ॥ ৩০ ॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৩১।১৬)
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-,
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ,
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৩১ ॥

শান্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে।
শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ (২১)—
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥৩২

তথাহি (ভাঃ ১১।১৯।৩৩)—
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ৩৩

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥
স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।

তথাহি (ভাঃ ৬।১৭।২৮)—
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব-ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন,—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥
বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই-সেই সেবনের ইহাঁ নাম 'পালন' ॥
সখ্যের গুণ—অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারি-রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩৫

মধুররসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে-ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন—॥
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি—যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুইভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলিচলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি॥
রাত্র্যে তেঁহো স্বপ্ন দেখে—প্রভু আইলা ঘরে
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি—।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন-পাঁচ-সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহো না করিব॥
এত জানি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈল—চন্দ্রশেখরের ঘর॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি শিষ্টশিষ্টজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ-উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেইজনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোস্বামীর পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা—॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥

এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজধন দিয়া *।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচসহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য-অর্থ দুই-লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে—'শুন মহাশয়!।
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে—তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আইসয়॥
তাঁহাকে কহিও, সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট, গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল, তার লাগি না পাইল।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥'
কিছু ভয় নাহি, আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাঁহা যাইতে।
রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতড়া-পর্ব্বতে॥
তথা এক ভূমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।
'পর্ব্বত পার কর আমা' বিনতি করিলা॥
সেই-ভূঞা-সঙ্গে হয় হাতগণিতা।
ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এক কথা—॥
ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়—॥
রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥
দুই-উপবাসে কৈল রন্ধন-ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন, বিচারিল মনে—॥
এই ভূঞা কেনে মোর সম্মান করিল?।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল—।
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়?।
ঈশান কহে—মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন—।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম?॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা-কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া—॥
এই সাত সুবর্ণমোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি—গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥
ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর আজি লইতাম রাত্র্যে।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলুঁ পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হৈলাম আমি—মোহর না লইব।
পুণ্য-লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোসাঞি কহে—কেহো দ্রব্য লৈবে আমা মারি।
আমার প্রাণরক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবে গোসাঞির সঙ্গে ভূঞা চারি পাইক দিল।
রাত্র্যেরাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে—।
জানি শেষদ্রব্য কিছু আছে তোমাস্থানে?॥
ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে—মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ।
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাথে করোয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা॥
চলিচলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যানভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি—করে রাজকাম॥
তিনলক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে॥
টুঙ্গীর উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজনসঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল॥
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
ছুটিবার বাত গোসাঞি সকলি কহিল॥
তেঁহো কহে—দিন-দুই রহ এইস্থানে।
ভদ্র কর, ছাড় এই মলিনবসনে॥

* 'নিজধর্ম্ম দেখিয়া'।

গোসাঞি কহে—এক ক্ষণ ইহাঁ না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ—এক্ষণি চলিব॥
যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গাপার করি দিল, গোসাঞি চলিল॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কথোদিনে
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে॥
চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিল,—॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে—বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে॥
'দ্বারে বৈষ্ণব নাহি' প্রভুরে কহিল।
'কেহো হয় ?' করি প্রভু তাহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন' প্রভু-বাক্যে কহিল তাহারে—॥
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ॥
তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইল।
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদ্গদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাথ ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন-পাশে * বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গসম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে—মোরে প্রভু! না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

তথাহি (ভা: ১।১৩।১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ২॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।

তথাহি (ভা:—৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-,
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-,
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৪

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল এই—শাস্ত্র-নিরূপণ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫॥

এত কহি কহে প্রভু—শুন সনাতন!।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥
সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি॥
'কেমনে ছুটিলা ?' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল॥
প্রভু কহে—তোমার দুইভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কহে—ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন!॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লৈয়া॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রঘরে॥
পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা॥

* 'তাঁরে আসনে'।

মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন—॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্বাস কৌপীন করিল॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে—॥
সনাতন! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার-ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব?॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল-পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গার মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে॥
তারে কহে—আরে ভাই! কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥
সেই কহে—হাস্য কর প্রামাণিক হঞা?।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা?॥
তেঁহো কহে—হাস্য নহে, কহি সত্যবাণী।
ভোট লেহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি॥
এত বলি কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া॥
প্রভু কহে—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?।
প্রভু-পদে সব কথা গোসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ?।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥
তিনমুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস॥

গোসাঞি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়ভোগ।
তার ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়রোগ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্বনিরূপণ॥

তথাহি—

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥ ৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য-বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা—॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাহি সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য আমার'॥
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?॥
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয়?॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়॥
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য-লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৫)—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৭

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস—।
কৃষ্ণের তটস্থশক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১৷২২৷৫০)—
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ৮॥

তত্রৈব (১৷৩৷২)—
শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ ৯॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তিপরিণতি—।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

তথাহি তত্রৈব (৬৷৭৷৬১)—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০॥

তত্রৈব (৬৷৭৷৬২)—
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা॥
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ১১॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭৷৫)—
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥১২

'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তথাহি (ভাঃ—১১৷২৷৩৭)—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-,
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১৩॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭৷১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪

মায়ামুগ্ধ-জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদ-শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন
কৃষ্ণ-প্রাপ্য * সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্তের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দপ্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস-আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে—॥
তুমি কেনে দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে—মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
'বাপের ধন আছে'-জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায়—॥
এইস্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাথে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সভারে॥
পূর্ব্বদিগে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাথেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি (ভাঃ—১১৷১৪৷২০)—
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥১৫

তথাহি তত্রৈব (১১৷১৪৷২১)—
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥১৬

* 'প্রাপ্তি'।

অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়॥
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
'দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়' প্রেমের ফল হয়।
'ভোগ-প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥
বেদাদি* সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাম্ (৫৯)—
ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-,
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-,
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে

গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২১।৪২,৪৩)—
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥ ১৮
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তি-কার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয়

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ—১০।১।১)—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥২০

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন!।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২১॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥২২

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান,—ত্রিবিধ প্রকাশে॥

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥২৩

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষপ্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-,
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২৪॥

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৫৫)
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥২৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ—॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্॥

* 'বেদাদি'।

স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্তি।
স্বয়ংরূপ এক—কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি॥
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥
মহিষীবিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ।
'প্রাভব-বিলাস' * এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ॥
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ২৭॥

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদ নাম 'বৈভবপ্রকাশে'॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নামবিভেদ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥ ২৮॥

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ,—সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভবপ্রকাশ যৈছে—দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যেকালে দ্বিভুজ—নাম 'বৈভবপ্রকাশ'।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম—'প্রাভব-বিলাস'॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ—'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহাঁ অধিক উল্লাস॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্যদরশনে।

তথাহি ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে,
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং,
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥

পুন দ্বারকাতে যৈছে চিত্রবিলোকনে॥

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩০॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে 'তদেকাত্মরূপ' নাম তার।
তদেকাত্মরূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদে—বিবিধ বিভেদ॥
প্রাভব-বৈভবভেদে 'বিলাস' দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্তপ্রকার॥
প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন॥
ব্রজে গোপভাব রামের - পুরে ক্ষত্রিয়ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম॥
বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥
আদিচতুর্ব্যূহ—ইঁহার কেহো নাহি সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভববিলাস॥
পুন কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥
তাহা হৈতে পুন চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিগে যার বাসে॥
চারিজনের পুন পৃথক্ তিন-তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি॥
চক্রাদিধারণ-ভেদে নামভেদ সব।
বাসুদেবমূর্ত্তি—কেশব নারায়ণ মাধব॥
সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি—গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ,—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

* 'প্রকাশ'।

প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি—হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর
দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বারোজন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
'রাধাদামোদর' অন্য—ব্রজেন্দ্রকোঙর॥
দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র নাম আচমনে।
এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎস্থানে॥
এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন।
তা-সভার নাম কহি, শুন সনাতন!॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র—অষ্টজন॥
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি কৃষ্ণ দুই জন॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভববিলাস-প্রধান।
অস্ত্রধারণভেদে ধরে ভিন্নভিন্ন নাম॥
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেইসেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ-আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন॥
ইহাসভার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিগে তিন-তিন-ক্রমে॥
যদ্যপি পরব্যোমে সভার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কাঁরো কাঁহো সন্নিধান॥
পরব্যোমমধ্যে নারায়ণের নিত্যস্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ-প্রকার—।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর॥
মথুরাতে—কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে—পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥

প্রয়াগে—মাধব, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে—বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বিষ্ণু, হরি রহে—মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডভিতরে॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সভার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে॥
ইহার মধ্যে কারো অবতারেহ গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন॥
অস্ত্রধৃতিভেদ নামভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণভেদ শুন সনাতন!॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃপর্য্যন্ত।
চক্রাদ্যস্ত্রধারণের গণনার অন্ত॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশমূর্ত্তি গণন।
তার মত কহি আগে চক্রাদিধারণ॥
বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ধর।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম চক্র-কর॥
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজনিজ-অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-কর॥
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-ধর।
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-কর॥
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর॥
মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর।
ত্রিবিক্রম—পদ্ম গদা চক্র-শঙ্খ-কর॥
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর॥
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর॥
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধর।
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-ধর॥
অচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-কর।
নরসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর॥
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা-ধর।
শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-কর॥

শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর।
অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র-কর॥
শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-ধর।
এই চব্বিশ মূর্ত্তি শঙ্খ-চক্রাদিককর॥
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদিধারণ॥
কেশবভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর।
মাধবভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-কর॥
নারায়ণভেদ নানাভেদ-অস্ত্রধর।
ইত্যাদিক ভেদ এইসব-অস্ত্র-কর॥
'স্বয়ংভগবান' আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নব-দিশে।
নব ব্যূহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥ ৩০॥

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন!।
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, লীলাবতার আর॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধপ্রকার—।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অনন্তাবতার কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

তথাহি (ভাঃ—১.৩.২৬)—

অবতারা হ্যসঙ্খ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ৩২॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধপ্রকার॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥ ৩৪॥

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি-বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি-আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৬।৩১)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ ৩৫॥

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সভার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম॥
মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥

তথাহি (ভাঃ—১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ৩৬॥

তথাহি (ভাঃ—২২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৩৭ ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগত-কারণ ॥
কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ,
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-,
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া, আর প্রধান ॥
'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের উপাদান 'প্রধান' ॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥
স্বাঙ্গ*-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৬।১৮)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্ ॥ ৩৯ ।

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—৩।৫।২৬)—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ৪০ ॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার ॥
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি স্বজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন ॥
এহোঁ মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম।
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয়-যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর—সব মায়া-পর ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১

সমস্ত * ব্রহ্মাণ্ডগণের এহোঁ অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥
এই ত কহিল প্রথম-পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয়পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥
সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বজিয়া।
একৈকমতো প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥
নিজাঙ্গস্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল স্বজন ॥
বিষ্ণু-রূপ হঞা করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥
রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই ॥
এই ত দ্বিতীয়পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয়—তভু মায়াপর ॥
তৃতীয়পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।
দুই-অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥
বিরাট্ ব্যষ্টিজীবের তেঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥
পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন ॥

* 'স্বাংশ'।

* 'সমষ্টি'।

লীলাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২।৪০)—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-,
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ,
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥৪২॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদিব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫০)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪৩॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৬৮।২৬)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-,
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥৪৪॥

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরি॥
মায়া-সঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্ন-রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর-বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪৫॥

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ॥
মায়াতীত গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৮।৩)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥৪৬

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৮।৫)—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥৪৭॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু-রূপে অবতার।
সত্ত্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণ-মায়াপার॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ-সম প্রায়।
'কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ' বেদে হেন গায়॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫২)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪৮॥

ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥

তথাহি (ভাঃ—২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥৪৯॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসঙ্খ্য গণন তার, শুনহ কারণ *॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ-অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর॥
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত-বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ-হাজার-চল্লিশ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।

* 'শুন বিবরণ' বা 'না হয় গণন'।

পঞ্চলক্ষ-চল্লিশ-হাজার মন্বন্তরাবতার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত॥
স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
ঔত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান॥
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ'; চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'
সাবর্ণে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণে 'ঋষভ' গণন॥
ব্রহ্মসাবর্ণে 'বিশ্বক্সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণে॥
ইন্দ্রসাবর্ণে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এই চৌদ্দ-মন্বন্তরে চৌদ্দ-অবতার-নাম॥
যুগাবতার এবে শুন সনাতন!।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারি যুগের গণন॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত—ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম্ম॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।১৩)—

আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥৫০

সত্যযুগে ধ্যানধর্ম্ম করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥
কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৫১।

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২৯)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫২॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥

তথাহি (ভাঃ—১১.৫.৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৫৩॥

আর তিন যুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সে-ই ফল পায়॥

তথাহি (ভাঃ—১২।৩।৫১,৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ৫৪

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

তথাহি (ভাঃ—১১.৫.৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ ৫৬

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য,—সংখ্যা তার না হয় গণন॥
চারিযুগের অবতারের এই ত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন॥
রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি—॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি—নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার?॥
প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্র—দ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ।
আমাসভা-জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।
মুনিসব জানি করে লক্ষণবিচার॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১০।৩৪)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥ ৫॥

স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণনিরূপণ।
'সত্য'-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এইসব কার্য্য তাঁর তটস্থলক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥
অবতার কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর॥
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বরলক্ষণ—।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্তন॥
কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন!।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন কহি মুখ্যামুখ্যজন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে *
'বিভূতি' লিখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপব্রহ্মার 'আবেশাবতার' নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ,—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি॥
শেষে স্ব-সেবনশক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক-বীর্য্যসঞ্চারণ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ-
প্রকরণে (৪)—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥৫৯॥

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তিভাবাবেশে॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪১,৪২)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥
কিশোরশেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (২৭)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কৈশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্॥৬১

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণেক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
শেষে * লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥
'নিত্য-লীলা কৃষ্ণের' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয়?॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমেক্রমে॥

---

* 'আবেশে'।

* 'সে সে'।

রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরমাণ।
তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণলীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমেক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাঁহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে 'নিত্য লীলা' কহে আগম পুরাণ॥
গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য-বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (১২১—১১১)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিত॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ৬২॥

এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই পড়ে শুনে—সেইত ভাগ্যবান।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-নিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশপরিচ্ছেদঃ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে।
পৃথক্‌পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥
শতসহস্রাযুতলক্ষকোটি যোজন।
একেক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক আনন্দচিন্ময়।
পারিষদ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক-একদেশে যার।
সেই পরব্যোমধামের কে করু বিস্তার?॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার 'দলশ্রেণী'।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকার' গণি॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য—স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো, কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যার অন্ত॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-,
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মাদিক রহু, অনন্ত সহস্রবদন
নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৭।৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪ ॥

সেহো রহু, সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পায়, হয়েত সতৃষ্ণ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-,
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ৫ ॥

সেহো রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র-বিচারেতে মন না পায় পার ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথ-সনে ॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥
"কৃষ্ণবৎসৈরসঙ্খ্যাতৈঃ"—শুকদেববাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥
এক-এক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি-অর্ব্বুদ-পদ্ম-শঙ্খ তাহার গণন ॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত—তার নাহি লেখা পার ॥
সভে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক-পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভার সেই-শরীরে প্রবেশে ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিল নিশ্চিত—॥
যে কহে—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা ?।
বৃন্দাবনস্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রে পরকাশে।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফাঁফর ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৭ ॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান।
তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৬।৩২)

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৯ ॥

এ সামান্য, 'অধীশ্বরের' শুন অর্থ আর—।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার—॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।
এহোসব কলা-অংশ,* কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

---

* 'এহো কলা অংশ যার'।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)—
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০

এহো অর্থ মধ্যম, আর অর্থ শুন সার—।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর—গোলোক, শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা-পিতা-বন্ধুগণ ॥
মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদিভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা—রাসাদি লীলাসার ॥

তথাহি শ্রীস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—
করুণানিকুরম্বকোমলে,
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষ*-শালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে,
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ১১

তার তলে পরব্যোম—বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপ যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি ॥

(তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩)—
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৮৭)—
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ১৩

তার তলে বাহ্যাবাস—বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥

* 'বিলাস'।

'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাঁহা মায়া দাসী ॥
এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িক বিভূতি—'একপাদ'-অভিধান ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে—
ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥

ত্রিপাদ-বিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর ॥
একপাদ-বিভূতির শুনহ বিস্তার— ॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা, দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ বোলেন—কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আরবার ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা—।
কহ গিয়া, সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল—।
কি লাগি তোমার ইহাঁ আগমন হৈল? ॥
ব্রহ্মা কহে—তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে, তাহা করহ ছেদন ॥
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?।
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে? ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥
শত-বিশ-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ, কারো নাহিক গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা।
হস্তিগণমধ্যে যেন শশক রহিলা ॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে, মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লখিতে কেহো নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি, একই শরীরে ॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্রসঙ্ঘটে উঠে ধ্বনি।
'পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট' হেন জানি ॥
যোড়হাথে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করেন স্তবন—।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ ॥
ভাগ্য আমার—বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি ॥
কৃষ্ণ কহে—তোমাসভা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা-লাগি একত্র সভারে বোলাইল ॥
সুখী হও সভে?—কিছু নাহি দৈত্যভয়?।
তারা কহে—তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র জয় ॥
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ॥
দ্বারকাদি বিভু—তার এই ত প্রমাণ—।
'আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সভার হৈল জ্ঞান ॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকাবৈভব অনুভব হৈল।
একত্র-মিলনে কেহো কাহো না দেখিল ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্বব্রহ্মাগণে বিদায় দিল।
দণ্ডবৎ হঞা সভে নিজঘরে গেলা ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥
ব্রহ্মা বোলে—পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥১৫॥

কৃষ্ণ কহে—এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎকোটিযোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
'একপাদ বিভূতি' ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদবিভূতি-পরব্যোমের কে করে পরিমাণ? ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥১৬॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানিল না যায় ॥
'অধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আরো হয়।
'ত্রি'শব্দে—কৃষ্ণের তিন লোক কহয় ॥
গোলোকাখ্য—গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান ॥
পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠাবরণ 'চিরলোকপাল' ॥
তা-সভার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি—উঠে ঝনঝনি।
'পীঠে স্তুতি করে মুকুট' হেন অনুমানি ॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে * কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তের 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥
সেই 'স্বারাজ্যলক্ষ্মী' করে নিত্য পূর্ণ কাম।
অতএব বেদে কহে—'স্বয়ংভগবান ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার—অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পঢ়িল ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২।১২)—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ,
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥১৭॥

যথারাগঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥

'নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে'।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যার নাম, সৌন্দর্য্যাদিগুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্যধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত-বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন॥
কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তা-সভার বলে হরে মন॥
'পতিব্রতা-শিরোমণি', যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন-মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন'।
জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গো-গণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ-বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছতথি,
পীতাম্বর বিজুরীসঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
মাধুর্য্য-ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে-স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতনের হাথে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী॥

তথাহি। ভা:—১০।৪৪।১৪—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-,
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥১৮॥

যথারাগঃ—

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণ-পাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম॥
সখি হে! কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী, পিবি-পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু॥
যে-মাধুরী-ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব-অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি * করিল তপস্যা॥
সেই ত মাধুর্য্যসার, অন্যসিদ্ধি নাহি তার,
তেঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহাঁ যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥
গোপীভাব দর্পণ, নবনব ক্ষণেক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে, মুখ নাহি মুড়ি,
নবনব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ॥
ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয়।

* 'ধরি'।

আনের বৈভব-সত্ত্বা, কৃষ্ণ দত্ত-ভগবত্ত্বা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী-মতি,
এ সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণসম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ-নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেইসব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

তথাহি (ভাঃ—৯।২৪।৬৫)—
যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥১৯

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—১০।৩১।১৫)—
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ২০ ॥

যথারাগঃ—
কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥
সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে,
করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
কর-নখ চাঁদের ঠাট, * বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত—মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥

* 'হাট'।

নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র-লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ ধনু, নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীগণ * লক্ষ্য বিন্ধে তায়।
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন, জননেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দবদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিব পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্যসিন্ধু, সুখ-সুমধুর ইন্দু,
অতিমধুর স্মিত-সুকিরণে।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্তচালনে ॥
তথাহি কর্ণামৃতে (৯২)—
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-,
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২১ ॥
যথারাগঃ—
সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রু ॥

* 'মন'।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতিসুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিগে বহে * যার পূর॥
স্মিতকিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর-মধুরে, †
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিগে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কাণের ভিতর বাসা করে,
আপনে তাহাঁ সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে॥
আন কথা না শুনে কাণ,
আন বুলিতে বোলায় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুন কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহি আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্যমাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥

* 'ব্যাপে'।
† 'পৈশে অধর মধুপূরে'

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃতস্রোতে যাই বহি॥
তবে প্রভু ক্ষণএক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুন সনাতনে কহে॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
যেই ইহা শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-
বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম
একবিংশতিপরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে'—কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥
'কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

তথাহি মুনিবাক্যম্—
শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগাঃ,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২॥

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার—।
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার॥

নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম—ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই-দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জারি তারে মারে ॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতেভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাম্ (৬)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-,
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-,
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥৩॥

কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে(*) বল ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব (২।৪।১৭)—
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণ-
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।

তথাহি তত্রৈব (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই-দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।২,৩)—
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৭॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানী 'জীবন্মুক্তি দশা পাইনু' করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ভক্তি-বিনে ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২।৩২)—
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৫।১৩)—
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥১০॥

'কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৭)—
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥১১॥

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

* 'ফল দিতে নাহি'

তথাহি (ভাঃ—২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১২॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব?।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৯।২৭)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-,
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ১৩॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ১৪॥

সংসার ভ্রমিতে কোনভাগ্যে কেহো তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৮।৫)—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥ ১৫॥

কোনভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৬॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-,
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১৭

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়,—সংসার যায় ক্ষয়।

তথাহি (ভাঃ—১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥১৮॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

তথাহি ভাঃ—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-,
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥১৯॥

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ২০॥

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১।১৮।১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥২১॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৪,৬৫)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥
এই-আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২০।৯)—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥২৩ ॥

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥

তথাহি (ভাঃ—৪।৩১।১৪)—
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ,—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥
শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার ॥
'উত্তম অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বখণ্ডে
২য়-লহর্য্যাম্ (১১)—
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে * দৃঢ়শ্রদ্ধাবান।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা ভাগ্যবান ॥

তথাহি তত্রৈব (১২)—
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ২৬

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।
ক্রমেক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

তথাহি তত্রৈব (১৩)—
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥

রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তরতম।
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪৫,৪৬,৪৭)—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২৮॥

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৮।১২)—
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ২৯ ॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৫।২০)—
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—৫।৫।২)—
মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে-,
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয়—সাধুসঙ্গ।
তথাহি (ভাঃ—১০।৫১।৫৩)—
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।

* 'শাস্ত্রযুক্ত্যে অনিপুণ'।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৩২ ॥

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—১১।২।৩০)—
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্

কৃষ্ণপ্রেমজন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ।

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ—৩।২৫।২৪)—
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু'—কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৩১।৩৫)—
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫

তথা তত্রৈব (ভাঃ -৩।৩১।৩৩,৩৪
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৩৬

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২২৪)—
বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৩৭ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকপাদঃ—
মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্-
ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান ॥ ৩৮ ॥

এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৮।২২)—
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-,
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সু-হৃদো ভজতোঽভিকামা-,
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪০ ॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে,—তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২।২৩)—
অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৫৯ ॥

শরণাগত-অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৪১৭,৪১৮)—
আনুকূল্যস্য গ্রহণং * প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ † ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৪২॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২৯।৩৪)—
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪৩ ॥

এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন!।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২য়-লহর্য্যাম্ (২)—
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥৪৪॥

---

* 'সংকল্পঃ'।
† 'আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে'।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার 'স্বরূপলক্ষণ'।
'তটস্থলক্ষণে' উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার—।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

তথাহি (ভাঃ—২।১।৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥১৫

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২,৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥১৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৬)—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥১৭

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার—॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানিলাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ-নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তব-পাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই-চারি-সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদিমহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥'
সকলসাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এইপাঁচের অল্প সঙ্গ॥

তথাহি তত্রৈব (৪২)—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ ৪৮॥

তথা তত্রৈব (১০৯)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥১৯

এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে—

শ্রীবিষ্ণোঃশ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃকীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু-অঙ্গ-সাধন॥

তথাহি (ভাঃ—৯।৪।১৮—২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-,
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিশ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৫১ ॥

কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং,
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ ৫২ ॥

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।৪২)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ৫৩ ॥

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তের কভু নহে অঙ্গ।

তথাহি (ভাঃ—১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।

অহিংসা-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১০২)—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধতবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥৫৫

বিধিভক্তিসাধনের কৈল বিবরণ।
'রাগানুগা'-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন! ॥
রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে ॥

তথাহি তত্রৈব (১০৪)—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ—পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥৫৬

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থলক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥

তথাহি তত্রৈব (১০৩)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥৫৭॥

তথাহি তত্রৈব (১০৮)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

তথাহি তত্রৈব (১১৫)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৫৯॥

নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥

তথাহি তত্রৈব (১৪৯)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৬০॥

দাস-সখা*-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এইসব ভাবের গণন ॥

* 'দাস-পুত্র-সখা'।

তথাহি (ভাঃ—৩।২৫।৩৫)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৬১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৬২)—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ।

এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি ॥
প্রীত্যঙ্কুরের—'রতি,' 'ভাব'—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান ॥*
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন।
এই ত কহিল 'অভিধেয়'-বিবরণ † ॥
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-
ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশতি-
পরিচ্ছেদঃ ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং,
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ,
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এবে শুন ভক্তিফল—প্রেম 'প্রয়োজন'।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান ॥

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের এই 'স্থায়িভাব'-নাম ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভাবভক্তিলহর্য্যাম্ (১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ২ ॥

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ! ॥

তথাহি তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১)—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৩

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৮২)—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৪॥

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১১)—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥৫॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬ ॥

---

* 'যাহা হৈতে বশ হয় প্রভু (কৃষ্ণ) ভগবান্'।
† 'প্রয়োজন'।

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতি-ভক্তিলহর্য্যাম্ (১১)—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥৭॥

এই নব প্রীত্যাঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১।১৯।১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥৮॥

কৃষ্ণের সম্বন্ধ-বিনা * কাল নাহি যায়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্ (১২)—

বাগ্ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-,
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-,
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥৯॥

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥১০॥

সর্ব্বোত্তম-আপনাকে 'হীন' করি মানে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্ (১৫)—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥১১॥

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি জানে॥

* 'কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ'

তথাহি শ্রীসনাতনগোস্বামিনোক্তম্—

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসাপ্রধান।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥১৩॥

নামগানে সদা রুচি—লয়ে কৃষ্ণনাম॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্ (১৬)—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা॥১৪

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২)—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-,
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥১৫॥

কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৫)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥১৬॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন!॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১২)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥১৭॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৩০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১৮ ॥

প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতিপ্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারিভেদে রতি পঞ্চপরকার—।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাবসামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ* পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ 'বিভাব'—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি—'আলম্বন'।
'অনুভাব'—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ-হর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥
সখ্য-বাৎসল্যে (রতি) পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদিরসের 'যোগ' 'বিয়োগ' দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য—যোগাদির অনেক বিভেদ॥
রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকানিকরে
অধিরূঢ় মহাভাব—দুই ত প্রকার—।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম* তার
মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প—মোহনের † দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ-অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা-দশশ্লোক তাহার প্রমাণ॥
'উদ্‌ঘূর্ণা'—বিবশচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ,—দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
'সম্ভোগ'—অনন্ত-অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস' 'মানে'
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৯০।১৫)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥ ১৯॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥ ২০॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ২১

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ॥

* রসরূপে

* মোদন।
† মোদনের।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (২৩)—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ২২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (৩০)—

জীবেম্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব (৩৪)—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান ।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকা-
গুণকথনে (৯)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশাঃ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥ ২৫ ॥

নায়ক নায়িকা দুই—রসের 'আলম্বন' ।
সেই-দুই-শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা—আশ্রয়ালম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ ।
যৈছে রস হয়, তার শুনহ লক্ষণ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (৪)—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ ।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্ ।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ২৬ ॥

এই-রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে রস-
সামান্যনিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৭৮)—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ২৭

সংক্ষেপে কহিল এই 'প্রয়োজন'-বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই—কৃষ্ণপ্রেমধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার। *
মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
'যুক্তবৈরাগ্য'স্থিতি সব শিখাইল।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১২৫)—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥২৮

শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১২।১৩—২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥২৯

তথাহি (ভাঃ—২।২।৫)—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান॥ ৩০॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবতসিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥
হরিবংশে করিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল* যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা—॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ, এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ—॥
'মুঞি যে শিক্ষালুঁ তোরে স্ফুরুক্ সকল।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল—'এই সব স্ফুরুক তোমারে'॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ॥
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেইজন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন
প্রেমবিচারো নাম ত্রয়োবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারামেতিপদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাং স চৈতন্যোদয়াচলঃ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

* 'শাস্ত্রের প্রচার'।

* 'শুনাইল'

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনতি করিয়া—॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি—তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥

তথাহি শ্লোকঃ (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ২

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ॥
প্রভু কহে—আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম-বাতুল—তাহা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম, কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমারে কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমাসভার সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥
একাদশ-পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
'আত্মা'-শব্দে—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত-অর্থপ্রাপ্তি॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ॥ ৩॥ ইতি

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন॥
মুন্যাদি-শব্দের অর্থ শুন সনাতন!।
পৃথক্-পৃথক্ অর্থ করি, পাছে করাব মিলন॥
'মুনি'-শব্দে—মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি॥
'নিগ্রন্থাঃ'-শব্দে কহে—অবিদ্যাগ্রন্থহীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন॥
মুর্খ-নীচ-ম্লেচ্ছ-আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নিগ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥

তথাহি তত্রৈব—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ॥ ৪
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ॥ ৫॥

'উরুক্রম'-শব্দে কহে—বড় যার ক্রম।
'ক্রম'-শব্দে কহে— * পাদবিক্ষেপণ॥
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তিশক্ত্যে আক্রমণ।
চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥

তথাহি (ভাঃ—২।৭।৩৯)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ,
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং,
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরু কম্পযানম্॥ ৬॥

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক—ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থনিরূপণ॥

তথাহি বিশ্বে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ॥৭

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
'কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য' কহয়॥

তথাহি পাণিনিঃ—

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ৮॥

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এ তিন প্রকারে॥
এক 'ভুক্তি' কহে †—ভোগ অনন্তপ্রকার।
'সিদ্ধি' অষ্টাদশ, 'মুক্তি' পঞ্চপরকার॥
এই যাহা নাহি, তাঁহা ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥
'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার—।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার—॥
রতিলক্ষণা-প্রেমলক্ষণা-ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণারূপা আর॥
শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেমপর্য্যন্ত।
দাসভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগপর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ-অন্ত॥

---

* কোন কোন পুথিতে 'ক্রমশব্দে কহে'—এই অংশের পরে 'তার' বা 'এই' পাঠ আছে।
† 'কাহো' বা 'কেহো'।

কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি'শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥
'ইত্থম্ভূতগুণ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং'-শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ'-শব্দের আন॥
'ইত্থম্ভূত'শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥৯॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহা রসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তিসুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপা বান্ধে॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্তবিচার।
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদিগুণে।

তথাহি (ভাঃ—৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-,
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ॥১০॥

শুকদেবের মন হরিল লীলাশ্রবণে॥

তথাহি (ভাঃ—২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান॥১১॥

তথাহি (ভাঃ—১২।১২।৫২)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-,
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন।

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৬)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-,
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥১৩॥

রূপগুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি-আকর্ষণ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৫২।২৮)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ১৪॥

বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের মন।

তথাহি (ভাঃ—১০।১৬।৩২)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ১৫॥

যোগ্যভাব জগতে যত যুবতীর গণ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৭)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-,
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৬॥

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধম্—

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৭॥

'হরি'-শব্দে নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম—।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে-তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার হরে সংহারণ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।১৮)—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৮।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্মাবিদ্যা-নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন।
'হরি'শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥
'চ অপি' দুই শব্দ অব্যয় হয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে, সেই অর্থ কহয় ॥
তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ১৯ ॥

'অপি'-শব্দের মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥

তথাহি তত্রৈব—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ ॥ ২০ ॥

এই একাদশ পদের অর্থনির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি, যাঁহা যে লাগয় ॥
'ব্রহ্ম'শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৩)—

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ২১ ॥

সেই 'ব্রহ্ম'শব্দে কহে—স্বয়ংভগবান্।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥ *

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২২

সেই অদ্বয় তত্ত্ব—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র-পরমাণ ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

* তিনকালে সত্য যেই শাস্ত্রপ্রমাণ।

'আত্মা'-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৩) ভাবার্থদীপিকায়াম্—

আ ততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ২৪

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন—।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি;—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥
তিন-সাধনে ভগবান তিন-স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্বে প্রকাশে ॥

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৫

'ব্রহ্ম আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামিস্বরূপেতে ভাসে ॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ংভগবত্বে, ভগবত্বে—প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান পায়।

তথাহি (ভাঃ—১০।৯।১৬)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৬ ॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-,
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৭

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধপ্রকার—।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২৮

"বুদ্ধিমানের' অর্থ—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম-লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৭।১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥২৯॥

'আর্ত্ত, অর্থার্থী' দুই সকাম-ভিতরে গণি।
'জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী' দুই মোক্ষকাম মানি॥
এই চারি সুকৃতী হয়ে মহা ভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তিদান॥
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

তথাহি (ভাঃ—১।১০।১১)—

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥৩০॥

দুঃসঙ্গ কহি—কৈতব আত্মবঞ্চনা।
'কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি' বিনু অন্য কামনা॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং.
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥৩১॥

'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতবপ্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥
'সকামভক্ত অজ্ঞ' জানি দয়ালু ভগবান।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৯।২৮)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-,
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥৩২॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণভাব॥
আগে যতযত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে শ্লোকের করি মূল-অর্থ প্রকাশ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার—।
কেবলব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়—।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥
ভক্তি বিনু কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্মহৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥

তথাহি (নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬) শাঙ্করভাষ্যে—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥৩৩॥ ইত্যাদি

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥

তথাহি (ভাঃ—৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-,
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥৩৪॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদিস্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥

তথাহি (ভাঃ—১।৭।১১)—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥৩৫

নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাম্ (৭)—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং,
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ৩৬॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার—।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারিকজন।
মুক্তি-লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথাহি (ভাঃ—১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ৩৭॥

সেইসভে সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায়॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১।৫০)—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
ঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥ ৩৮॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তি-লহর্য্যাম্ (১৩)—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ,
পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে,
বৃথা গতো বত চিরং কালঃ॥ ৩৯॥

জীবন্মুক্ত অনেক; সে-ও দুই ভেদ জানি—॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত—গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত—অপরাধে অধো মজে॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২।২৬)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৪০॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাম্ (২০)—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪২॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্য দেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥

তথাহি (ভাঃ—২।১০।৬)—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ৪৩॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৩৫)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-,
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৪৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৪৫

ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যেংসে মুক্তি হয়।

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪৬॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২।২৬)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৪৮

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

তথাহি—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্-পৃথক্ চকার ইহাঁ অপির অর্থ কয় ॥
'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকীভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তঃ' ইতি—কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥
'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন—কেহো বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত—সেই অর্থের অধীন ॥
'চ'-শব্দে করি যদি—'ইতরেতর' অর্থ।
আর এক অর্থ কহে—পরম সমর্থ ॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি বার ছয়।
পঞ্চ 'আত্মারাম' ছয়-চকারে লুপ্ত হয় ॥
এক 'আত্মারাম' শব্দ অবশেষে রহে।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয়জনে কহে ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ৫০ ॥

তবে যে চকার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয় ॥
'নির্গ্রন্থা অপি' এই 'অপি' সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥
অন্তর্যামি-উপাসক—'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম-যোগী দুইবিধ হয়— ॥
'সগর্ভ, নির্গর্ভ' এই হয় দুই ভেদ।
এক-এক তিনভেদে ছয় বিভেদ ॥

তথাহি (ভাঃ—২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-,
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৫১ ॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৮।৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-,
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৫২ ॥

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিনভেদে হয় ছয়প্রকার ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।৩,৪)—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদিহেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥
'চ'-শব্দে অপি-অর্থ ইহাও কহয়।
'মুনি, নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥
'উরুক্রম, অহৈতুকী' কাহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কৈল পরমসমর্থ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
'শান্তভক্ত' করি তবে কহি তার নাম ॥
'আত্মা'-শব্দে 'মন' কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।১৪)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৫৪॥

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইয়া ॥
'আত্মা'-শব্দে 'যত্ন' কহে, যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৫।১৮)—
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ৫৫ ॥

অথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৫)—
সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥৫৬॥

'চ'-শব্দ—'অপি'-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্য-
ভক্তিনিরূপণে (২৩)—
সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥৫৭॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৫৮॥

'আত্মা-শব্দে—'ধৃতি' কহে, ধৈর্য্যে যেই রমে।
'ধৈর্য্যবন্ত এব' হঞা করয়ে ভজনে ॥
'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ ; 'নিগ্রন্থ'—মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥

তথাহি (ভাঃ— ১০।২১।১৪)—
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান রুচিরপ্রবালান,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৫৯ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৫।৬,৭)—
এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ,
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন,
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়।
ধন্যা বনৌকস ইয়ান হি সতাং নিসর্গঃ ॥৬০॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৫।১১)—
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-,
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৬১ ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৪।১৮)—
কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা * যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬২ ॥

কিংবা 'ধৃতি'-শব্দে—নিজপূর্ণতাজ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যভিচারিলহর্য্যাম্ (৭৫)—
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা † পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥

তথাহি (ভাঃ—৯।৪।৬৭)—
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥

তথা গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—
হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ‡ ॥৬

'চ'—অবধারণে ইহঁ। 'অপি'—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে ॥
'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ ॥
বুদ্ধ্যে রমে 'আত্মারাম' দুই ত প্রকার—।
পণ্ডিত মুনিগণ, নিগ্রন্থ মূর্খ আর ॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণপায় ॥

---

* 'কঙ্কা'।
† 'কৃষ্ণানন্দ সেবা'।
‡ 'সংসারেঽতীবচঞ্চলে'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৮)—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৬৬॥

তথাহি (ভাঃ—২।৭।৪৬)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-,
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৬৭ ॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে তাঁকে পায় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৬৮

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধনপ্রধান ॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প করয়।
সদ্বুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১১০)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৬৯

উদারা মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তভু পায় ভক্তি সিদ্ধি ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৭০ ।

ভক্তি প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৭১

তথাহি (ভাঃ—৫।১৯।২৭)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-,
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৭২ ॥

'আত্মা'-শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে।
'আত্মারাম' জীব যত স্থাবরজঙ্গমে ॥
জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে 'আত্ম'জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
'চ'শব্দে এব-অর্থে—'অপি' সমুচ্চয়ে।
'আত্মারাম এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥
সেই জীব সনকাদি সব মুনিজন।
'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥
ব্যাস-শুক-সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ-স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-,
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥৭৩

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।১৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-,
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৭৫ ॥

তথাহি (ভাঃ—২।৪।১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৬।

আগে তের অর্থ কৈল, আর ছয় এই।
নবিংশতি অর্থ হৈল—মিলি এই দুই ॥

এই ঊনইশ অর্থ কৈল, আগে শুন আর।
'আত্মা'শব্দে 'দেহ' কহে, চারি অর্থ তার—॥
'দেহারামী' * দেহ ভজে—দেহোপাধি-ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহো করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৭।১৮)—
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥৭৭

'দেহারামী'—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদিজন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥

তথাহি (ভাঃ—১।১৮।১২)—
কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ৭৮॥

তপস্বিপ্রভৃতি যত 'দেহারামী' হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

তথাহি (ভাঃ—৪।২১।৩১)—
যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-,
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥ ৭৯॥

'দেহারামী' সর্ব্বকাম, সব 'আত্মারাম'।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ৮০॥

এই চারি অর্থ সহ হৈল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম-সমর্থ॥
'চ'-শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া ইহাঁ 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে॥'

* দেহে রমে।

'চ'-শব্দ—'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর।
'বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার॥
কৃষ্ণমনন 'মুনি' কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয়॥
'চ'—এবার্থে, 'মুনয় এব' কৃষ্ণ ভজয়।
'আত্মারামা 'অপি'—'অপি'—গর্হা-অর্থ কয়।
'নির্গ্রন্থ হইয়া' এই দোঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥
'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে—ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণভজন॥
'কৃষ্ণাশ্চ রামাশ্চ এব' হয় কৃষ্ণমনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম॥
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গমহিমাখ্যানে॥
একদিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণীস্নানে প্রয়াগ করিলা গমন॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি॥
আরকথোদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়॥
ঐছে এক শশক দেখে আরকথোদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥
কথোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হৈয়া।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ জুড়িয়া॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখিয়া সব মৃগ পলাইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে গালি মুখে না বাহিরায়॥
'গোসাঞি! প্রমাণপথ ছাড়ি কেনে আইলা?
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥'
নারদ কহে—পথ ভুলি আইলাঙ পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে॥
পথে যে শূকর মৃগ, জানি তোমার হয়?।
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত নিশ্চয়॥
নারদ কহে—যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেনে না লও পরাণ?॥

ব্যাধ কহে—শুন গোসাঞি! 'মৃগারি' মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাঢ়য়ে অন্তরে॥
নারদ কহে—এক বস্তু মাগি তোমাস্থানে।
ব্যাধ কহে—মৃগাদি লেহ, যেই তোমার মনে॥
মৃগছাল চাহ যদি, আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ, তাহা দিব, মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে॥
নারদ কহে—ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক দান আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥
ব্যাধ কহে—কিবা দান মাগিলে আমারে?।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে?॥
নারদ কহে—অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা॥
ব্যাধ! তুমি জীব মার, এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার, এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্মজন্মান্তরে॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥
ব্যাধ কহে—বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিমু মুঞি পামর অধম?।
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়?।
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায়॥
নারদ কহে—যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সে-ই ত করিব।
নারদ কহে—ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব॥
ব্যাধ কহে—ধনুক ভাঙ্গিলে বর্ত্তিব কেমনে?
নারদ কহে—আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল—॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক-এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন॥
নদীতীরে একখানি কুটীর করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥
তুলসীপরিক্রমা কর তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব দিনেদিনে।
সেই অন্ন লিহ, যত খাও দুইজনে॥
তবে সেই তিন মৃগ নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা তিন মৃগ ধাঞা পলাইল॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে করি নমস্কার॥
যথাস্থানে নারদ গেলা, ব্যাধ আইলা ঘর।
নারদের উপদেশ করিল সকল॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল—'ব্যাধ বৈষ্ণব হইলা'।
গ্রামের লোকসব অন্ন আনি দিতে লাগিলা॥
একদিনে অন্ন আনে দশবিশজনে॥
দিনে তত লয়, যত খায় দুইজনে॥
একদিন কহিল নারদ—শুনহ পর্ব্বতে!।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেইব্যাধস্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে॥
আস্তেব্যস্তে ধাঞা আইসে—পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা ইতিউতি ধরে পায়॥
দণ্ডবৎস্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নারদ কহে—ব্যাধ! এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১২৮)—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥৮১

তবে সেই ব্যাধ দোঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহা ভক্ত্যে বসাইল॥
জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে নিল॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণগুণ গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে—তুমি হও স্পর্শমণি॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
৩য়-লহর্য্যাম্ (১০)—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥

নারদ কহে—বৈষ্ণব! তোমারে অন্ন কিছু আয়ে?
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায়ে॥
এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য্য নাহিঃ।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই॥
নারদ কহে—ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান।
এত বলি দুইজন কৈলা অন্তর্ধান॥
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান॥

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মিলি ছাব্বিশ অর্থ হইল॥
আর অর্থ শুন, যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশপ্রকার॥
'আত্মা'-শব্দে কহে—সর্ব্ববিধ ভগবান।
এক স্বয়ংভগবান, আর ভগবানাখ্যান॥
তাঁতে যেই রমে, সেই সব 'আত্মারাম'।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত—দুইবিধ নাম॥
দুইবিধ ভক্ত হয়—চারিচারিপ্রকার—।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর॥
জাতাজাতরতিভেদে সাধক দুইভেদ।
বিধি-রাগমার্গে চারিচারি—অষ্টভেদ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ 'পারিষদ'—দাস,।
সখা, গুরু, কান্তাগণ—চারি ত প্রকাশ॥
'সাধনসিদ্ধ'—দাস, গুরু, কান্তাগণ।
'উৎপন্নরতি সাধক'—ভক্ত চারিবিধ জন॥
'অজাতরতি* সাধক'—ভক্ত এ চারিপ্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শভেদ প্রচার॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ-বিভেদ॥
দুই মার্গে 'আত্মারাম' বত্রিশ-বিভেদ॥
'মুনি, নিগ্রন্থ, চ, অপি' চারিশব্দের অর্থ।
যাঁহা যেই লাগে, তাঁহা করিয়ে সমর্থ॥
বত্রিশে ছাব্বিশে মেলি—অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক † ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥

ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার 'আত্মারাম' নাম লইয়ে॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি, রাখি একবার॥

তথাহি পাণিনিঃ—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি। ৮৩॥

আটান্ন চকারের সব লোপ হয়।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে আটান্ন অর্থ কয়।

তথাহি—

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ
আম্রবৃক্ষাশ্চ—বৃক্ষাঃ॥ ৮৪॥

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব 'আত্মারাম' কৃষ্ণে ভক্তি করয়॥
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার॥
'নিগ্রন্থা এব' হঞা, 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্টি অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥
সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়—।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থাশ্চ ভজয়॥
'অপি'-শব্দ অবধারণে, সেহো চারিবার।
চারি-শব্দ-সঙ্গে একের করিবে উচ্চার॥

যথা—উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব॥ ৮৫॥

এই ত কহিল শ্লোকের যাঠিসংখ্যা অর্থ।
আর এক অর্থ শুন, প্রমাণে সমর্থ॥
'আত্মা'-শব্দে কহে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৮৬

তথা চ অমরঃ—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ॥ ৮৭॥

ভ্রমিতেভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সভে সব ত্যজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

* 'প্রেম'। † 'দুই'।

* 'সাতান্ন আত্মারাম'।

ষাঠি অর্থ কহিল—যে কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব অর্থের উদাহরণ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমার সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ—

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥ ৮৭

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
মহাপ্রভুরে স্তুতি করে চরণে ধরিয়া—॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদপ্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতের—তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥

তথাহি বিশ্বেশ্বরবাক্যম্—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা॥ ৮৮॥

প্রভু কহে—কেনে কর আমার স্তবন?।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ?
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

তথাহি শৌনকপ্রশ্নঃ (ভাঃ—১।১।২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণংগতঃ॥৮৯

তথাহি সূতোত্তরম্ (ভাঃ—১৩৪৫)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ৯০

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
'বাতুলের প্রলাপ' করি—কে করে প্রমাণ?॥
আমাহেন যেবা কেহো বাতুল হয়।
এইদৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুন সনাতন কহে জুড়ি দুই করে—।
প্রভু! আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণবস্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানে। আচার *।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতিপরচার?॥

সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ, সে-ই সিদ্ধ হয়॥
প্রভু কহে—যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই-সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন—।
সকারণ * লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান, সব-মন্ত্রবিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রশুদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদিবন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ॥
গোপীচন্দন-মালাধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণপ্রবোধন॥
পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ-উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকালপূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন শয়ন।
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শালগ্রামের লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন॥
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবা-অপরাধ-খণ্ডন॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদিলক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন॥
পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদভোজন।
অনিবেদিতত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবতশ্রবণ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদিবিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদিবিধি-বিচারণ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এইসবের বিদ্ধা-ত্যাগ অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তিলম্ভন॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দির-করণ-লক্ষণ॥

---

* 'বিচার'।

* 'সকারণ'।

সামান্য সদাচার, বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, স্মার্ত্ত * ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ ॥
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥
নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৫)—
গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাংশ্রিয়ং,
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো † বাহেঽবধূতাকৃতিঃ,
শৈবালৈঃ পিহিতংমহাসরইবপ্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥

তথাহি তত্রৈব (৪৬)—
তং সনাতনমুপাগতমক্ষো-
দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং,
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥ ৯২ ॥

তথাহি তত্রৈব (৪৮)—
কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-,
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৩ ॥

এই ত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব ‡ অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় এই ধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামা-
শ্চেতিশ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো
নাম চতুর্ব্বিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

* কর্ত্তব্য। ‡ • † সরসো।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু দুইমাসপর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায়—অতি বড় রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া ॥
যাঁহাতাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন—॥
প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে 'ঈশ্বর' করি মানে ॥
কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হৈব ইহাঁর ভক্তে ॥
বারাণসীবাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনে ত চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আরদিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥
তাঁহা যৈছে কৈল সন্ন্যাসীর নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥
গ্রন্থ বাঢ়ে—পুনরুক্তি হয়ে ত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল, তাহা করিয়ে লিখন ॥
যেদিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সেদিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥

লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুকে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক—তাহার সমা
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান—॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম॥
উপনিষদের করে মুখ্যার্থ-ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে, হৃদয়ে না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥
'হরের্নাম'-শ্লোকের সেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
'ভক্তি বিনা মুক্তি নহে'—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ২॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩॥

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি 'পূর্ণতা' হয় হান॥

শ্রুতি পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-,
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৪

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ,
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং,
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৫॥

তথাহি (ভাঃ—৩।৯।৪)।—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৯।১১)—
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৭॥

তথাহি তত্রৈব (১৬।১৯)—
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ৮॥

সূত্রের 'পরিণামবাদ'—তাহা না মানিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে—'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া॥
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায়॥
পরমার্থবিচার গেল, করি মাত্র বাদ *।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ?॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন॥

* 'মায়াবাদ'।

চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত—সেই সব ছারখার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন—॥
আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থব্যাখ্যা করে অন্যরীতে॥
'ভগবত্তা' মানিলে—'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সবশাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা-হৈতে॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাঙ্খ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু' কয়॥
(পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান।
বেদমত কহে—ঈশ্বর স্বয়ংভগবান॥)
পরমকারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয়দর্শন-হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সে-ই সত্য মানি॥

তথাহি (মহাভারতে, বনপর্ব্বণি ৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্ব সার॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিল॥
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥

তথাহি—

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

চৌদিগে লোক লক্ষ বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটেই ধ্বনি শুনি পরকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বোলে 'হরিহরি'॥
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক,—পুলককদম্ব॥
হর্ষ-দৈন্য-চাপল্যাদি সঞ্চারি-বিকার।
দেখি কাশীবাসিলোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥
প্রভু কহে—তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম॥
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেনে কর হীনের বন্দন?।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাসে।
লোকশিক্ষালাগি ঐছে করিতে না আইসে॥
তেঁহো কহে—তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় হৈল॥

তথাহি বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্—
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ১০

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৪।৯)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥

প্রভু কহে—বিষ্ণুবিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধচিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্রব্রহ্মসম—।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২অ ১২)—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১২

প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তভু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান।
তভু পূজ্য হও তুমি বড় আমা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে॥

তথাহি (ভাঃ—৬।১৪।৫)—
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥ ১৩।

তথাহি (ভাঃ—১০।৪।৩৬)—
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

তথাহি (ভাঃ—৭।৫।৩২)—
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৫॥

এবে তোমার পাদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তাঁহাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা—॥
মায়াবাদে কৈল যত দোষের আখ্যান।
সভে জানি—আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রের কারিলে তুমি মুখ্যার্থবিবরণ।
তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন॥
তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি॥
প্রভু কহে—আমি জীব অতি-তুচ্ছ-জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ—ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপন সূত্রের * করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল—॥
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করি † সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ—যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
সেই সূত্রে যেই ঋগ্‌বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্—চারিশ্লোকনিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ॥

তথাহি (ভাঃ—৮।১।১০)—
আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১৬

ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
আমি 'সম্বন্ধতত্ত্ব'; আমার জ্ঞানবিজ্ঞান—।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি ‡ 'অভিধেয়'-নাম॥
সাধনের ফল প্রেম (১)—মূল 'প্রয়োজন'।
সেই প্রেমে পায় জীব—আমার সেবন॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩০)—
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১৭

এই তিন অর্থ (২) আমি কহিল তোমারে।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য, শক্তি॥
আমার কৃপায় স্ফুরুক এ সব তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩১)—
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥১৮॥

---

* 'সূত্রের অর্থ'

* 'করিব'। † 'বিশ্বং'।
‡ 'আমা পাইতে সম্বন্ধতত্ত্ব' বা 'আমা হৈতে সম্বন্ধতত্ত্ব' (??)। (১) 'অভিধেয়'। (২) 'তত্ত্ব'।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে।
প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ, সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥ *

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩২)—
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহংযদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥১৯

'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে॥
এই শ্লোকে কহে †—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়াকার্য্যে মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যভাসস্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনু স্বতন্ত্র তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল, শুন আরসব॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩৩)—
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥২০

অভিধেয়সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদিবিষয় যৈছে এ-চারি-বিচার।
সাধনভক্তি এই-চারি-বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশে কালে দশায় জনের কর্ত্তব্য—।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩৫)—
এতদেব হি * জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥২১

আমাতে যে প্রীতি—সেই প্রেম 'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপলক্ষণ'॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে॥

তথাহি (ভাঃ—২।৯।৩৪)—
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥২২

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়ভিতরে।
যাহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৫৫)—
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-,
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ২৩ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪৫)—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।৪)—
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা,
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-,
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ২৫ ॥

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়—।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময়॥

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৬

তথাহি (ভাঃ—৩।৫।২৩)—
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

---

* 'সৃষ্টির পূর্ব্বে' হইতে 'আমাতেই লয়ে' পর্য্যন্ত ৬ পংক্তির পাঠান্তর—
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ—আমা হৈতে হয়ে।
প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ—সব আমি হয়ে॥
প্রলয়ের অবশিষ্ট—আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পায় আমাতেই লয়ে॥"
† 'এই সব শব্দে হয়।'

* 'এতাবদেব'।

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥২৮

এই ত 'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতিশ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।২১)—
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥২৯

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।২০)—
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৩০

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৩৭)—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ,
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩১ ॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৩।৩১)—
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৩২

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃতসূত্রের নিজভাষ্যস্বরূপ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩)—
অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ৩৪ ॥

তথাহি (ভাঃ—১।৩।৪২)—
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩৫

তথাহি (ভাঃ—১২।১৩।১৫)—
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৬ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই-গ্রন্থ-আরম্ভণ।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনপ্রয়োজন ॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।১,২)—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎ-
সরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি-
স্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

তথাহি (ভাঃ—১।১।৩)—
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি তত্রৈব (১।১।১৯)—
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৩৯

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ সার ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৪০

তথাহি—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥

তথাহি (ভাঃ—২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪২

তথাহি (ভাঃ—৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ ॥ ৩১ ॥

তথাহি তত্রৈব (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৪৫

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ।
সভাতে কহিল এইশ্লোকবিবরণ— ॥
এইশ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টিপ্রকার ।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার ॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল ।
প্রভু একষষ্টি অর্থ বিবরি কহিল ॥
শুনিয়া লোকের বড় হৈল চমৎকার ।
'চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার ॥ *
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি ।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন ।
প্রেমোল্লাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবতবিচার ।
বারাণসীদেশ প্রভু করিল নিস্তার ॥
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর ।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়ানগর ॥
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য করি ।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায় ।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায় ॥
'আমি বোঝা বহিব' তোমাসভার দুঃখ হৈল ।
তোমাসভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥

সভে কহে—লোক তারিতে তোমার অবতার ।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমাসভার সুখ ॥
বারাণসীগ্রামে যদি কোলাহল হৈল ।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥
লক্ষকোটি লোক আইসে,—নাহিক গণন ।
সঙ্কীর্ণ স্থানে, প্রভুর না পায় দর্শন ॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বরদর্শনে ।
দুইদিগে লোক করে প্রভুবিলোকনে ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে 'বোল কৃষ্ণ হরি' ।
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি ॥
এইমত দিন-পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া ।
আরদিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন ।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন ॥
সভে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচল যাইতে ।
সভারে বিদায় দিল প্রভু যত্নসহিতে— ॥
যার ইচ্ছা—পাছে আইস আমারে দেখিতে ।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ডপথে ॥
সনাতনে কহিল—তুমি যাহ বৃন্দাবন ।
তোমার দুইভাই তথা করিয়াছে গমন ॥
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গালভক্তগণ ।
বৃন্দাবনে আইলে তার* করিহ পালন ॥
এত বলি চলিলা প্রভু সভা আলিঙ্গিয়া ।
সভেই পড়িলা তাহা মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কথোক্ষণে উঠি সভে দুঃখে ঘর আইলা ।
সনাতনগোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥
এথা রূপগোসাঞি মথুরা আইলা ।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী ।
হুসেনখাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী ॥
দীঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল ।
ছিদ্রে পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥

---

* অতঃপর একখানি প্রাচীন পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
'প্রেমানন্দে প্রকাশানন্দের বহে অশ্রুধার ।
'হরি হরি' শব্দ লোক বোলে বারবার ॥'

* 'বৃন্দাবনে যাই তার' বা 'বৃন্দাবনে আইসে যদি' ।

পাছে যবে হুসেনখাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল ॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজা-স্থানে ॥
রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি, ভাল নহে কথা ॥
স্ত্রী কহে—জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইহোঁ নাহি জীবে ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা ॥
তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন—তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥
কেহো কহে-- এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥
প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
রায় আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥
কথোদিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবদ্বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগ আইলা ॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ না পাইয়া মনে দুঃখী হৈল ॥
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ-ছয় পৈছা * পায় একেক বোঝাতে ॥
আপনে রহে এক পৈছার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পৈছা বাণিয়াস্থানে রাখেন ধরিয়া ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈলমর্দ্দন ॥
রূপগোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীত কৈল।
আপনসঙ্গে লঞা দ্বাদশবন করাইল ॥

মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে ॥
'গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেরে গেলা।'
ইহা শুনি দুইভাই সেইপথে চলিলা ॥
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরান রাজপথ দিয়া ॥
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা * সকলি কহিলা ॥
গঙ্গাপথে দুইভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাহাসনে না হৈল মিলন ॥
সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥
মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনেবনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥
'মথুরামাহাত্ম্য'শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজনসহ রূপ করিলা মিলন ॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে ॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
দিন-দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্রসঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদিসঙ্গে কৈল নানারঙ্গে ॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে ॥
শুনি যেন ভক্তগণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥

* 'পাছিচা'।

* 'কোথা'

আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্র আসিয়া সভে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী-ভারতীর কৈল প্রভু চরণবন্দন।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
দামোদরস্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সভা লঞা চলিলা প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত-সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈলা॥
জগন্নাথসেবক আনি মালাপ্রসাদ দিলা।
তুলসীপড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা সকল॥
সভা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে—মহাপ্রসাদ আন এইস্থানে।
সভাসঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে॥
তবে দোঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিল।
সভাসঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এই ত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রিগমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
মধ্যলীলার এই কৈল দিগ্দরশন।
ছয়বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশবৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ॥
প্রথমপরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রগণ।
তঁহিমধ্যে কোনভাগের বিস্তারবর্ণন॥
দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপবর্ণন।
তঁহিমধ্যে নানা ভাবের দিগ্দরশন॥

তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপালস্থাপন ক্ষীরচুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপালচরিত্রবর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধারণ।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেববিমোচন॥
অষ্টমে রামানন্দসংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সবসিদ্ধান্তের সার॥
নবমে কহিল দক্ষিণতীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেঢ়াসঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা-দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহেন, প্রভু করে আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশপথে।
পুন নীলাচল আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবনবিহারবর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তিসঞ্চারণ॥
বিংশতিপরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপবর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধনভক্তিবিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারামশ্লোকার্থবিবরণ॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুন নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদের এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশেদেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর॥
ভাগবততত্ত্বরস করিল প্রচার।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার॥
ভক্ত * লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে॥
চৈতন্যসমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ!।
ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্যচরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবে পার॥

যথারাগঃ—

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শতশত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাহ তাহাতে॥
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্যবচন।
তোমাসভার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥
নানাভাবে ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সভে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহাঁ পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হৈয়া,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে * জীয়ে জগজন॥
চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সে-ই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য॥
যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনু-মনে
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন †॥
এ অমৃত কর পান, যাহাসম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমাসভার শ্রীচরণ, করি শিরে বিভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ-জীব-চরণ
শিরে ধরি, যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন-কৃষ্ণদাস॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ০
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমস্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি॥ ০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-
বৈষ্ণবকরণপুনর্নীলাচলগমনং নাম
পঞ্চবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

'ভক্তি'। * 'প্রেমে'। † 'কীর্ত্তন'

মধ্য-লীলা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

।-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥ ১॥
দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥ ২॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরুর করোঁ চরণবন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥ ৩॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৪॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ॥৫

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলার এই সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলার বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ!॥
মধ্যলীলামধ্যে অন্ত্যলীলাসূত্রগণ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন॥
আমি জরাগ্রস্ত—নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোনো কোনো লীলা করিয়াছি বর্ণন॥
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা।
স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা॥
শুনি শচী আনন্দিত, সর্ব্ব ভক্তগণ—।
সভে মেলি নীলাচলে করিলা গমন॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য-শিবানন্দ-সনে মিলিলা সভে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটিসমাধান।
সভারে পালন করি—দেন বাসাস্থান॥
একটি কুক্কুর চলে শিবানন্দসনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥
একদিন তবে এক নদীপার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥
কুক্কুর রহিল, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা॥
একদিন শিবানন্দে ঘাটিআলে রাখিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত?' সেবকে পুছিলে॥

'কুক্কুর ভাত নাহি পায়' শুনি দুঃখী হৈল।।
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোকসব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥
প্রভাতে উঠি চাহে কুক্কুর, কাঁহা না পাইলা।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈলা॥
উৎকণ্ঠায় চলি সভে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥
সভা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সভা লঞা মহাপ্রভু করিলা ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সভারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে।
প্রভু-ঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আরদিনে॥
আসিয়া দেখিলা সভে—সেই ত কুক্কুরে।
প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্পদরে॥
প্রসাদ নারিকেলশস্য দেন পেলাইয়া।
'কৃষ্ণ রাম হরি কহ' বোলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর—'কৃষ্ণ' কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আরদিন কেহো তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠকে গেল॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণনান্দীশ্লোক তথাই লেখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লেখিতে॥
এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥
রূপগোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপম-লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণপাশ * আইল, লাগি না পাইল॥

উড়িয়াদেশে 'সত্যভামাপুর'-নামে গ্রাম।
একরাত্রি সেইগ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্র্যে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি—॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হইবে বিলক্ষণ॥"
স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ করিল বিচার—।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতেভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসবাসাস্থলে॥
হরিদাসঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈল—।
তুমি যে আসিবে, মোরে প্রভু হো কহিল॥
উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে *।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে॥
'রূপ দণ্ডবৎ করে'—হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস লঞা তিনে বসিলা একস্থানে।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণে॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল—তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥
তাঁরে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গের ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আরদিন মহাপ্রভু সর্ব্বভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সভায় কৃপা ত করিয়া॥
সভার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈতনিত্যানন্দপ্রভু এই দুইজনে।
প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমাদোঁহার কৃপাতে ইহাঁর হয় তৈছে শক্তি
যাতে বিবরিতে † পারে কৃষ্ণরসভক্তি॥

* 'ভক্তগণের পিছে'।

* 'দেখিতে' (?) বা 'মিলিতে'।
† 'বিরচিতে'।

গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সভার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পায়ে—দেন দুইজনে॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুহাঁসনে করি কথোক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন॥
প্রসাদ খান 'হরি' বোলেন সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস-রূপের উল্লাসিত মন॥
গোবিন্দদ্বারায় প্রভুর শেষপ্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা॥
আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা—॥
"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজহৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে॥"

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ ৬॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা—॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা।
জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা॥
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই নাটক করি এবে করিমু ঘটনা॥ *
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটন।
পৃথক্ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন দেখিল॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেইশ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই॥
পূর্ব্বে সেইসব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ-কথন॥

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়ে? ইহা কেহো নাহি জানে॥
সবে একা স্বরূপগোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করায় আস্বাদনে॥
রূপগোসাঞি—মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল—প্রভুরে যে ভায়॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-,
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-,
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥৮॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র-স্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালের উপর শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেইকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা—॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে?।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক প্রভু লঞা স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা-লাগি তাঁহারে পুছিল—॥
মোর অন্তরবার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?।
স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ—করি অনুমান॥
প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥

* 'দুইভাগ করি একত্র করিব ঘটনা'।

স্বরূপ কহে—যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা—তবহিঁ জানিল ॥

তথাহি ন্যায়ঃ—

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥ ৯ ॥

তথাহি নৈষধীয়ে (৩।১৭)—

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং,
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ১০ ॥

চাতুর্ম্মাস্য বহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
একদিন রূপ করেন নাটকলিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥
সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥
'কাঁহা পুথি লিখ?' বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল ॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১২)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল * উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি—॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্র করিলা গমন ॥
আরদিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি সাথ ॥
সভা মেলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সভারে লাগিলা কহিতে ॥
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর * হৈল মহাসুখ।
নিজভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহায় লাগিলা কহিতে ॥
ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে,—আত্মাপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (৬৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্,
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ † ॥ ১২ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥
ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভার আগ্রহে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥
'পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ!' প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন ধরিল ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥

তথাহি শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-,
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১৩

রায় ভট্টাচার্য্য ‡ কহে—তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে? ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্ব কহিল ** সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥

---

* 'সভার'। † 'কমলেক্ষণোঽয়ম্'।
‡ কতিপয় প্রাচীন পুঁথিতে 'রায় ভট্টাচার্য্য' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ভট্টাচার্য্য' পাঠ আছে।
** 'কহাইলে'।

যাতে জানি, পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা-বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥
প্রভু কহে—কহ রূপ! নাটকের শ্লোক।
য শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখশোক॥
বারবার প্রভু যদি তারে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপগোসাঞি কহিল॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—(১।১২)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

যত ভক্তবৃন্দ, আর রামানন্দরায়।
শ্লোক শুনি সভার হৈল আনন্দবিস্ময়॥
সভে কহে—নামমহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহো নাহি বর্ণে' আর॥
রায় কহে—কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্ত অঙ্গ গণি॥
স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলানাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া॥
বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব।
দুইনাটকে প্রেমরস অদভুত সব॥
রায় কহে—নান্দীশ্লোক পঢ় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পঢ়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—(১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী,
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-,
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী॥১৫

রায় কহে—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে—কহ, কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥
তবে রূপগোসাঞি যদি শ্লোক পঢ়িল।
শুনি প্রভু কহে—এই অতিস্তুতি শুনিল॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ১৬॥

সবভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া—।
কৃতার্থ করিলা এই শ্লোক শুনাইয়া॥
রায় কহে—কোন্ আমুখে পাত্রসন্নিধান?।
রূপ কহে—কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক'-নাম॥

তথাহি নাটকচন্দ্রিকায়াম্ (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১০)—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্,
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ,
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥ ১৮॥

রায় কহে—প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৮)—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ,
শীলৈঃপল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-,
র্ম্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি॥১৯

তথাহি তত্রৈব (১।৬)—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ,
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো,
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্॥ ২০॥

রায় কহে—কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ—।
পূর্ব্বরাগবিকার *, চেষ্টা, কামলেখন?॥
ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল॥

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব (২।৮)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

* 'রাগ' বা 'ভাব'।

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

তথা তত্রৈব (২।৭)—
ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥২২

কন্দর্পলেখো যথা তত্রৈব (২।২৩)—
ধরিঅ পড়িচ্ছন্নগুণং,
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহ জহ চইদা পলাএম্হি ॥ ২৩ ॥

চেষ্টা যথা তত্রৈব (২।১৪)—
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং,
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং
নবীনগ্রহঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যবসায়ো যথা তত্রৈব (২।৩৬)—
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ২৫ ।

রায় কহে—কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?।
রূপ কহে—ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব ॥

তথাহি তত্রৈব (২।১৭)—
পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥২৬

রায় কহে—কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে—সাহজিক-প্রেমধর্ম্ম ॥

তথাহি তত্রৈব (৫।৪)—
স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো

যথা তত্রৈব (২।৪০)—
শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ
পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,
হা মৌঢ্যাৎ ফলিনঃ মনোরথলতা মৃদ্বী
ময়োন্মূলিতা ॥ ২৮

শ্রীরাধায়াঃ যথা তত্রৈব (২।৪১)—
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং
পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী ॥ ২৯ ॥

তত্রৈব (২।৪৫)—
গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-,
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণং কামপি দশাং,
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম্ ॥ ৩০

সখীনাং যথা তত্রৈব (২।৩৭)—
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য
যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা
গরীয়ানভূৎ ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাস্যা যথা তত্রৈব (৩।৮)—
হিত্বা দূরে পথি ধবতয়োরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-,
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণবনবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোসি* । ৩২

রায় কহে—বৃন্দাবনে মুরলীর স্বন।
কৃষ্ণরাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥

---

* 'ভাবমস্যাঃ করোষি'।

বৃন্দাবনং যথা বিদগ্ধমাধবে (১।১৯,২০,২১)
সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-,
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৩৩ ॥

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করককলপালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ৩৫ ॥

মুরলী যথা তত্রৈব (৩।১)—
পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ৩৬

তথা তত্রৈব (৫।১৫)—
সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ৩৭ ॥

তথা তত্রৈব (৪।৮)—
সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৩৮ ॥

তথা তত্রৈব (১।২৩)—
রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্বন্মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

কৃষ্ণো যথা তত্রৈব (১।১)—
অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥

তথা ললিতমাধবে (৪।২৭)—
জজ্ঞাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং,
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥

তথা তত্রৈব (১।৪৫)—
কুলবরতনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন,
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ৪২

তথা তত্রৈব (১।৪১)—
মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-,
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-,
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ৪৩

শ্রীরাধায়াঃ যথা বিদগ্ধমাধবে (১।২৮)—
বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-,
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥

তথা তত্রৈব (৫।১৮)—
বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত শর্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥ ৪৫ ॥

তথা তত্রৈব (২।৫০)—
প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষম্ ॥

রায় কহে—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥
রূপ কহে—কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপমভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র, যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান।
এত বলি নান্দীশ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥

---

* 'নবাম্বুধরমণ্ডলীমদ-'।

তথা ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-,
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী,
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি ?—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ * পঢ়িতে লাগিলা ॥

তথা তত্রৈব (১।৩)—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥ ৪৮ ॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস— ॥
কাহাঁ তোমার কৃষ্ণরসকাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যাস্তুতি-ক্ষারবিন্দু ? ॥
রায় কহে—রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর।
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥
প্রভু কহে—রায় ! তোমার ইহাতে উল্লাস ?।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥
রায় কহে—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি ‡ মঙ্গলাচরণে ॥
রায় কহে—কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?।
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥

তথাহি ললিতমাধবে (১।১০)—

নটতা কিরাতরাজং, নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং, গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ৪৯ ॥

'উদ্‌ঘাত্যক'-নাম এই মুখবীথি-অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি,—ধাষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ৫০ ॥

রায় কহে—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ?।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥

তথাহি ললিতমাধবে (১।২২,২১)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ,
কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা,
বরবংশজকাকলীদূতী ॥ ৫১ ॥
হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ,
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ,
প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ৫২ ॥

তথাহি তত্রৈব (২।১১,৮)—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-,
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ৫৩
বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ৫৪

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্রবদনে— ॥
কবিত্ব না হয় এই—অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন ॥

তথাহি প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ৫৫ ॥

তোমার শক্তি-বিনু এই জীবে নহে বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি ॥
প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥
সভে কৃপা করি ইঁহাকে দেহ এই বর—।
ব্রজলীলা প্রেমরস যর্ণে নিরন্তর ॥

* 'তাহা'।
† 'এই শ্লোক' বা 'এই কবিত্ব'।
‡ 'স্তুতি'।

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥
এই দুইভাই আমি পাঠাইলাঙ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥
রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস।
যারে করাও, সে করিবে; জগৎ তোমার বশ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সভার চরণবন্দন॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সভে কৈলা আলিঙ্গন॥
প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥
হরিদাস কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে, ইহার কে জানে মহিমা?॥
শ্রীরূপ কহেন—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহায়, সে-ই কহি বাণী॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সামান্যভক্তিলহর্য্যাম্ (২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া,প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং, বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥৫৬॥

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ-হরিদাস-সঙ্গে॥
চারিমাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞিঃ বিদায় দিল—গৌড়ে করিলা গমন॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু-সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥
দোল-অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায়* দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥

'বৃন্দাবন যাহ তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি কর নিরূপণ।
তীর্থসব লুপ্ত, তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবারসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহো দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার॥'
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপগোসাঞিঃ ধরিল শিরে তাঁহার চরণ॥
মহাপ্রভু-ভক্তস্থানে* বিদায় করিলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা॥
এই ত কহিল পুন রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ
শ্রীরূপসঙ্গমো নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং স-জীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধপ্রকার—॥
সাক্ষাদ্দর্শন, আর যোগ্য ভক্তজীবে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ আবির্ভাবে॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সভা নিস্তারিলা।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে আবিষ্ট হইলা॥

* 'আজ্ঞা'।

* 'প্রভু ভক্তগণপাশ" বা "মহাপ্রভু ভক্তগণে'।

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈলা আবির্ভাব।
'লোক নিস্তারিব'—এই ঈশ্বরস্বভাব॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল, সে কৃতার্থ হৈল॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুন গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥
সপ্তদ্বীপের লোক, আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হইয়া।
'কৃষ্ণ' কহি নাচে সভে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
এইমত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী॥
তা-সভা তারিতে প্রভু সেইসব দেশে।
যোগ্য-ভক্ত-জীবদেহে করেন আবেশে॥
সেই জীবে নিজভক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্বদেশে॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশ করি দিগ্‌দর্শন॥
আম্বুয়ামুলুকে হয় নকুলব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো—বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ—সাত্ত্বিক-বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥
তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব গৌড়দেশ॥
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥
'চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।'
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা [illegible] কৈলা।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল—॥
আপনে আমাকে বোলায় 'ইহা আমি' জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য-আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা—কেহো আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহো দর্শন না পায়॥
আবেশে ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন-দুই-চারি যাহ—বোলাহ তাহারে॥
চারিদিগে ধায় লোক 'শিবানন্দ!' বলি।
'শিবানন্দ কোন? তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা॥
ব্রহ্মচারী বোলে—"তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা শুন তাহার নিশ্চয়॥
গৌরগোপালমন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর॥"
তবে শিবানন্দ-মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব'॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্তনে *।
শ্রীবাসকীর্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারিঠাঞি প্রভুর সতত আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল, তাহা শুন মন দিয়া॥
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥
একবৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বহু কৃপা কৈলা।
মাসদুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
"ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে॥
এ-বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে॥
শিবানন্দে কহিহ—আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে॥

* "কীর্তনে"।

জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সভাকে কহিল—এ-বর্ষ কেহো না আসিবে॥"
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্যগোসাঞি রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষমাস আইলে দোঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥
এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা॥
(আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তারে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা॥)
দোঁহা দুঃখী দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ—।
তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ?॥
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা—।
'আসিব' আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা?॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয়দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজন।
'আনিব প্রভুরে এঁহো' নিশ্চয় কৈলা মন॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—এঁর নিজ নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল—।
পানীহাটিগ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি * ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
(তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর, হঞা তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥ †
পাকসামগ্রী আন—আমি যে-যে চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥

ইষ্টদেব নৃসিংহ-লাগি পৃথক্ বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখে—আসি শীঘ্র বসিলা চৈতন্যগোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল, কিছু অবশিষ্ট নাই॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
'হা হা কি কর কি কর' বলি করয়ে ফুৎকার—
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ?॥
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস?॥
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস॥
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই॥'
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইলা দেখি ব্যঞ্জন-পরিপাটী॥
শিবানন্দ কহে—কেনে করহ ফুৎকার?
তেঁহো কহে—দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার
তিনজনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল॥
শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়?॥
তবে শিবানন্দে পুন কহে ব্রহ্মচারী—।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুন পাক করি॥
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা—
গতবর্ষে পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥

---

* 'শীঘ্র'। † বন্ধনীমধ্যগত চারি পংক্তি কোন হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

* '[illegible]'।

এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি* বারেবারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবেরে ঘরে॥
প্রেমবশ গৌরপ্রভু যাহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তাহাঁ দেন দরশন॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর প্রেমে বশ গৌর আইসে বারেবারে॥
এই ত কহিল গৌরের ত্রিবিধ আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্যপ্রভাব॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত অতি আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপগোসাঞিসহ সখ্যব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যেমধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥
তাঁর পিতা—বিষয়ী বড়—শতানন্দখান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্যপ্রধান॥
গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম—তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঞি॥
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপাশে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু মনে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্যসম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি‡ বিনু প্রভুর না হয় উল্লাস॥
স্বরূপগোসাঞিরে আচার্য্য কহে আরদিনে—।
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সভে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেমক্রোধে স্বরূপ তাঁরে বোলয়ে বচনে—॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরকভাষ্য শুনে।
'সেব্যসেবক'-ভাব ছাড়ি আপনাকে 'ঈশ্বর' মানে

মহাভাগবত যেই—কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তার॥
আচার্য্য কহে—আমাসভার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমাসভার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥
স্বরূপ কহে—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা' এইমাত্র* শুনে—॥
'জীবাজ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর, সকলি অজ্ঞান।'
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-কাণ॥
লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন করিলা।
আরদিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোটহরিদাস-নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া—॥
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নিস্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনী সেই—নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আরে পরমবৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধতিনজন—॥
স্বরূপগোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস॥
স্নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউলপ্রসাদ আদাচাকি লেম্বু সলবণ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু† আচার্য্যে পুছিলা—॥
উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাহাঁতে পাইলা?।
আচার্য্য কহে—মাধবীদেবীপাশ মাগি আনাইল।
প্রভু কহে—কোন যাই মাগিয়া আনিল?।
ছোটহরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিল।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোটহরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

* 'কীর্ত্তন দেখিতে আইসেন'। † 'গৌড়ে'। ‡ 'কৃষ্ণসম্বন্ধ'

* 'শব্দ'। † 'অত্যন্ত শাল্যন্ন দেখি'।

দ্বার মানা হৈল, হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, কেহো নাহি জানে ॥
তিনদিন হৈল হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ—॥
কোন্ অপরাধ প্রভু! কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস ? ॥
প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

তথাহি (ভাঃ—৯।১৯।১৭)—
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২ ॥

ক্ষুদ্র জীবসব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি সভে মৌন কৈলা ॥
আরদিন সর্ব্বে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস-লাগি কিছু কৈল নিবেদনে—॥
অল্প অপরাধ প্রভু! করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিব অপরাধ ॥
প্রভু কহে—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন * ॥
নিজকার্য্যে যাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা।
পুন যদি কহ, আমা না দেখিবে এথা ॥
এত শুনি সভে নিজকর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজনিজ কার্য্যে সর্ব্বে গেলেন উঠিয়া ॥
(মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥)†
আরদিন সভে পরমানন্দপুরীস্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈল নিবেদনে ॥
তবে পুরীগোসাঞি একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥
পুছিল—কি আজ্ঞা, কেনে কৈলে আগমন ? ।
'হরিদাসে প্রসাদ-লাগি' কৈল নিবেদন ॥

শুনি মহাপ্রভু কহে—শুনহ গোসাঞি!।
সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি! রহ এইঠাঞি
মোরে আজ্ঞা দেহ, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাহাঁ—গোবিন্দমাত্র সাথ ॥
এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥
অস্তেব্যস্তে পুরীগোসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে বসাইলা* ॥
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ? ॥
লোকহিত-লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমিসব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥
এত বলি পুরীগোসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাসঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে ॥
স্বরূপগোসাঞি কহে—শুন হরিদাস!।
সভে তোমার হিত কহি, করহ বিশ্বাস ॥
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন, যাতে দয়ালু অন্তর ॥
তুমি হঠ কৈলে, তাঁর হঠ সে বাঢ়িবে।
স্নানভোজন কর, আপনে ক্রোধ যাবে ॥
এত বলি তাঁরে স্নানভোজন করাইয়া।
আপনার ঘর আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া ॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথদরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে।
প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে—ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥
দেখি ত্রাস উপজিল সবভক্তগণে।
স্বপ্নেহো ছাড়িল সভে স্ত্রীসম্ভাষণে ॥
এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল।
তভু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥
রাত্রি-অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেরে গেলা, কারে কিছু না বলিয়া ॥
প্রভুপদপ্রাপ্তি-লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্ধানেই রহিলা ॥

* 'সম্ভাষণ' বা 'স্পর্শন'।
† বন্ধনীমধ্যস্থিত অংশ হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

* 'লঞা আইলা' বা 'ফিরাইলা'

গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্য নাহি জানে॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিল ভক্তগণে—।
হরিদাস কাঁহা? তারে আনহ এখানে॥
সভে কহে—হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্র্যে উঠি কাঁহা গেলা, কেহো নাহি জানে॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সভে শুনে কথোদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখে, মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি মিলি সভে কৈল অনুমানে—॥
বিষ খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইল॥
আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান।
স্বরূপ কহে—এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইল।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সভারে কহিলা—॥
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি-মনে বিস্ময় হইলা॥ *
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥
'হরিদাস কাঁহা?'—যদি শ্রীবাস পুছিলা।
'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা॥
তবে শ্রীনিবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা
যৈছে সঙ্কল্প করি † ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত—।
প্রকৃতিদর্শন ‡ কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা—।
ত্রিবেণীপ্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা*॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন॥
আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্যশিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়ানুরাগ-প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাথ।
একলীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপশিক্ষণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং স-জীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥১॥ †

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু-ব্যবহার॥

---

* 'শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা।
মৌন কথা কেহো (কারে) কিছু না কহিলা॥'

† 'তেহেঁ' বা 'যৈছে'।

‡ 'প্রকৃতিসম্ভাষণ।'

* 'ঠাকি আইলা'।

† একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।—
"দামোদরাদ্বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ।
গৌরঃ স্বাং হরিদাসাজ্জাদ্গূঢ়লীলামপাবৃণোৎ॥"

গোসাঞিঠাঞি নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার॥
প্রভুতে তাহার প্রীত, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীত সহিতে না পারে॥
বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাহা প্রীতি তাহা আইসে—বালকের রীত॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥
আরদিন সে বালক গোসাঞিঠাঞি আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীত করি বার্ত্তা পুছিলা॥
কথোক্ষণে সে বালক উঠি ঘরে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি—
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণযশ সব লোকে গাইবে।
তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥
শুনি প্রভু কহে—কাহা কহ দামোদর?।
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর, কে পারে বলিতে।
মুখর-জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে?॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডীব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর?॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণিবাতে দেহ অবসর?॥
এত বলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি হাসি বিচারিলা—॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদরসম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥
এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
আরদিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥
প্রভু কহে—দামোদর! চলহ নদিয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা॥
তোমা-বিনা তাঁহে রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যেমধ্যে কভু আসি আমার দর্শনে।
করি শীঘ্র পুন তাহাঁ করিহ গমনে॥
মাতাকে কহিয় মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥
'নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে॥'
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্য তাঁরে স্মরণ করাইহ।
'বারবার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্বপ্ন * করি মান॥
এই মাঘসংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা ব্যঞ্জন ক্ষীর পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥
অস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হৈল॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত।
স্বপন দেখিল যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥
বাহ্যবিরহদশায় পুন ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল—এইসব জ্ঞান হৈলা † ॥
পাকপাত্রে দেখে—সব অন্ন আছে ভরি।
পুন ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি॥
এইমত বারবার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে আমা করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকটে লেওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে

* 'স্ফূর্ত্তি'।
† 'ভোগ লাগাইল এইসব জ্ঞান গেল'।

এইমত বারবার করাইহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তাঁর বন্দিহ * চরণ॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্-পৃথক্ দিল॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল॥
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সভে করে সঙ্কোচব্যবহার॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদালঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাজে † অজ্ঞান-পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহো না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা—॥
"হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহা দুরাচার॥
ইহাসভার কোনমতে হইবে নিস্তার?।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে—"প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার ‡ দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম হারাম' বোল কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
তথাহি নৃসিংহপুরাণে—
দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্।

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহাঁ নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষরসভের এই ত স্বভাব॥
অব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন স্বভাব॥
তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৮৯)—
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৩
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (৫১)—
তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে * পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-,
রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥ ৪
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
তথাহি (ভাঃ—৬।২।৪৯)—
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ৫
নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে—॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম।
ইহাসভার কিপ্রকারে হইবে মোচন?॥
হরিদাস কহে—প্রভু! যাতে এ কৃপা তোমার।
স্থাবরজঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥

---

* 'ধরিহ'।
† 'মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠ—ভাগে'।
‡ 'অসংস্কার' বা 'সংশয়'।

* 'গুণনিধিং'।

প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন ॥
সকল জগতে'হয় উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥
যৈছে কৈলৈ ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্রভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে ॥
বাসুদেব জীব-লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ-আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥
উচ্চসঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচরজীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥
প্রভু কহে— সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে ? ॥
হরিদাস কহে—তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাহাঁ যত স্থাবর-জঙ্গম জীবজাতি ॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে ॥
সেই জীব হবে ইহাঁ স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্যজীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥
অবতরি এবে তুমি পাতিয়াছ হাট।
কেহো নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ়নাট ॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ * করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের খণ্ডাইল † সংসার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১২)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥ ৭ ॥ ‡

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের করিলে নিস্তার ॥
যে কহে—চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চয়— ॥
তোমার মহিমানন্তামৃতাপারসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগোচর নহে তার একবিন্দু ॥
এত শুনি প্রভুমনে চমৎকার হৈল—।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ? ॥
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে এ সব করিল বর্জ্জন ॥
ঈশ্বরস্বভাব—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত বিদিতে।

তথাহি যামুনাচার্য্য-স্তোত্রে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-,
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮ ॥

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥
ভক্তগুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহো কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার ॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥
সব কহা না যায়, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহো কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥
বৃন্দাবনদাস যাহা না করেন বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ! ॥
হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বনমধ্যে কথোদিন রহিলা ॥
নির্জ্জনবনে কুটীর করি তুলসীসেবন।
রাত্রি-দিনে তিনলক্ষনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥
সেইদেশাধ্যক্ষ—নাম রামচন্দ্রখান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ডি-প্রধান ॥

* 'ব্রজপুরে'। † 'খণ্ডাইলে'।
‡ সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ।—"অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রুতো বা সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদশ এব"

হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমিসব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্মনাশ॥
বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে—তিনদিবসে হরিব তার মতি॥
খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লসিত হৈয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুরস্বরে—॥
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথমযৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানামসমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা—॥
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আরদিন রাত্রি হৈল, বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস* করিলা—॥
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লৈবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥

তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি'॥
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উসিমিসি করে।
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে—॥
কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
'আজি সমাপ্তি হইবে' হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্তরাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিলা।
আরদিন সন্ধ্যা হৈতে ঠাকুর-ঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি'॥
'নাম পূর্ণ হবে আজি' বোলে হরিদাস—।
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্রখানের কথা কৈল নিবেদনে—॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥
ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেইদিন আমি যাইতাও এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাঙ তোমা-নিস্তার লাগিয়া॥
বেশ্যা কহে—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ?॥
ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরিহরি'॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥

* 'কৃপাশ্বাস'।

মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেইঘরে।
রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥ *
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড়বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্ত॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্রখান অপরাধবীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুতকথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ!॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্রখান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুরসমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম-নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে,—অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক কহে—গোসাঞি! মোরে পাঠাইল খান
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান॥
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিল শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্টঅট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা—॥

সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে তার যোগ্য হয়॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥
ইহাঁ রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা, তাহাঁ মাটি খোদাইল॥
গোময়জলে লেপিল সব মন্দির অঙ্গন।
তভু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র—না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্যবধ করি মাংস সে-ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥
সেইঘরে তিনদিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আরদিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিনপর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যেই গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ ক্ষয় হয়॥
হরিদাসঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই—মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র—তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেইগ্রামে॥
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরামাচার্য্যগৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাসঠাকুরে যাই করে দরশন॥
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥
তাহাঁ যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া * ॥

* 'এত বলি' হইতে 'প্রকাশ' পর্য্যন্ত ৮ পংক্তি, কতিপয় প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিন্যস্ত হইয়াছে।—
"এত বলি নাম তারে উপদেশ কৈল।
মাথা মুণ্ড একবস্ত্রে সেস্থানে রহিল॥
রাত্রিদিবসে নাম তিনলক্ষ জপে।
তুলসীসেবন করে তুলসীসমীপে॥"

* অনিল পাঠিক দ্রঃ।

ঠাকুর দেখি দুইভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুইভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া দুইভাই মনে পাইল বড় সুখে॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥
কেহো বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে * প্রেম উপজায়ে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৫)—
অংহঃ সংহরদখিলং,
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধেঃ,
র্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥ ১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ!।
সভে কহে—তুমি কহ অর্থবিবরণ॥
হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-ত্রাস †।
উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।

তথাহি (ভাঃ—৬।২।৪৯)—
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১১

যেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১৩)—
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥১২

গোপালচক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥
গৌড়ে রহে, পাৎশাহা-আগে আরিন্দাগিরী করে
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশার ঠাঞি ভরে॥
পরমসুন্দর পণ্ডিত নূতনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই সরোষ বচন—।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!॥
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়?।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতিতুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪। ৩৬)—
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥১৩

বিপ্র কহে—নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি, এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সব সভার লোক করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাইপুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন—।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাহাঁ জান?।
হরিদাসঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান;
সর্ব্বনাশ হবে তোর—না হবে কল্যাণ॥
এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥

* 'নাম হৈতে কৃষ্ণকৃপা প্রেম'।
† 'নাশ'।

সভাসহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে—॥
তোমাসভার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবেক সে এইসব তত্ত্ব?॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সভার।
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজঘর আইলা।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈলা॥
তিনদিনভিতরে সেইবিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলিকাসম হাথপায়ের অঙ্গুলী।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাস প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
বিপ্রের কুষ্ঠ * শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা।
বলাইপুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা † করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥
হরিদাস কহে—গোসাঞি! করোঁ নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ ‡ কোন্ প্রয়োজন?॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীনসমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ ভয় লাজ?॥
অলৌকিক আচার তোমার; কহিতে বাসোঁ ভয়।
সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর ** রক্ষা হয়॥

আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
'তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণভোজন।'
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥
জগত-নিস্তার-লাগি করেন চিন্তন—।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইব মোচন?॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে—এই তাঁর মন॥
দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার॥
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল॥
দুয়ারে তুলসী লেপাপিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায়* অন্তর।
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিগ আমোদিত।
ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার॥
জোড়হাথে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুরবচন—॥
জগতের বন্ধ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে—এই সাধুস্বভাব হয়॥
এত বলি নানাভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥

---

* 'দুঃখ'। † 'টোটা'।
‡ 'অনুগ্রহ কর' বা 'প্রত্যহ আদর কর'।
** 'লোব'?।

* 'আনন্দ'।

নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া সদয়—॥
সংখ্যানামসঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মাঝে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তনসমাপ্তি নহে,* না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তনসমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিবু তোমার প্রীতি-আচরণ
এত বলি করেন তেঁহো নামসঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নামশ্রবণ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥
এইমত তিনদিন করে আগমন।
নানাভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥
কৃষ্ণনামাবিষ্টমন সদা † হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥
তৃতীয়দিবসের যদি শেষরাত্রি হৈল।
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল—॥
তিনদিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নামসমাপন॥
হরিদাসঠাকুর কহে—আমি কি করিব?।
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব?॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার—।
আমি মায়া, করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার॥
ব্রহ্মাদিজীবেরে আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন-কৃষ্ণনাম-শ্রবণে॥
চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর ‡ মোতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার॥

পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমাসঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে,—করে প্রেমদান *॥
কৃষ্ণনাম দেহ মোরে, কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ † ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী-আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস-আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা নাম বিনে প্রেম নাহি হয়॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
স্বরূপগোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাসমুখে যেসব শুনিল॥
সেইসব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপায় লেখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥
হরিদাসঠাকুরের কৈল মহিমা-কথন †।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমাকথনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ॥

---

* 'পূর্ণ নহে যাবৎ'।
† 'কৃষ্ণকৃপাবিষ্ট সদা রহে'।
‡ 'নিস্তারহ'।

* 'করে সদা প্রেমভক্তি দান'। † 'কারণ'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥
ঝারিখণ্ডের জলে * দুঃখ-উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা চলে খাজুয়া হৈতে ॥
নির্ব্বেদ হইল, পথে করেন বিচার—।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥
জগন্নাথ গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥
মন্দিরনিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হইবে অপরাধে ॥
তাতে এই দেহ যদি ভালস্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরমপুরুষার্থ।
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণবন্দন।
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিব এখন ॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা।
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥

হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা— ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু! পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আরে কণ্ডুরসা গায় ॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
সবভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সভার চরণবন্দনে ॥
সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে ॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহে—পরমমঙ্গল দেখিনু চরণে ॥
মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি কুশল পুছিল।
সভার কুশল সনাতন জানাইল ॥
প্রভু কহে—ইহাঁ রূপ ছিলা দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন-দশ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥
সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত—আমার কুলধর্ম্ম * ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥
সেই অনুপম ভাই বালককাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠসহোদর।
আমাদোঁহা সঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর ॥
আমাসভা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে— ॥
শুনহ বল্লভ! কৃষ্ণ পরমমধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমাদোঁহার সঙ্গে।
তিনভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥

* 'পাথে'।

* 'কর্ম্ম'।

এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমাদোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
'তোমাদোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব?।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥'
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ—।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ?॥
সবরাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমাদোঁহায় কৈল নিবেদন—॥
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মেজন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায়॥
তবে আমিদোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
'সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল॥
যে-বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহাঁ, খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোসাঞি কহেন—এইমত মুরারিগুপতে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তার এইমতে॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাসসনে॥
কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দদ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথমন্দিরে।
তাহা আসি * নিত্য বশ্য দেন দোঁহাকারে।

একদিন আসি প্রভু দোঁহারে * মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা—॥
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না † পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ॥
ভক্তিবিনু কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেমবিনু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

তথাহি (ভাঃ—১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতের কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৫২।৩৪)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৩॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৫)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥৪

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদিবিচার॥

* 'আনি'।

* 'হরিদাসে'। † 'যদি'।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীনপণ্ডিতধনীর বড় অভিমান॥

তথাহি (ভাঃ—৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-,
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-,
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥৫

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার—।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণবিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে—॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি, না হই স্বতন্ত্র *
নীচ পামর মুঞি অধমস্বভাব:
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ?
প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার কিবা না পার করিতে?॥
তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ-শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের † নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের-কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥
কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমসেবাপ্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজপ্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজবলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব?॥

তবে সনাতন কহে—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে?॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী—কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাও, তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহো নাহি জানে॥
হরিদাসে কহে প্রভু—শুন হরিদাস!।
পরের দ্রব্য ইহোঁ চাহেন করিতে বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহারে যেন না করে অন্যায়॥
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন্ কোন কার্য্য তুমি কর কোন্-দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
যে সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন—।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজধন'।
তোমাসম ভাগ্যবান্ নাহি অন্যজন॥
নিজদেহে যেই কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাবে তোমা সেহো মথুরাতে॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সে-ই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়।
ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র আচার-নির্ণয়।
তোমাদ্বারে করাইবেন—বুঝিল আশয়॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না আইল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল॥
সনাতন কহে—তোমাসম কেবা আন?।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥
অবতারকার্য্য প্রভুর—নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমাদ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন।
সভার আগে কর নামের মহিমাকথন॥
আপনে আচরে কেহো—না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো—না করে আচার॥

* মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠ,—'যেন কাষ্ঠযন্ত্র'।
† 'আর কৃষ্ণভক্তের'।

আচার-প্রচার নামের কর দুইকার্য্য ।
তুমি সর্ব্বগুরু সর্ব্বজগতের আর্য্য ॥
এইমত দুইজন নানাকথারঙ্গে ।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহে একসঙ্গে ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা রথযাত্রা-দরশন ॥
রথ-আগে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন ।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥
চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ ।
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর ।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত প্রভুর গণ ।
সভাসনে সনাতনের করাইল মিলন ॥
যথাযোগ্য করাইল সভার চরণবন্দন ।
তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন ॥
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হৈল সনাতন ॥
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব ভাজন ।
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশ গেলা ।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গে দেখিল ।
দিনেদিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥
পূর্ব্বে বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বরটোটা আইলা ।
ভক্ত-অনুরোধে তাহাঁই ভিক্ষা করিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা ।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢ়িল ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম ।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥
প্রভু বোলাঞাছে, এই আনন্দিতমনে ।
তপ্তবালুতে পা পোড়ে—তাহা না জানে ॥
দুইপায়ে ফোস্কা হৈল, গেলা প্রভুস্থানে ।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করি আছে বিশ্রামে ॥
ভিক্ষা-অবশেষপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা ।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥

প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলে সনাতন ! ।
তেঁহো কহে—সমুদ্রপথে করিলাগমন ॥
প্রভু কহে—তপ্ত বালুতে কেমতে আইলা ? ॥
সিংহদ্বারের পথ শীতল—কেনে না আইলা ? ।
তপ্তবালুতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ ।
চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন ? ॥
সনাতন কহে—দুঃখ বহু না পাইল ।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল ॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার ।
বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবকপ্রচার ॥
সেবকসব গতাগতি করে অবসরে ।
কারোসহ স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা ।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন ।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদারক্ষণ ।
মর্য্যাদাপালন হয়—সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস ।
ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈলে মোর মন ।
তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোনজন ? ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল ।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
বারবার নিষেধে'—তভু করে আলিঙ্গন ।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা ।
আরদিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥
দুইজনে বসি কৃষ্ণকথাগোষ্ঠী কৈলা ।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা— ॥
ইহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে ।
যেবা মনে বস্তু, প্রভু না দিল করিতে ॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে ।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥
অপরাধ হয় মোর—নাহিক নিস্তার ।
জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ॥
হিত লাগি আইলাঙ, হৈল বিপরীতে ॥
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে ॥

পণ্ডিত কহে—তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥
(প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥
যে-কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥)*
সনাতন কহে—ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ॥
এত বলি দোঁহে নিজকার্য্যে উঠি গেলা।
আরদিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
হরিদাস কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
দূরে-হৈতে দণ্ডপ্রণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেইঠাঞি গেলা॥
সনাতন পাছে ভাগে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুইজন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে—॥
হিত লাগি আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবা যোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে, মোর অপরাধ হয়॥
তাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরক্ত-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তভু স্পর্শ মোরে বলে।
বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ—রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে॥
জগদানন্দপণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে—॥

কালিকার বড়ুয়া জগা, ঐছে গর্ব্ব হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল? ॥
ব্যবহার-পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমাকেও উপদেশে'— না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকে উপদেশে' বালকা, করে ঐছে কার্য্য?
শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল—।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধাধারে।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দাসারে॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান॥
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বোলেন বচন—॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা-হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে ত প্রবীণ।
কাঁহা জগাই কালিকার বটুয়া নবীন॥
আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কতঠাঞি বুঝাইয়াছ ব্যবহার-ভক্তি॥
তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন॥
বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ॥
যদ্যপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতের স্বভাবে কাহাতে * কোনো-ভাবোদয়॥
তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসের জ্ঞান।
তোমার দেহে আমাকে লাগে অমৃতসমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে † ॥

* বন্ধনীমধ্যস্থিত পংক্তি হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

* 'প্রীতস্বভাবে করায় ভাতি'।

† 'আমাতে'।

তথাহি (ভাঃ—১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৬ ॥

দ্বৈত ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এইসব ভ্রম ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৫।১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৭ ॥

তথাহি তত্রৈব (৬।৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

আমি ত সন্ন্যাসী—আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম ॥
এইলাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজধর্ম্ম যায় ॥
হরিদাস কহে—প্রভু ! যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্যপ্রতারণা নাহি মানি আমি ॥
আমাসভা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ করিতে প্রচার ॥
প্রভু হাসি কহে—শুন হরিদাস সনাতন !।
তত্ত্ব কহি তোমাবিষয় যৈছে মোর মন ॥
তোমাকে 'লাল্য' মানি, আপনাকে 'লালক'-অভিমান
লালকের লাল্য নহে দোষপরিজ্ঞান ॥
(আপনাকে হয় মোর অমান্যসমান।
তোমাসভাকে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥) *
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায় ॥
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥
হরিদাস কহে—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ অঙ্গে † কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ? ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৯ ॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে।
কৃষ্ঠাঞি অপরাধদণ্ড পাইতাঙ তবে ॥
পারিষদদেহ এই—না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথমদিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ ॥
বস্তুত প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥
প্রভু কহে—সনাতন ! না মানিহ দুঃখ।
তোমা-আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥
এ-বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমাসনে।
বৎসর বহি তোমা পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥
এত বলি পুন তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন—এই ভঙ্গী যে তোমার ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময় ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাসসনে ॥

---

* বন্ধনীমধ্যগত দুই পংক্তি হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

† 'কুষ্ঠী ভাতে'।

দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা ॥
যেকালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুইজনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে ॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাহাঁ যেই লীলা।
বলভদ্রভট্টাচার্য্যস্থানে সব লিখি নিলা ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণে সভারে মিলিয়া।
সেইপথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া ॥
যে-যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে-যে-স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে রূপগোসাঞি আসি তাহারে মিলিলা ॥
একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নিবারণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥
দুইভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা ॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা-হৈতে ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশমটিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা-হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন ?।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন ॥
রূপগোসাঞি কৈল রসামৃত গ্রন্থসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ কৈল আর।
কৃষ্ণরাধালীলারসের যাহাঁ পাইয়ে পার ॥
বিদগ্ধললিতমাধব—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল ॥

দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
যেইসব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল ॥
তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—জীবগোসাঞি নাম ॥
সর্ব্ব ত্যাগি তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভাগবতসন্দর্ভ-নাম কৈল গ্রন্থসার ॥
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার * ॥
গোপালচম্পু-নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেমরসলীলাসার দেখাইল ॥
(ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারিলক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥) †
জীবগোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপসনাতনসম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন।
আজ্ঞা দিলা—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে ॥
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞার ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা।
এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস ॥
ইঁহাসভার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস ॥
এই ত কহিল পুন সনাতনসঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥
চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ডসম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃসনাতনসঙ্গমো নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥

* "সিদ্ধান্ত-অর্থের যাহাঁ।"

† বন্ধনীমধ্যগত দুইপংক্তি হস্তলিখিত পুথিতে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ১॥

জয়জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥
একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে—॥
মহাপ্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্লভচরণ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথা-রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান্॥

তথাহি (ভাঃ—১৷২৷৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ২

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দস্থানে।
রামানন্দসেবক তাঁরে বসাইল আসনে॥
দর্শন না পায় মিশ্র সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল—॥
দুই দেবকন্যা* হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী॥
তাহা-দোঁহা লঞা রায় নিভৃত-উদ্যানে।
নিজনাটকের গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তনে †॥
তুমি ইহাঁ বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন॥
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহাঁ রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেইদুইজনা লঞা॥
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন।
তভু নির্ব্বিকার রায়রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠপাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক-দাসীভাব করে আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেমসীমা॥
তবে সেইদুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাবপ্রকটন লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেইদুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তার মন?॥
মিশ্রের আগমন সেবক রায়েরে কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রে নমস্কার করি সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনত হইয়া—॥
বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহো না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহাঁ করোঁ তোমার কিঙ্কর॥
মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা-দরশনে॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর আইলা॥
আরদিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়স্থানে?॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা—॥
আমি ত সন্ন্যাসী; আপনা 'বিরক্ত' করি মানি
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥

* 'দেবদাসী'। † 'শিক্ষায় নর্ত্তনে'

তবহিঁ বিকার পায় আমার তনু মন ।
প্রকৃতি*-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ? ॥
রামানন্দরায়ের কথা শুন সর্ব্বজন ! ।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্যকথন ॥
একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী ।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ ।
গুহ্য-অঙ্গের হয় তাহাঁ † দর্শন-স্পর্শন ॥
তভু নির্ব্বিকার রায়রামানন্দের মন ।
নানাভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠপাষাণসম ।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান ।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস ।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয় ।
তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদাই ॥

তথাহি (ভাঃ—১০ । ৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩ ॥

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী ।
সেইভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব, কহনে না যায় ।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥

রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন ।
সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা ।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাহ তথা ॥
মোর নাম লইহ—তেঁহো পাঠাইল মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে ।
এত শুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে ॥
রায়পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল ।
আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া আগমন হৈল ? ॥
মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥
শুনি রামানন্দরায় হৈলা প্রেমাবেশে ।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে— ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ।
ইহা বহি মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ? ॥
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা ।
"কি কথা শুনিতে চাহ ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥
তেঁহো কহে—যে কহিলে বিদ্যানগরে ।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥
আনের কি কথা, তুমি প্রভুর উপদেষ্টা ।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা ॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি ।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপুনি ॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ।
কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু উথলিলা ॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥
বক্তা-শ্রোতা কহি-শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে ।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিব দিনশেষে ॥
সেবকে কহিল—দিন হৈল অবসান ।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম ॥
বহুত সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা ।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥
ঘরে আসি মিশ্র কৈল স্নানভোজন ।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিতমন ।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ ? ॥

* 'মায়া' ।　　+ 'তার' ।
† 'সেই উপযুক্ত ভক্ত রামানন্দ রায়' বা
'শ্যামীতার বিনু তার নাহিক উপায়'

মিশ্র কহে—প্রভু! মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দরায়কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহেন রায়,—কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে—।
'কৃষ্ণকথাবক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার?॥'
যেসব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মেজন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি॥
প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
রামানন্দরায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥
গৃহস্থ হঞা রায় নহে ষড়্বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে'॥
এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাহাঁ শ্রবণ করিতে॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে।
নানাভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজলাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ!।
ঐশ্বর্য্যস্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসিপণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনে প্রদ্যুম্নমিশ্রসহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাসদ্বারায় নামমাহাত্ম্যপ্রকাশ।
সনাতনদ্বারায় ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস॥
শ্রীরূপদ্বারায় ব্রজের প্রেমরসলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা?॥
চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত কর নিত্য পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥
বঙ্গদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি, লৈয়া আইল প্রভুকে শুনাইতে॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥
সভেই প্রশংসে—নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সভার হৈল মন॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপঠাঞি উত্তরে যদি, লঞা * তার মন।
তবে মহাপ্রভুস্থানে করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে †॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন—।
একবিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পিছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে॥
স্বরূপ কহে—তুমি গোয়াল পরম-উদার।
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে ‡ হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস-রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥

* 'লয়'। † 'আপনে'।
‡ 'করে কাব্য'।

গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়কাব্য শুনিতে হয় সুখ ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে যার মুখবন্ধ ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে—তুমি শুন একবার
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিব বিচার ॥
দুইচারিদিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে মন হৈল ॥
সভা লৈয়া স্বরূপগোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দীশ্লোক পঢ়িলা ॥

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য—
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং * যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোকে তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥
কবি কহে—জগন্নাথ সুন্দরশরীর।
চৈতন্যগোসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর ॥
সহজে জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥
শুনিয়া সভার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন—॥
আরে মূর্খ! আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোমার নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ—জগন্নাথরায়।
তাঁরে কৈলে—জড় নশ্বর প্রাকৃতকায় ॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ংভগবান্।
তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গসমান ॥
দুইঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার এই রীতি ॥
আর এক করিয়াছ † পরম প্রমাদ।
দেহদেহিভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহিভেদ।
স্বরূপ-দেহ 'চিদানন্দ'—নাহিক বিভেদ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে—
দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫
শ্রীভাগবতে চ (৩।৯।৩,৪)—
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-,
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬ ॥

কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ—মায়েশ্বর।
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব দুঃখী—মায়ার কিঙ্কর ॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে—
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৭

শুনি সভাসদের চিত্তে হৈল চমৎকার।
সত্য কহেন গোসাঞি—দুঁহার করিয়াছে তিরস্কার।
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংসমধ্যে বক যৈছে কিছু নাহি কয় ॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরমসদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়—॥
যাহ, ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের কর নিত্য সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ ॥
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইব সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থ দোঁহায় লাগে দোষ ॥
তুমি যৈছে-তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥
যৈছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৫।৫)—
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ৮

---

* 'রুচিরদেহাত্মতাং'।
† হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ—'করিয়াছে'।

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল, নাহিক সম্ভাল॥
ইন্দ্র বোলে—মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥
'বাচাল' কহিয়ে—বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ'—তথাপি শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র—'স্তব্ধ'-শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি—সে 'অজ্ঞ' হয়॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য-অভিমানী'॥
জরাসন্ধ কহে—কৃষ্ণ 'পুরুষ-অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু—'যাহি বন্ধুহন'॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল অধম।
সেই 'পুরুষাধম' এই সরস্বতীর মন॥
বান্ধে সভারে তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন'-শব্দে কয়॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেইবাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে—॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুই-রূপ হঞা॥
সংসারতারণহেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারিলোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায়ে সংসার।
সবদেশের সবলোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশেদেশে যাঞা।
সবলোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥
তবে সেই কবি সভার চরণে পড়িয়া।
সভার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লৈয়া॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণকৃপা কে কহিতে পারে?॥
এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্রবিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা॥
প্রস্তাব পাঞা কহিল কবির নাটকবিবরণ।
অজ্ঞ হৈয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
একলীলাপ্রবাহে বহে শতশত ধার॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেইজন শুনে।
গৌরলীলা-ভক্তি-ভক্ত-রসতত্ত্ব জানে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-,
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানারঙ্গে॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখভয়ে॥
উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥

তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজন।
কৃষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বন॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ॥
এইদুইজনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' করি যাঁরে লোকে গায়॥
এইমত বিরহে * গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ! রঘুনাথ-মিলন॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিক্ষাইলা॥
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতা-পিতার আনন্দিত মন॥
'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা' বার্ত্তা যবে পাইল।
প্রভুপাশে চলিবারে উদ্যোগ করিল॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥
বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশলক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্যমজুমদার পালাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা—।
বাপ-জ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে † না পারে মারিতে॥
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধি ‡—অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে, মারিতে সভয় অন্তর॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া বোলে সেই-ম্লেচ্ছ-পায়—॥

আমার পিতা-জ্যেঠা হয় তোমার দুইভাই।
ভাই-ভাই কলহ করহ সর্ব্বথাই॥
কভু কলহ কভু প্রীত, ইহার নিশ্চয় নাঞি। *
কালি পুন তিনভাই হবে একঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর-প্রায়॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে, কান্দিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ কহে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র॥
উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীত করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল—॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি—অষ্টলক্ষ খায়।
আমিহো ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেই ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছসহিত অম্বরস † সব শান্ত হৈল॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয়বৎসরে পালাইতে মন কৈল॥
রাত্র্যে উঠি একলা চলিল পালাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥
এইমত বারবার পালায়, ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে—॥
পুত্র বাতুল হৈল ইহায় রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া—॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?॥

* 'বিহরে'।
† 'তার' বা 'তবে'।
‡ মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠ—'বুদ্ধো'।

* 'ভাই ভাই হয় কলহ, আছহ সর্ব্বঠাঞি॥
'কৌতুক কলহ প্রীত নিশ্চয় কিছু নাঞি।'
† 'ম্লস কৈল' বা 'প্রীত কৈল'।

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দগোসাঞির পাশ চলিলা আরদিনে
পানীহাটিগ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটিসূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথোদূরে।
সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে॥
শুনি প্রভু কহে—চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন॥
প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়—॥
নিকটে না আইস মোর ভাগ * দূরেদূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ † মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে॥
সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোকসব গ্রাম হৈতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু-আগে চৌদিগে ধরিলা॥
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্যগণন॥
আর-আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত-দুই-চারি ‡ হোলনা তাহাঁ আনাইল॥
বড়-বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে।
এক বিপ্র প্রভু-লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥
একঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধে ত সানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥

ধুতি পরি প্রভু যদি পিঁড়িতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগে ত ধরিলা॥
চৌতরা-উপরে যত প্রভুর নিজ-গণ।
বড়বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন॥
রামদাসঠাকুর সুন্দরানন্দ দাস-গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বরদাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণদত্ত-আদি যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন?॥
শুনি পণ্ডিত ভটাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সভার উপরে বসাইলা॥
দুই-দুই মৃৎকুণ্ডিকা সভার আগে দিল।
একে দুগ্ধচিড়া, আরে দধিচিড়া কৈল॥
আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে, নাহিক গণনে॥
একেকজনেরে দুই-দুই হোলনা দিল।
দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া দুইতে ভিজাইল॥
কোনকোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কথোজন।
জলে নাম্বি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ॥
কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে।
বিশজনা তিন-ঠাঁই পরিবেশন করে॥
হেনকালে আইলা তাহাঁ রাঘবপণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥
নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল॥
প্রভুরে কহে—"তোমা-লাগি বহুভোগ লাগাইল
ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥
প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভোজন॥
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজনরঙ্গে॥
রাঘবেরে বসাই দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ-চিড়া তাতে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥

---

* 'আইসে মোর ভাজে'।
† 'ভালমতে খাওয়াও'।
‡ 'সহস্র সহস্র'।

মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেকগ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়াহাসিয়া॥
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণবসকলে॥
কি করিয়া বেড়ায়, ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া-চিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই-ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কতকত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥ *
আজ্ঞা দিল—'হরি' বলি করহ ভোজন।
'হরি-হরি'-ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
'হরিহরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সভার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দপ্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব † কৃপা জানিবে কোন্ জন?।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনাপুলিন' জ্ঞান কৈলা॥
'মহোৎসব' শুনি পসারি গ্রাম-গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য-লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য-লঞা তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যতযতজন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারিকুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল॥

আর তিনকুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাসগ্রাস করি বিপ্র সবভক্তে দিল॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিঞা প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল॥
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া-হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিলা।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিলা॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ-সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়াদধিমহোৎসব' খ্যাতি হৈল যার॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হৈল।
রাঘবমন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দরায়।
শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে?।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥
দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ—অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু-লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যেমধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥

---

* 'মহাপ্রভুর মনে বড় উল্লাস হইলা।
দেখি নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥'
† 'প্রভুর'।

দুইভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি সব খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী ॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে ॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুইভাই তাহা খাঞা * সন্তোষ অপার ॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে—পাছে ইহঁ করিবে ভোজন ॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন † ॥
ভোজন করি দুইভাই কৈল আচমন ‡।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন ॥
বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণবন্দন।
ভক্তগণে বিড়া দিলা মাল্য-চন্দন ॥
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুইভায়ের অবশিষ্টপাত্র দিল তারে ॥
কহিল—চৈতন্যগোসাঞি করিয়াছেন ভোজন
তার শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, ** স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥
প্রাতে নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজ-গণ লঞা ॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণবন্দন।
রাঘবপণ্ডিতদ্বারে কৈল নিবেদন— ॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে—পাঙ চৈতন্যচরণ ॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয় ॥
যতবার পালাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা-মাতা দুইজনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥

তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহো পায় ॥
অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হঞা সদয় ॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সবভক্তগণে—।
ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ॥
চৈতন্যকৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সভে আশীষ দেহ—পায় চৈতন্যচরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেইজন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ২ ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইল।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা— ॥
তুমি যে করাইলে এই পুলিনভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ-চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণে ॥
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তা-সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥
প্রভুর আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘবসহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥
যুক্তি করি শতমুদ্রা সোণা তোলা-সাত।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাথ ॥
তারে নিষেধিল—প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজঘর যাবে যবে, তবে নিবেদিবা ॥
তবে রাঘবপণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুরদর্শন করাইয়া মাল্য-চন্দন দিলা ॥

---

* 'পাঞা হৈল'।
† 'উঠে করিয়া ভোজন'।
‡ 'আচমন করি দুইভাই বসিলা আসন'।
** 'প্রকট' বা 'প্রকাশ'

অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুন রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে— ॥
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন *।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ ॥
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ ছয় †।
মুদ্রা দেহ বিচারি যার যত যোগ্য হয় ॥
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যার নামে যত, রাঘব চিঠ্যা লেখাইলা ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপায় আপনাকে 'কৃতার্থ' মানিলা ॥
সেইহৈতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাঞা করেন শয়ন ॥
তাহাঁ জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পালাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥
হেনকালে গৌড়ের সব গৌরভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥
তাঁ-সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥
এইমত চিন্তিতেই দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করি আছে শয়নে ॥
দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ ‡।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে ** করিল প্রবেশ ॥
বাসুদেবদত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন ॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে—॥
রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে; আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব * শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে।
কহিতে-শুনিতে দোঁহে চলে সেইপথে ॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—।
আমি সেইবিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমাস্থানে ॥
তুমি সুখে ঘর যাহ, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়— ॥
'সেবক রক্ষক আর কেহো নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে ॥'
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিল গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥
গ্রামেগ্রামে পথ ছাড়ি যায়ে বনেবনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে ॥
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥
তেঁহো কহে—আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥
তাঁর পিতা কহে—গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন ॥
সেইসঙ্গে রঘুনাথ গেলা পালাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া † ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া—।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে ‡ বাহুড়িয়া ॥
ঝাঁকরা-পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে—তেঁহো ইহাঁ না আইল ॥

---

* 'মহান্ত আর ভৃত্যগণ'।
† মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠ—'দিয়'।
‡ 'আছে রাত্রি হৈল শেষ'।
** তাহাঁ'।

* 'সেবক'।
† 'বান্ধিয়া'।
‡ 'পাঠাই'।

বাহুড়িয়া সেই দশজন আইলা ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর॥
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ॥
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি, সমস্তদিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণপ্রাপ্ত্যে মন॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজপ্রাণ॥
বারোদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিনমাত্র করিলা ভোজন॥
স্বরূপাদিসহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ॥
প্রভু কহে—'আইস', তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি কভু কৃপায় তারে কৈল আলিঙ্গন॥
স্বরূপাদি সবভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সভে আলিঙ্গন কৈল॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥
রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাঢ়িল আমা, এই আমি মানি॥
প্রভু কহেন—তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তিসম্বন্ধে হাম 'আজা' করি মানে॥
চক্রবর্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস॥
ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য, করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হঞা—॥
এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় আমার স্থানে *।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি-হৈতে ইহার নামে॥
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল॥
স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি—॥
পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কথোদিন কর ইহাঁর ভাল সন্তর্পণ॥
রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথদাস সবভক্তেরে মিলিলা॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ॥
বিস্মিত হঞা করে তার ভাগ্যপ্রশংসন॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুন গোবিন্দপাশ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল॥
এইমত রহে তেঁহো স্বরূপচরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে॥
আরদিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক, যত † বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেরে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নামসঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন॥
কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহো রাত্র্যে-ভিক্ষা-লাগি সিংহদ্বারে রয়॥

---

† 'আর'

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্ ॥
গোবিন্দ প্রভুকে কহে—রঘুনাথ প্রসাদ না লয়
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায় ॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—।
ভাল কৈল *, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥
বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কা [illegible] নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদরভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
আরদিন রঘুনাথ স্বরূপচরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে— ॥
কি-লাগি ছাড়াইলে ঘর, না জানো উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু! কর উপদেশ ॥
প্রভু-আগে কথা-মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আরদিনে—।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে— ॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানো উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশ ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥

* 'হৈল'।

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (২০)—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তারে কৃপা-আলিঙ্গন ॥
পুন সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সভায় করিল মিলন * ॥
সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সভা লঞা কৈল প্রভু বন্যভোজন ॥
রথযাত্রায় সভা লঞা করিল নর্ত্তন †।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥
রঘুনাথদাস যবে সভারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তারে বহু কৃপা কৈলা ॥
শিবানন্দসেন তারে কহে বিবরণ—।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন ॥
তোমাকে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাঁকরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥
সেই মনুষ্য শিবানন্দসেনেরে পুছিলা— ॥
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা ?॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ।
তার পরিচয় নীলাচলে আছে তোমার সাথ ? ॥
শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ? ॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥
রাত্রিদিন করে তেঁহো নামসঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥
পরম বৈরাগ্য,—নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে-তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥

* 'কৈল নিমন্ত্রণ'।
† 'কীর্ত্তন'।

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে ঠাড়া হয় আহার-লাগিয়া॥
কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধনস্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথবিবরণে॥
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥
চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে—তুমিসব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা।
এবে ঘর যাহ, যবে আমিসব চলিব॥
তবে তোমাসভাকারে সঙ্গে লঞা যাব॥
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।১০)—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-,
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃপ্রাণাধিকো মাদৃশাম্
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো,
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলেতিষ্ঠতাম্
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং,
তৎপ্রেমশাখা ফলবানতুলাম্* ॥ ৯ ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥
রঘুনাথদাস অঙ্গীকার না করিলা।
দ্রব্য লঞা তিন † জন তাহাঁই রহিলা॥

তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ-দুই কৈল।
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল॥
মাস-দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন— ॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল?।
স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল॥
'বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন॥'
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল— ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতাভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়িদিল॥

কথোদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে—।
রঘু ভিক্ষা-লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে?॥
স্বরূপ কহে—সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা॥
প্রভু কহে—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার॥

তথাহি কিমর্থম্ ?—

অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তম্, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতীত্যাদি॥

* 'সৌখ্যং ফলগুচ্ছিজ্জ তে' বা 'সৌখ্যং সুখমুচ্ছিজ্জ তে'।
† 'দুই'।

ছত্রে যাই যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল॥
শঙ্করারণ্য * সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তাঁহা হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুইবস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধনের শিলা কভু † হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাশায় ঘ্রাণ লয়, কভু লয় শিরে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণকলেবর'॥
এইমত তিনবৎসর শিলামালা ‡ ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলামালা রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে—এই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুইদিগে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়ি একখানি।
স্বরূপগোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥
'প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা'।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জলতুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
যোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥
এইমত কথোদিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিল বচন—॥

অষ্টকৌড়ির খাজাসন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥
শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥
অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়েসাতপ্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহারনিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে *
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুতকথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে † প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা-লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদবচন॥

তথাহি (ভাঃ—৭।১৫।৩২)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥

প্রসাদভাত পসারির যত না বিকায়।
দুই-তিন-দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাবী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া ফেলে ‡ দিয়া বহু পানী।
ভিতরের দঢ় যেই মাজিভাত পায়।
লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥

* 'শঙ্করানন্দ'। † 'প্রভু'।
‡ 'শিলা হৃদয়ে'।

* সাড়েসাতপ্রহর শ্রবণ-কীর্ত্তন-পূজায় যায়।
যে অর্দ্ধপ্রহর রহে, সেহো বাহ্যবৃত্তি নয়।'
† 'সেই মহা'।
‡ 'ধুঞা ফেলে থিয়ে' বা 'ধুঞা ফেলে ঘরে'।

স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতিনিতি।
আমাসভায় নাহি দেও, কি তোমার প্রকৃতি ?॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আরদিন প্রভু আসি তাঁহা কহিতে লাগিলা—॥
কাঁহা বস্তু খাও সভে, আমায় না দেও কেনে ?
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাথে ত ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা॥
প্রভু কহে—নিতিনিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥
এইমত রঘুনাথে বারবার কৃপা* করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি স্তবমালায়াং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘু-
নাথদাসমিলনং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো
ভবেৎ॥ ১ ॥†

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

আরবৎসর যদি গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সভারে মিলিলা॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা—॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে॥
তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি, ইথে নাহি আন॥ *
তোমারে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হও, ইথে কি বিচিত্র॥

তথাহি (ভাঃ—১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎপুংসাং সদ্যঃশুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ২ ॥

কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, † এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে।
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রে প্রমাণে॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,
পরাবস্থায়াম্ (২)—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা, লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥৩॥

মহাপ্রভু কহে—শুন ভট্ট মহামতি!
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥

---

* 'মহাপ্রভু নানা লীলা'।
† 'শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ॥"

* 'তোমার দর্শন পায় যেই, সেই ভাগ্যবান্।
'গীতা-ভাগবতে দেখি'।

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে * নাহি যাঁর সমান।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ? ॥
নিত্যানন্দ-অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥
ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥
তেঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিযোগ † সার ॥
রামানন্দরায় মহাভাগবতপ্রধান ‡।
তেঁহো জানাইল—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান ॥ **
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার †† ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত, কেবলাভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪ ॥

'আত্মভূত'-শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫ ॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন ॥

'মোর সখা মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবলাভাব প্রধান ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ৮॥

এসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ ॥
দামোদরস্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান ॥ *
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—এই তার চিহ্ন।

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৯।

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে—এই তার চিহ্ন ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-,
নতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

* 'কৃষ্ণপ্রেমভক্তি' বা 'কৃষ্ণপ্রেমভক্ত'।
† 'মাত্র'।
‡ 'কৃষ্ণরসের নিধান'।
** 'রামানন্দরায় জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
তাতে প্রেম নাম ভক্তি সব হৈল জ্ঞান ॥'
†† 'পরম মধুর সেই কান্তাশ্রয় যার'।

* 'যার প্রসাদে জানিল ব্রজের রস মূর্ত্তিমান্।
তাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান ॥'

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ,
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১০ ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২ ২২)

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১১ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলাভাব পরমপ্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধবসমান ॥
তেঁহো যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৪৭.৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥১২।

হরিদাসঠাকুর মহাভাগবতপ্রধান।
দিনপ্রতি লয় তেঁহো তিনলক্ষ নাম ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইঁহাসভার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥
'আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥'
ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হৈল সেই খর্ব্ব ॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সভার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ-সভারে দেখিবার ॥

ভট্ট কহে—এসব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ?।
প্রভু কহে—ইহাঁই সভার পাইবে দর্শনে ॥ *
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন—।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
আরদিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা।
সভাসনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সভার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল ॥
পরমানন্দপুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিগে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই † পার্শ্বে দুইজন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারিসারি ॥
প্রভুর ‡ ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সভার পদে কৈল নমস্কার ॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥
মহাপ্রসাদ বল্লভভট্ট বহু আনাইল।
প্রভুসহ ** সন্ন্যাসিগণে আপনি পরিশিল ॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বোলে 'হরিহরি'।
হরিহরিধ্বনি উঠে সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সভার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥
রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥

* এইস্থানে মুদ্রিত গ্রন্থের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ—
"কোন্ প্রকারে পাই ইঁহাসভার দর্শনে ॥
প্রভু কহে—কেহো ইহা কেহো গঙ্গাতীরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥
ইহাঁই রহেন সভে বাসা নানাস্থানে।
ইহাঁই পাইবে তুমি সভার দর্শনে ॥"
† 'বাম'।
‡ 'গৌড়ের'।
** 'পাশে'।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত-গদাধর॥
সাতজন সাতঠাঞি করেন নর্ত্তন।
'হরি বোল' বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥
তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ'—ভট্টের হইল নিশ্চয়॥
এইমত রথযাত্রা সকল দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥
যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে—॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনে মহাপ্রভু! যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
'কৃষ্ণনাম' বসি * মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥
ভট্ট কহে—কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ শ্রবণে॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি॥

তথাহি নামকৌমুদ্যাম্—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ ১৩।

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
'ফল্গু-বল্গন'-প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।'
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥

* 'রস'।

তবে ভট্ট যাই পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঁই।
নানামত প্রীতি করি করে আয়া* যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইলা ভট্ট, হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থান॥
দৈন্য করি কহে—লৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
'কি করিব' একো করিতে না পারে নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত না করিল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
'এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ! লইলুঁ শরণ॥'
অন্তর্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে করে প্রণয় † রোষ॥
তথাপি বল্লভভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে॥
যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্তস্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে-যবে যায়।
রাজহংসমধ্যে যেন রহে বকপ্রায়॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে—।
জীব-প্রকৃতি 'পতি' করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা যেই—পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয়?॥
আচার্য্য কহে—আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছ, ইঁহো করিবেন ইহার সমাধান ‡॥
শুনি প্রভু কহে—তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামি-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম্ম॥

* 'করে তাঁর ঠাঞি' বা 'করি করে আসি'।
† 'প্রায়'।
‡ 'কহিবেন প্রমাণ'।

পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণকৃপায় * প্রেম উপজায়॥
শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন—॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন যদি উপরি পড়ে আমার বাত॥
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়?॥
আরদিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি—॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে, যাহাঁ যেই পড়ে আনি †।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত-লাগি গৌর-অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে যাহার॥
নানা অবজ্ঞানে ভটে শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে 'অহিত' করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়ানে॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা—।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥
স্বগণসহিত মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন?॥
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব শূন্য হউক ইঁহার চিত
ঈশ্বরস্বভাব এই—করে সভাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে আমার করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইঁহো, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপর কৈল যেন ইন্দ্র মহা মূর্খ॥

এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে—॥
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত* কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥
তুমি ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ, হিতস্থানে মানি 'অপমান'।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈলুঁ, ক্ষম,—লইলুঁ শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাহাঁ, তাহাঁ নাহি গর্ব্বপর্ব্বত॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
'শ্রীধরস্বামী নাহি মানি' এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামিপ্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত † লিখন সেই, লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবতব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভট্ট কহে—যদি মোরে হইলে প্রসন্ন।
একদিন পুন মোর মান নিমন্ত্রণ॥
প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তাঁরে সুখ দিতে॥
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন॥
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা॥
জগদানন্দপণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামাপ্রায় প্রেমের‌বাম্যস্বভাব॥

---

* 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে'।
† 'যাঁহা যেই পড়ে জানি'। † 'মোর'।

* 'অজ্ঞোচিত যেন'।
† 'অব্যবস্থ'।

বারবার প্রণয়কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি * চলে দুইজনে॥
গদাধরপণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণস্বভাব॥
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপালমন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সঙ্গে তার মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু 'গৌরচন্দ্র'।
তাঁর আজ্ঞা বিনু আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥
এইমত ভট্টের কথো দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন—
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ॥
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন?।
ভীতপ্রায় হঞা কাহেঁ করিলে সহন?॥
পণ্ডিত কহে—প্রভু স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব, ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন, সে-ই সহি নিজশিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সভা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন—॥

আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধরপ্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি যাঁরে লোকে গায়॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শতশত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেইদ্বারায় আরসবলোকে শিক্ষাইল॥
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সে-ই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি?।
সে-ই বুঝে, গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহাঁ ভিক্ষা কৈল লঞা নিজ-গণ॥
তাহাঁই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিতঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সর্ব্ব সিদ্ধ কৈলা॥
এই ত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট-মিলনং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার*।
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে † চরণ যাহার॥

* 'খটপুটি'।

* 'পারাবার'। † 'সেবে'।

জয়জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যেঁহো দিয়া প্রেমফান্দ ॥
জয়জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥
জয়জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্তসঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরীগোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী আসি প্রভুরে মিলিলা ॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় * আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥
তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণ।
জগদানন্দপণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো নিন্দাকে † লাগিয়া ॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী—জগদানন্দ! শুন ॥ ‡
অবশেষপ্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে খাওয়াইতে বসাইল।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃপুন খাওয়াইলা।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা— ॥
শুনি চৈতন্য-গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হৈয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাষ ॥
এই ত স্বভাব তাঁর—আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহু খাওয়াইয়া ॥
পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইলুঁ' বলি করেন ক্রন্দন ॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥

'তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ * স্মরণ।
চিদ্ব্রহ্ম হঞা কেনে করহ ক্রন্দন ?॥'
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসন করিল ॥
'কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি—না পাইলুঁ মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি † তুঞি, যাও যথিতথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥'
কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে' এই ছার মূর্খে ॥
এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥
ঈশ্বরপুরীগোসাঞি করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি-মার্জ্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল—'কৃষ্ণে তোমার হউক্ প্রেমধন' ॥
সেই-হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈলা সর্ব্বনিন্দাকর ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এইদুইদ্বারে শিক্ষাইল জগজ্জন ॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো কৈল অন্তর্ধান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥

* 'প্রেম'। † 'নিন্দায়'।
‡ 'শুন পণ্ডিত জগদানন্দ'।

* 'ব্রহ্মানন্দ কেনে না কর'।
† 'দুঃখ না দিস্'।

প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব, কভু রহে কোনস্থলে॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতিউতি হয়।
কেহো যদি মূল্য আনে, চারিপণ নির্ণয়॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
'সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ?॥'
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোকস্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম-সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরী(বাক্যম্)—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ ৩॥

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচন—॥
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের * একচৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥

ইহা বহি আর অধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সভার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥
রামচন্দ্রপুরীকে সভাই করে তিরস্কার—।
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সভার॥
সেইদিনে এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
একচৌঠী ভাত, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এতন্মাত্র গোবিন্দ সবে কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন—।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদরভরণ॥
এইমত মহাদুঃখে দিনকথো গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল॥
প্রণাম করি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন—॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে-তৈছে করে মাত্র উদরভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্দ্ধাশন।
এহো শুষ্কবৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৬,১৭)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৪॥

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ, এই ভাগ্য আমার॥
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
'ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে' পুরীগোসাঞি শুনিলা।
আরদিন ভক্তগণসহে পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি—॥

* 'ভাতের'।

রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুকস্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়, কিবা হৈবে লাভ ?॥
পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করাইয়া * ।
যেই খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুন তারে করেন নিন্দন— ।
এত অন্ন খাও, তোমার † কত আছে ধন ?॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিলু—তোমায় নাহি কিছু ভাস॥ ‡
কে কৈছে ব্যবহার করে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৫

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥

তথাহি পাণিনিসূত্রম্—
পূর্ব্বপরয়োর্ম্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্॥ ৬॥

যাহাঁ গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥
ইহাঁর স্বভাব ইহাঁ কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পায়॥
ইহাঁর বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর ?।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর॥
প্রভু কহে—সভে কেনে পুরীগোসাঞিরে কর রোষ ?।
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ ?॥
যতি হঞা জিহ্বালম্পট—অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥
তবে সভে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সভার আগ্রহে প্রভু অন্ন অর্দ্ধেক রাখিল॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে॥

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য-লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥
পণ্ডিতগোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥
তাঁ-সভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর * মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকিক ‡ রীত—যেন ইতরজন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্যপ্রকটন॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে ** তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে, সেই সব মনোহর॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিনকথো রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈলা হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তননর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সভে প্রসাদভোজন॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥ ††
চৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি ‡‡ শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা-সঙ্কোচনো নাম অষ্টমপরিচ্ছেদঃ॥

* 'করিয়া'। † 'ঘরে'।
‡ মুদ্রিতগ্রন্থের পাঠ—'তোমার নাহি কিছু ত্রাস'।

* 'ভক্তের'। † 'হৈছে'। ‡ 'মহাপ্রভুর'।
** 'কভু কভু তাহারে মানএ'।
†† 'ইহাঁ তাঁর দোষদ্বারে ফল লোকে শিক্ষাইল'।
‡‡ 'লোক'।

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্য-গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেহধন্যজনস্বান্ত-মরুঃ শশ্বদনূপতাম্ ॥১॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয় ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয়জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সর্ব্বরসময় ॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥
অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহতরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথদরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সে-ই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য-বিষধর ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যতজন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস-শুক-আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে * হয় অচেতন ॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বোলে প্রভু বাহির হইয়া ॥
প্রভুর দর্শনে সব লোকে প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল-
গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চঢ়াইল ॥
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥
সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দরায়।
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায় ॥
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন?।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ—॥

সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজবিষয়ী ॥
গোপীনাথপট্টনায়ক—রামরায়ের ভাই।
মালজাঠ্যাদণ্ডপাটে তাঁর অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥
দুইলক্ষকাহন তাঁর ঠাঁই বাকী হৈল।
দুইলক্ষকাহন তাঁরে রাজা ত মাগিল ॥
তেঁহো কহে—স্থূলদ্রব্য নাহি, যে গণিয়া দিব।
ক্রমেক্রমে বিকি-কিনি দ্রব্য * ভরিব ॥
ঘোড়া দশ বার হয়, লেহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্রমিত্রসনে ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়।
উর্দ্ধমুখে বারবার ইতিউতি চায় ॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ববচনে।
রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি মানে ॥
'আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায়, ঊর্দ্ধ নাহি চায়
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥'
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই † বহু লাগানি করিল—॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই ‡ বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা দেহ যদি, চাঙ্গে চঢ়াই লই কৌড়ি ॥
রাজা বোলে—যেই ভাল, সেই কর যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥
রাজপুত্র আসি তবে চাঙ্গে চঢ়াইল।
খড়্গা-উপর পেলাইতে তলে খড়্গা পাতিল ॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ—।
রাজকৌড়ি দিবার নহে, রাজার কি দোষ?॥
রাজার বিলাত সাধি খায়, নাহি রাজভয়।
দারী-নাট্য়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥
যেই চতুর, সে-ই করুক্ ** রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায়—তাহা করে ব্যয় ॥

* 'প্রভুকে দেখিতে সভে'।

* 'ক্রমে বেচি কিনি তবে আনিঞা'।
† 'সেই'। ‡ 'তোমার'।
** 'সেই চতুর করুক যাইয়া'।

হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
'বাণীনাথাদি সবংশে লৈগেল বান্ধিয়া॥'
প্রভু কহে—রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব?॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সভে কৈল নিবেদন—॥
রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী—তোমার সব দাস।
তোমাকে উচিত নহে ঐছন * উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধবচনে—।
মোরে আজ্ঞা দেহ সভে, যাঙ রাজস্থানে॥
তোমাসভার এই মত—রাজার ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লঙ মুঞি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষকাহন?॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
'খড়্গোপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥'
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে—আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়।
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে।
সভে মিলি জানাহ † জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাথে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল—।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল—॥
গোপীনাথপট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজধনক্ষয়॥
যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমেক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়?॥
রাজা কহে—এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে নিব তার, ‡ দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর যেই সর্ব্বসমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নাম্বাইল॥
'দ্রব্য দেহ রাজা মাগে'; উপায় পুছিল।
'যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ' তেঁহো ত কহিল—॥
ক্রমেক্রমে দিব সব আর যত পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ, কি বলিতে পারি?॥
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল—।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল?॥
সে কহে—বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যালাগি দুইহাথে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাছন্দবন্দ॥

হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তারে কহে কিছু সোদ্বেগবচনে—॥
ইহাঁ রহিতে নারি আমি, যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ॥
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥
রাজার কি দোষ, রাজা নিজদ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমা জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনে ত বসি।
আমাকে দুঃখ দেন নিজদুঃখ কহি আসি॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন?॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহাঁ রহি আমার নাহি প্রয়োজন॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে—।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে?॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ?।
ব্যবহার-লাগি তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজনফল—তোমাতে প্রেমধন।
বিষয়-লাগি তোমায় ভজে, সে-ই মূর্খজন॥
তোমালাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমালাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥

* 'ঐছে হৈতে' † 'যাহ'
‡ 'মাত্র'।

তোমালাগি রঘুনাথ সকল * ছাড়ি আইল।
এথাহো তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥
রামানন্দের ভাই—গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয় ॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ ॥
সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা-লাগি।
আপনার সুখদুঃখে হয় † ভোগভাগী ॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২ ॥

এথাঁ‡ তুমি বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ ?
কেহো তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সে-ই করিবে রক্ষণ ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে ॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম—।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তম ॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসংবাহন।
জগন্নাথের করে সেবার অভিনয় ** শ্রবণ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা— ॥
দেব ! শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিল কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ— ॥

গোপীনাথপটনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তাঁর সেবকসব আসি প্রভুকে কহিলা ॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন— ॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে * করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন ॥
রাজার বর্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড † ॥
রাজোচিত কৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ? ॥
আলালনাথ যাই তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা—।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহে এথা ॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটিচিন্তামণিলাভ নহে তার সম ॥
কোন ছার পদার্থ এই দুইলক্ষকাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥
রাজা কহে—তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে ॥
পুরুষোত্তমজানারে তেঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা তাঁরে দেখাইল মিথ্যা-ত্রাস ॥
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব ‡ কৌড়ি ॥
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে ॥
রাজা কহে—তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা, ইহা জানাইবা ॥

* 'বিষয়'। † 'নহে'। ‡ 'তাতে'। ** 'কারণ' 'সেবাবিধান'। মুদ্রিত পাঠ—'সেবায় করে ভিয়ান'।

* 'পাত্রে'। † 'ভণ্ড'। ‡ 'এই যাঞা আমি তাঁরে ছাড়ি দিমু'।

ভবানন্দরায় আমার পূজ্য পর্চ্চিত * ।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি রাজা ঘরে গেলা।
গোপীনাথ-বড়জানারে† ডাকিয়া আনিলা ॥
রাজা কহে—সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সে মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তোমারে ত দিল ॥
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বৰ্ত্তন ॥
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ—বিদায় ‡ তাঁরে দিল ॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহো রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে ॥
রাজ্যবিষয় ফল এই—কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে ॥
কাহাঁ চাঙ্গে চঢ়াইয়া লয় ধনপ্রাণ।
কাহাঁ সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাহাঁ দ্বিগুণ বৰ্ত্তন, পরায় নেতধড়ী ॥
প্রভুর ইচ্ছা—নাহি তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বৰ্ত্তন করি পুন বিষয় তারে দিব ॥
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥
বিষয়সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তভু ফলে এত ফল ॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব ॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি যার না পায় অনুভাব ॥
হেথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু কহে—কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলা?।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমারে করাইলা? ॥
মিশ্র কহে—শুন প্রভু! রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন—॥
প্রভু মতি-জানে ** রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষকাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥

ভবানন্দের পুত্রসব মোর প্রিয়তম।
ইহাসভাকারে মুঞি দেখোঁ আত্মসম ॥
অতএব যাহাঁ-যাহাঁ দেঙ অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করে বিচার ॥
রাজমাহিন্দার কৈল * রামানন্দ রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখাদায় ॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুইচারিলক্ষকাহন রহে ত খাইয়া ॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানাসহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার।
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানেঁ।
ভবানন্দের পুত্রসব আত্ম করি মানে ॥
তার-লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ, ইহা মতি-জানে †
সহজেই মোর প্রীত হয় তার সনে ॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তাহাঁ রায়-ভবানন্দ ॥
পঞ্চপুত্রসহ আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥
রামানন্দরায়-আদি সভাই মিলিলা।
ভবানন্দরায় তবে বলিতে লাগিলা— ॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপত্তে রাখি প্রভু! পুন ‡ নিলে মূল ॥
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলা ॥
নেতধটী মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা ॥
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা ** সকলি কহিলা ॥
বাকী কৌড়ি বাদ ††, দ্বিগুণ বৰ্ত্তন করিল।
পুন বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণপ্রমাদ।
কাহাঁ নেতধটী এই—এ সব প্রসাদ ॥
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণস্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥

* 'গর্ব্বিত'। † 'গোপীনাথে বড় জানা'। ‡ 'আজ্ঞা'।
** 'মতি-জানে'—না জানে। হিন্দীতে নিষেধার্থক 'মৎ' বা 'মতি' শব্দের প্রয়োগ প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

* 'রাজা'। † 'মানে'।
‡ 'এ প্রমাদে রাখিলে প্রভু প্রাণ'।
** 'রাজবৃত্তান্ত প্রভুরে'।
†† 'ছাড়ি'।

কিন্তু তোমাস্মরণের এই নহে মুখ্যফল।
ফলাভাস এই, যাতে বিষয় চঞ্চল॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি, যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি! ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলুঁ, মোরে বিষয় না হয়॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার, কে করে ভরণ? ॥
মহা বিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মেজন্মে তুমি-পঞ্চ মোর নিজদাস॥
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন—।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া, যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুইলোক যায়।
এত বলি সভারে প্রভু দিলেন বিদায়॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্যগুণ যাতে ব্যক্ত হৈল।
সভায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সবভক্ত উঠি গেলা॥
প্রভুর কৃপা দেখি সভার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥
তারাসব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' তবে প্রভু কৈল॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা মহাপ্রভু এত * ফল দিল॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সে-ই বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর॥
যেই ইহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্যপ্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ যায় নাশ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমপরিচ্ছেদঃ

* 'উপায় বিনা' বা 'বিনা এত দূর'।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
যেনকেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥ ১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে সবভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সব নীলাচলে যাইতে॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন-আচার্য্যনিধি-শ্রীবাসাদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীকে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ।
বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমানসেন শ্রীমান-পণ্ডিত অকিঞ্চন-কৃষ্ণদাস॥
মুরারি-পণ্ডিত গরুড়পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তখান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত-ভগবান॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যতজন।
সভাই চলিলা, নাম না যায় গণন॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দসেন চলিলা সভারে লইয়া॥
রাঘবপণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপযোগ॥
আম্রকাসুন্দী আদাকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী নাম।
লেম্বু-আদা-আম্র-কোলি বিবিধবিধান॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণসুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুকুতাপাতা কাসুন্দীতে মহাসুখ পায়॥

মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
'গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।'
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

তথাহি ভারবৌ (৮.২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-,
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং,
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি॥ ২॥

ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া॥
শুণ্ঠীখণ্ডনাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্‌পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলীভিতর॥
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব, শতপ্রকার আচার॥
নারিকেলখণ্ডনাড়ু আর নাড়ুগঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড-বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃতকর্পূর-আদি * অনেকপ্রকার॥
শালিকাঁচুটিধান্যের আতবচিড়া করি।
নূতনবস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালিতণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ † কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরমসুবাস॥
শালিধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভিজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা; আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরমশকতি॥

গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি * নিল ভরি।
আরসব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলি॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি † মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির ‡ বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার॥
ঝালির উপর মোসীন ** মকরধ্বজকর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥
এইমতে বৈষ্ণবসব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জললীলা॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে॥
সেইকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন॥
ভক্তগণ পড়ে সব প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সভারে কৈল আলিঙ্গনে॥
গৌড়িয়াসম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥
জলক্রীড়ার বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন॥
গৌড়িয়াসঙ্কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সবভক্ত লঞা প্রভু নামিল সেইজলে।
সভা লঞা জলক্রীড়া করে কুতূহলে॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন॥
পুন ইহাঁ বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাড়য়॥

* 'অমৃতকেলি কর্পূরকেলি'। † 'পূর্ণ'।

* 'সন্ধানাদি'—আচার (চাটনি) প্রভৃতি।
† 'ভরি'। ‡ 'ঝালোর'।
** 'মুহসীন', 'মুনসীর', 'মুনসির বা 'মুনুসব'।

জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজ-গণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয়॥
জগন্নাথ দেখি পুন নিজঘর আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা॥
ইষ্টগোষ্ঠী সভা লঞা কথোক্ষণ কৈল।
নিজনিজ পূর্ব্ববাসায় সভায় পাঠাইল॥
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা।
পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্যগৃহে লঞা॥
আরদিন মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥
বেঢ়াকীর্ত্তনের তাহাঁ আরম্ভ করিল।
সাতসম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥
সাতসম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন—।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীনিবাস।
সত্যরাজখান, আর নরহরিদাস॥
সাতসম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায় প্রভু' ঐছে সভার মন॥
সঙ্কীর্ত্তনকোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজ-গণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অটালী চঢ়িয়া॥
কীর্ত্তন-আটোপে * পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল॥
এইমত কথোক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥
সাতদিগে সাতসম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায়॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেইপদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥

তথাহি পদম্—

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ॥ ধ্রু॥ †

এইপদে নৃত্য করে পরম-আবেশে।
সবলোক চৌদিগে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে॥
'বোল বোল' বোলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করি হুহুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমলীর তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ—কভু হয় সরু॥
প্রতিরোমকূপে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্গদ বচন॥
এক-এক দন্ত যেন পৃথক্‌পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥
ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।
তৃতীয়প্রহর হৈল, নৃত্য নহে অবশেষ॥
সবলোকের উথলিল আনন্দসাগর।
সবলোক পাসরিল দেহ-আত্মঘর॥
তবে নিত্যানন্দপ্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমেক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সভায়॥
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেহো ‡ মন্দস্বরে গায়॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তনসমাপন।
সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন॥
সভা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদভোজন।
সভাকে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদসংবাহন॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতর যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন—॥

* 'আরম্ভে'।

† একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই পদটি এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বিন্যস্ত হইয়াছে ;—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই। মন মাতিলা রে চকা চন্দ্রকু চাহিঁ॥"

‡ 'পাঁচ ছয় জন তারা'।

একপাশ হও মোরে, দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥
বারবার গোবিন্দ কহে একদিগ হৈতে।
প্রভু কহে—আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥
গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদসংবাহন।
প্রভু কহে—কর বা না কর যেই লয় তোমার মন
তবে গোবিন্দ বহির্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতরঘর গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদসংবাহন কৈল, কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর—গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ডদুই-বহি প্রভুর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বোলে ক্রুদ্ধ হঞা—।
অদ্যাপিহ * এতক্ষণ আছিস বসিয়া?॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে?
গোবিন্দ কহে—দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে
প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে?।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে?॥
গোবিন্দ কহে মনে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবালাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাষে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা আইলে যায় প্রসাদ লৈতে।
সেদিবসের শ্রম জানি রহিলা চাপিতে॥
যাইতেহো পথ নাহি, যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এইসব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যকৃপায় জানে এই ধর্ম্মমর্ম্ম॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এইসব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডানৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজ গণ।
গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালনমার্জ্জন॥

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তননর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে-কৈল বন্যভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন॥
চারিমাস বর্ষা রহিলা সবভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সভার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহো কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দের ঠাঞি
'ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥'
কেহো পৈড়, কেহো নাড়ু, কেহো পিঠা-পানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ—প্রকার যার নানা॥
'অমুক এই দিয়াছেন' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥
ধরিতে-ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শতজনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন—।
আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ?॥
কাহোকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আরদিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদবচন—॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও, তারা পুছে বারবার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার?॥
প্রভু কহে—আদিবশ্যা * দুঃখ কাহে মানে?।
কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখনে॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে—।
নাম ধরি-ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে—॥
আচার্য্যের এই পৈড় পানা সরপুপী †।
এই অমৃতগোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরকুপী॥
শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেকপ্রকার।
পিঠা পানা অমৃতগোটিকা মণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এইসব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেকপ্রকার॥
বাসুদেবদত্তের এই, মুরারিগুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্তখানের এই বিবিধপ্রকার॥

* 'আজি কেনে'।

* 'আদিবৈশ্য'।
† 'নানা রসপুপি' বা 'পনসের পুপী'।

শ্রীমান্‌সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, আচার্য্য-নন্দন।
তাহাসভার দত্ত এই করহ ভক্ষণ ॥
কুলীনগ্রামীর এই—আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসিলোকের এই দেখ তত ॥
ঐছে সভার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ-করা নারিকেল।
অমৃতগোটিকা-আদি পানাদি সকল ॥
তথাপি নূতনপ্রায় সবদ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে?' বলি গোবিন্দে পুছিল ॥
গোবিন্দ কহে—রাঘবের ঝালিমাত্র আছে।
প্রভু কহে—আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে ॥
আরদিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥
সবদ্রব্যের কিছুকিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনের কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
চাতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
মধ্যেমধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে—আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
শাক দুই-চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকী আর ভৃষ্টপটোল ॥
ভৃষ্টফুলবড়ী আর মুদ্গদালি* সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ ॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল † আর।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি খণ্ড সার ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন কাহাঁ গণের সহিত ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥

এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধরদাস, গুপ্ত মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যতজন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥
শিবানন্দসেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র—চৈতন্যদাস নাম ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল ॥
'চৈতন্যদাস' নাম শুনি কহে গৌররায়—।
কিবা নাম ধরিয়াছ, বুঝান না যায় ॥
সেন কহে—যে জানিল, সেই ত ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥
আরদিনে চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
অভীষ্ট পুছি আনি
দধি লেম্বু আদা আর করড়ায়া লোণ*।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥
প্রভু কহে—এই বালক আমার মত † জানে।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্টভাজন ॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন-কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥
গদাধরপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ইঁহাসভার আছে ভিক্ষাদিবস নিয়ম ॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
মধ্যেমধ্যে ঘরভাতে ‡ করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের প্রসাদনিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারিপণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥

---

* 'মাষ'।
† 'মরিচঝাল বড়াম্ল মধুরাম্ল'।

* 'দধি-লেম্বু আদা আর ফুলবড়ী করড়ী লবণ'।
† 'মন'।
‡ 'ভাত'

চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন॥
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা॥
শুনিতে অমৃতসম—জুড়ায় কর্ণ মন।
সে-ই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্ত-দত্তাস্বাদনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয়॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ॥
জয় কাশীশ্বরপ্রিয় জগদানন্দপ্রাণেশ্বর।
জয় রূপসনাতনরঘুনাথেশ্বর॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু! নিজপদদান॥
জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয়জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ,।
রঘুনাথ, গোপাল—জয় ছয় মোর নাথ॥
এ-সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছেতৈছে করি লিখি আপন পাবন॥

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তনবিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায়*॥
দিনেদিনে বাড়ে বিকার—রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা-উদ্বেগ-প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥
স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দরায়।
রাত্রেদিনে করে দুঁহে প্রভুর সহায়॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হৈয়া॥
দেখে—হরিদাসঠাকুর করিআছে শয়ন।
মন্দমন্দ করিতেছেন সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন॥
গোবিন্দ কহে—উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন॥
সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন নাহি পূরে† কেমতে খাইব?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব?॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥
আরদিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস?' তাঁহারে পুছিলা॥
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন—।
'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন॥
প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয়?।
তেঁহো কহে—সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা, সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে ধর॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর সত্য নিবেদন॥
হীনজাতিতে জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হৈতে কাঢ়ি মোরে বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলা॥

* 'সামায়'।
† 'পুরে'।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া *॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
'লীলা সম্বরিবে তুমি' মোর লয় চিত্তে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ।
নয়ানে দেখিমু তোমার চান্দবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা. যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়!॥
এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥
প্রভু কহে—হরিদাস! যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে—যাও আমারে ছাড়িয়া॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস—না করিহ মায়া।
অবশ্য মো-অধমে প্রভু! করিবে এই দয়া॥
মোর শিরোমণি যেই মহা মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিকোটি হয়॥
আমাহেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাহাঁ হানি হৈল?
ভক্তবৎসল প্রভু! তুমি, মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পুরিবে প্রভু! মোর এই আশ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা † আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সবভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু-আর-বৈষ্ণবচরণ॥

প্রভু কহে—হরিদাস! কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু! যে কৃপা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু * মহা সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বরপণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপগোসাঞি-আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেঢ়ি করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম এসভার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতেকহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন।
সবভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সবভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বারবার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বরপ্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্ব্বাণ সভার হইল স্মরণ॥
'হরি কৃষ্ণ'-শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু (প্রভু) কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে আবেশ † সর্ব্বভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ত্তনে॥
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কথোক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান ‡॥
হরিদাসঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য ** করিতেকরিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণসাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥

* 'খাওয়াইলে ম্লেচ্ছ হাখাইঞা'।
† 'চলুন' বা 'চলেন'।

* 'আরম্ভাইল'। † 'অবশ' বা 'দেখি'।
‡ 'কৈল অবধান'। ** 'প্রভু চলিলা কীর্ত্তন'।

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন॥
ডোরকড়ার প্রসাদবস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাঁহা শোয়াইল॥
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বরপণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
'হরি বোল হরি বোল' বোলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁহা বেড়ি প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন। *
হরিধ্বনিকোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সবভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তনকোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই—॥
'হরিদাসঠাকুরের মহোৎসব-তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥'
শুনিয়া পসারিসব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া॥
স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন সবপসারিরে—।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে।
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথপট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সববৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারিসারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লৈয়া জনাচারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥

স্বরূপ কহে—প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহাসভা লঞা করি পরিবেশন॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
প্রভুকে সেদিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥
পুরী-ভারতীর-সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সভায় করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বোলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন-কাণ॥
"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন॥
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে তা-সভার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে ঐছে হয়ে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইলা মেদিনী॥
'জয় হরিদাস' বলি কর জয়ধ্বনি।"
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সভে গায়—জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সবভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু* বিশ্রাম করিল॥

---

* 'তবে মহাপ্রভু করে নামসঙ্কীর্ত্তন'।

* 'হর্ষবিষাদভাবে'।

এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরমবিদ্বান্।
এ-সৌভাগ্য-লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-
নির্যাণবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর॥
'হা * কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ মুরলীবদন॥'
রাত্রিদিনে এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সভে করিলা গমন॥

* 'কাহাঁ' বা 'হাহা'।

শিবানন্দসেন আর আচার্য্যগোসাঞি।
নবদ্বীপে সবভক্ত হৈলা একঠাঞি॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সভে নবদ্বীপে আসি॥
নিত্যানন্দপ্রভুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্যগোসাঞি॥
শ্রীনিবাস চারিভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দপত্নী চলে তিনপুত্র লঞা।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যতজন।
দুইতিনশত ভক্ত, কে করে গণন?॥
শচীমাতা দেখি সভে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া॥
শিবানন্দসেন করে ঘাটিসমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সভার সব কার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়াপথের সন্ধান॥
একদিন সবলোক ঘাটিআলে * রাখিলা।
সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা॥
সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ-বিনে বাসাস্থান নাহি মিলে॥
নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া—॥
'তিন পুত্র মরুক্ শিবার, এভো † না আইল।
ভোখে মরি গেলোঁ, মোরে বাসা না দেয়াইল॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া—।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া॥
তেঁহো কহে—বাউলী! কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক্ মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি প্রভুপাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তারে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘর গিয়া॥

* 'ঘাটিতে'।
† 'অবহঁ'

চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেল।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা—॥
আজি মোরে 'ভৃত্য' করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেন অপরাধ ভৃত্যের, তেন * ফল দিলা॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর, এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল কর্ম্ম।
আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম †॥
শুনি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিতমন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥
নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারে—করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান—॥
'চৈতন্যপারিষদ' মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি, তারে মারে নাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গি ‡ গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত! আগে পেটাঙ্গি উতার॥
প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে উহার সুখ॥
'বৈষ্ণবের সমাচার' গোসাঞি পুছিল।
একেএকে সভার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুর বাক্য শুনি
'জানিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি॥
'শিবানন্দে নাথি মাইলা' ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সভার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈল প্রভু-দরশন॥

বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সভারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদভোজনে সভারে বোলাইল।
শিবানন্দ তিনপুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দসম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল॥
ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
'পরমানন্দদাস' নাম সেন জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘর গেলে জন্ম হৈল তার॥
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দদাস'।
'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস॥
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার?*।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার'॥
তবে সবভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন—॥
শিবানন্দের প্রকৃতি-পুত্র যাবত এথায়।
আমার অবশেষপাত্র তারা যেন পায়॥
নদীয়াবাসী মোদক—তার নাম 'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকটে তার ঘর॥
বালককালে (প্রভু) তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয়, প্রভু তাহা খান॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালককাল হৈতে।
সেবৎসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে॥
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রীতে প্রভু † তাহারে পুছিল—॥
পরমেশ্বর! কুশলে হও? ভাল হৈল আইলা।
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে' সেহো প্রভুকে কহিলা।
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল॥
প্রশ্রয় ‡ পাগল শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেইগুণে॥

* 'যোগ্য'।
† 'মর্ম্ম'।
‡ 'পেটাঙ্গা' বা 'ঝোটাঙ্গী'।

* 'ভাগ্যের সীমা কে পারে কহিবার'।
† 'কিছু'। ‡ 'প্রচ্ছন্ন' বা 'প্রশ্রয়'।

পূর্ব্ববৎ সভা লঞা গুণ্ডিচামার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন ॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনীপ্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুর প্রিয় নানাদ্রব্য আনিয়াছে দেশে হৈতে
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে ॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্র্যে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥
এইমত নানালীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥
সবভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্বভক্তে কহে প্রভু মধুরবচন— ॥
প্রতিবৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে-যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে ॥
তোমাসভার দুঃখ জানি, নারি নিষেধিতে।
তোমাসভার সঙ্গসুখলোভ বাঢ়ে চিত্তে ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি-পারি বলিতে ॥
আচার্য্যগোসাঞি আইসেন মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গমপথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥
আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমাসভার লাগিয়া ॥
সন্ন্যাসিমানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোসভার ঋণ করিব শোধন ? ॥
দেহমাত্র ধন আমার * কৈল সমর্পণ।
তাহাঁই বিকাও যাহাঁ বেচিতে তোমার মন ॥
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝর-নয়নে সভে করেন ক্রন্দন ॥
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতেকাঁদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন ॥
সভাই রহিল, কেহো চলিতে নারিল।
আর দিন-পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়—।
সহজে তোমার গুণে জগত বিকায় ॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে ?।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ? ॥
তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্রবোধিয়া।
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥
নিত্যানন্দে কহেন—তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার ॥
চলিলা সবভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥
নিজকৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সভারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে ? ॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বরচরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥
পূর্ব্ববর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইল নদীয়ানগরে ॥
আইর চরণ যাই করিলা বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদবস্ত্র কৈল নিবেদন ॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতাকে কহিলা ॥
জগদানন্দ পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রিদিনে ॥
জগদানন্দ কহে—মাতা ! কোন-কোন-দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা—।
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পূরিয়া ॥
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাত আমি খাই, তেঁহো 'স্বপ্ন' করি মানে ॥
মাতা কহে—কভু রান্ধোঁ উত্তম ব্যঞ্জন।
'নিমাঞি ইহা খায়' ইচ্ছা হয় মোর মন ॥
পাছে জ্ঞান হয়—মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়ে মোর ঝরয়ে নয়ন ॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে ॥
নদীয়ার ভক্তগণ সভারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সর্ব্বে আনন্দ হইলা ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা আচার্য্য হইলা আনন্দ ॥

* 'তোমায়'।

বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলেন ঘরে, না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্যকথাসুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেইভক্তঘরে।
সেইসেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সে-ই মানে 'পাইল চৈতন্য'॥
শিবানন্দসেন-গৃহে যাইয়া রহিলা।
চন্দনাদিতৈল তাহাঁ একমাত্রা কৈলা॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভুর অঙ্গে দিহ তৈল' গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভুঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন—।
জগদানন্দ চন্দনাদিতৈল আনিয়াছেন॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্তবায়ুব্যাধিপ্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥
এককলস সুগন্ধিতৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহাঁ আনিয়াছে বহু যতন করিয়া॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার
তাহাতে সুগন্ধিতৈল পরমধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল—দীপ যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হইব পরমসফলে॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত—কিছু না কহিল॥
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার—।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধবচনে—।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দনে॥
এইসুখ-লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস?।
আমার সর্ব্বনাশ, তোমাসভার পরিহাস?॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
'দারীসন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুঠাঞি আইলা॥
প্রভু কহে—পণ্ডিত! তৈল আনিলে গৌড়হৈতে
আমি ত সন্ন্যাসী; তৈল না পারি লইতে॥
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে॥
পণ্ডিত কহে—কে তোমাকে কহে, মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি' আনি॥
এত বলি ঘরে হৈতে তৈলকলস লঞা।
প্রভু-আগে আঙ্গিনাতে পেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তৈল ভাঙ্গি সেইপথে নিজঘর গিয়া।
শুতিয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া॥
তৃতীয়দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
'উঠহ পণ্ডিত!' করি কহেন ডাকিয়া—॥
'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে॥'
এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানাব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥
সঘৃতশাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিগে ধরিল॥
অন্নব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥
প্রভু কহে—দ্বিতীয়পাত্রে বাঢ় অন্নব্যঞ্জন।
তোমায়-আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু—না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন—॥
আপনে প্রসাদ লয়েন, পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু?॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদু পাঞা কহিতে লাগিলা—॥
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ?।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন?॥
পণ্ডিত কহে—যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা।
আমিসব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা॥
পুনঃপুন পণ্ডিত নানাব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু—খায়েন হরিষে॥

আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন ।
আরদিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥
বারবার প্রভুর হয় উঠিবারে মন ।
পুন সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু—খায়েন সব ত্রাসে ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয়-সম্মান—।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান ॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন ।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেইস্থানে ।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥'
পণ্ডিত কহে—প্রভু ! যাই করেন বিশ্রাম ।
মুঞি এবে লইমু প্রসাদ করি সমাধান ॥
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই-রঘুনাথ ।
ইঁহাসভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জনভাত ॥
প্রভু কহেন—গোবিন্দ ! তুমি ইহাঁই রহিবে ।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন ।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন—॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসংবাহনে ।
কহিয়—'পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে'* ॥
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া ।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ ।
সভারে বাটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জনভাত ॥
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুন—॥
'দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে * আমায় ॥
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু স্বস্থ্যে করিল শয়ন ॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে ।
'সত্যভামা কৃষ্ণের যেন' শুনি ভাগবতে ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিব সীমা ? ।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা ॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেইজন ।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-
তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দসঙ্গে ।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদদুঃখে ক্ষীণ মনঃকায় ।
ভাবাবেশে তভু কভু প্রফুল্লিত হয় * ॥
কলার শরলাতে † শয়ন, ক্ষীণ অতি কায় ।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায় ॥
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হৈল ।
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল ॥
সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল ।
শিমলীর তুলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥
এক তূলী-গাণ্ডু ‡ গোবিন্দের হাথে দিল
'প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়' তাহাকে কহিল ॥
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ—।
আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা ।
তূলীগাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥
গোবিন্দেরে পুছে—ইহা করাইল কোন জন ? ।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তূলী দূর কৈল ।
কলার-শরলার উপর শয়ন করিল ॥

---

* 'আসি কহিয়' ।

* 'তপ্ত কভু প্রফুল্লিত গায়' ।
† 'সড়লাতে' বা 'শরল্লাতে' ।
‡ 'তূলী'—তোষক । 'গোণ্ডু'—বালিশ ।
পাঠান্তর—'গাঁড়ু' । সংস্কৃতে—'গণ্ড' ।

স্বরূপ কহে—তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥
প্রভু কহেন—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ? ॥
সন্ন্যাসিমানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী গাণ্ডু, মস্তকমুণ্ডন ? ॥
স্বরূপগোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥
নখে চিরি-চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস-দুইতে সেসব ভরিল ॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥
তাতে শয়ন করে প্রভু, দেখি সভে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ, বাহিরে মহাদুঃখী ॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা—বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন, তাতে না পারে চলিতে ॥
ভিতরের ক্রোধ-দুঃখ প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥
প্রভু কহে—মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি ? ।
আমায় দোষ লাগাইয়া তুমি হইবে ভিখারী ? ॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য যাইব নিশ্চিতে ॥
প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বারবার ॥
স্বরূপগোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন—
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনে তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে 'যায়' বলি ॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয় ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি কহে প্রভুর চরণে—।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ, মথুরা দেখি আইসে একবার ॥

আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশ যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥
স্বরূপগোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল— ॥
বারাণসীপর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধান যাবে * ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি বান্ধে
সব লুটি বান্ধি রাখে, যাইবারে না দে † ॥
মথুরা গেলে সনাতনসঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামিসভার চরণ বন্দিবা ॥
দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁসভার আচার-চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥
সনাতনসঙ্গে করিহ বন-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥
শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥
'আমিহ আসিতেছি' কহিহ সনাতনে।
'আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে ॥'
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥
সবভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি-চলি বারাণসী আইলা ॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুইজনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশ বন।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন ॥
সনাতনগোফাতে দোঁহে রহে একঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণসদনে॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন-পান ॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তেঁহো পাক চড়াইল ॥

* 'যাইহ'। † 'না দে'—দেয় না।

মুকুন্দসরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তেঁহো দিলা সনাতনে॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি তাঁহারে পুছিলা—॥
কাহাঁ পাইলে এই তুমি রাতুল বসন?।
'মুকুন্দসরস্বতী দিল'—কহে সনাতন॥
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি লঞা তারে মারিতে আইলা॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিলা (পণ্ডিত) হাণ্ডি চুলাতে ধরিয়া॥
'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান।
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে?।
কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে?॥'
সনাতন কহে—সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহো নয়॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে, ইহা শিখিব কেমতে?॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায়।
কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায়?॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা।
দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাই অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন॥
এইমত মাসদুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহদুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে—।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ এক স্থানে'
জগদানন্দপণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিলা—।
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল, আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দপণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া॥

প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্যটিলায় এক মঠি পাইল॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠির আগে রহিল এক ছাওনি* বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
সবভক্তসহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর বালু-আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখিল, পীলু দিলেন বাটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি খাইল হৃষ্ট হৈয়া॥
যে কেহো জানে সে আঁটি-সহিতে গিলিল।
যে না জানে—গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল॥
মুখে তার ছাল গেল, জিহ্বা পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক খেলা॥
জগদানন্দের আগমনে সভার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥
একদিন প্রভু যমেশ্বরটোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুরস্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগ-মন হরে॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
'স্ত্রী পুরুষ কেবা গায়'—না জানে বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বারি হয়, ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা।
অস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছে ত ধাইলা॥
ধাইয়া যায়েন প্রভু,—স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী গায়' বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রীর নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেইপথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে—গোবিন্দ! আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে—জগন্নাথ রাখে, মুঞি কোন্ ছার॥

* 'ছানি'। মুদ্রিতগ্রন্থের পরিবর্ত্তিত পাঠ—'ছানি'।

প্রভু কহে—তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাঁহা-তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদিমনে॥

এথা তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে ঝালি বহিয়া॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক॥
অষ্টপ্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্ব ত্যাগি চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
রঘুনাথভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদসংবাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন—॥
'তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথে॥'
রামদাস কহে—আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহে, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকনাম জপে রাত্রিদিনে॥

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' জানি কৈল আলিঙ্গনে॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁসভার বার্ত্তা পুছিলা॥
'ভাল হৈল, আইলা, দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদভোজন॥'
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদিভক্তগণসনে মিলাইলা॥
এইমত প্রভুসঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনেদিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস॥
মধ্যেমধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সে-ই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষপাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥

রামদাস প্রথম যবে* প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ।
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা॥
'বৃদ্ধ মাতা-পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।'
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গরগর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥
স্বরূপাদি-ভক্ত-ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা॥
চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতা-সেবা কৈলা।
বৈষ্ণবপণ্ডিত-ঠাঁঞি ভাগবত পঢ়িলা॥
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুন প্রভুর ঠাঁঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশে ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুন প্রভু আজ্ঞা দিলা—॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দহাথ জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটাপানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥

* 'বিশ্বাস খানি'।

সে মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতন ॥
রূপগোসাঞির সভাতে করে ভাগবতপঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন ॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিনচারি * রাগ ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে-শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে, কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন ॥
নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী-মকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে—না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সভে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধিলেন গলে ॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ॥

* 'ছয় ছয়'।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্‌ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্।
জয়জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥
জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহো যদ্যপি হয় ধীর ॥
বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?।
সে-ই বুঝে বর্ণে—চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই-দুই-কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥
সেকালে এ-দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥
ক্ষণেক্ষণে অনুভবি এইদুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন।
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকাব্যবহার ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবেতে জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমেক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে (১৩৭)

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে
উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ২

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন ॥

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই-রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ' এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ-দরশন॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখেলাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিয়া॥
দেখি গোবিন্দ অস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নাম্বাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা—
"আদিবশ্যা! * এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক্ যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন॥"
অস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নাম্বিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা—।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহো নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমারো বা হয়
পূর্ব্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহাঁ-তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ †
এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥
'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন।
'কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন॥'
প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥
ভূমির উপর বসি নিজনখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে॥
'পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ, পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ॥'
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন—হারাইল ধন॥'
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন-কৃত্য॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—
প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে,
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥ ৩॥

যথারাগঃ—
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরিহরি,
ধৈর্য্য গেল, হইল চপল॥
শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোকবেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ধ্রু
কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি,
আশাঝুলি কান্ধের উপর॥"
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন কায়
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি * মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস-শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা † নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥

---

* "আদি বৈশ্যা"।

† অতঃপর একখানি প্রাচীন পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,— "পীতাম্বর বনমালা মুরলীবদন।
চূড়ায় ময়ূরপিচ্ছ উড়ায় পবন॥"

* 'ঝালিনি' বা 'ঝাজরি'। † 'গোপী'।

দশেন্দ্রিয় * শিষ্য করি, 'মহাবাউল' নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥
কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস-, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তাসভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহাঁ রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর-আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-
কথনে (৩৫)—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান।
এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতরপ্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥
রামানন্দরায় তবে গেলা নিজঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলা দুয়ারে॥

সবরাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে
তিন দ্বার দেয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে॥
চিন্তিত হইলা সভে প্রভু না দেখিয়া
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টি জ্বালিয়া॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞি
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি॥
দেখি স্বরূপগোসাঞি-আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা॥
প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ—হাথ-পাঁচছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিনতিন হাথ।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত।
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিতেই সবভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ।
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে 'কৃষ্ণনাম' কহে ভক্তগণ লঞা
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন হইতে * অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথাহ স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে (৪)—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ,
শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা,
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি।

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
"কাহাঁ কর কি" এই স্বরূপে পুছিল॥

---

* দশ 'ইন্দ্রিয়'।

* 'চেতনা হইলে'।

স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু ! চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্দ্ধান ॥

হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি ॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই-যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥
রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটকপর্ব্বত * দেখিল আচম্বিতে ॥
গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বতদিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৬ ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইলা পাছে, নাহি পায় লাগে ॥
ফুৎকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥

স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত-গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত-শঙ্কর ॥
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরেধীরে ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাহি শক্তি ॥
প্রতিরোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
কাঁপিতেকাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সেচন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ-সংবীজন ॥
স্বরূপাদি গণ তাহাঁ আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥
উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতলজলে করে প্রভুর অঙ্গ-সম্মার্জ্জনে ॥
এইমত বহুবেরি করিতেকরিতে।
'হরি বোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে ॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চৌদিগ ভরি ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতিউতি চায়।
যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায় ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল— ॥
"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল ?।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা, দেখিতে না পাইল ॥
ইহা হৈতে আজি মুঞি গেনুঁ গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধনচারণ ॥

* কোনকোন প্রাচীন পুঁথিতে 'চিবাইয়া পর্ব্বত' পাঠ আছে। আজকাল জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া চটক পর্ব্বত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বদিকে 'চিরাই' বা 'সরাই' নামক স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান। বোধ হয় চটকপর্ব্বতের চলিত নামই 'চিরাই' বা 'সিরা'।

* 'প্রভু বিদ্যুৎপ্রায়'।

গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিগে চরে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ-ভাব সখী! বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে* ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমিসব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥
কেনে বা আনিল মোরে বৃথা দুঃখ দিতে?।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥
হেনকালে আইলা পুরীভারতী দুইজন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥
নিপটবাহ্য হৈল প্রভু দুঁহাক বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥
প্রভু কহে—দোঁহে কেনে আইলা এতদূরে?।
পুরীগোসাঞি কহে—তোমার নৃত্য দেখিবারে।
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের আড়ে † আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেরে আইলা।
সভা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদভাব।
ব্রহ্মাহো কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥
চটকগিরিগমন-লীলা রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥
তথাহি, স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ ৮,—
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-,
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো,
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥
এবে যত কৈল প্রভুর ‡ অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥

* 'চাহে কেহো'।
† 'আরে' বা 'ঘাট'।
‡ 'এই ত কহিল'।

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন * ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটক-
গিরিগমনরূপদিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম।
জয়জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন-রীতে প্রভুর স্থিতি ॥
স্নান দর্শন-ভোজন দেহস্বভাবে হয় ॥
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথদরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ ॥
এক মন পঞ্চদিগে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠাকারণ ॥

* 'কৃষ্ণের চরণ' বা 'চৈতন্যচরণ'।

সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩)—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥ ২॥

যথারাগঃ—

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ,— সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভি * পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিগে ধায়॥
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ,
সভে করে, হরে পরধন॥ ধ্রু॥
এক অশ্ব, এককক্ষণে, পাঁচ পাঁচদিগে টানে,
এক মন কোন দিগে যায়?।
এককালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এ দুঃখ সহন না যায়
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহাসভার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি-পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়। †
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস-নর্ম্ম-ধারী,
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে ‡ কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণমন॥

* 'লোভে'। † 'জুড়ায়'
‡ 'ভে'।

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥
এত কহি গৌরহরি, দুইজনের কণ্ঠে ধরি,
কহে—শুন স্বরূপ রামরায়!।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতিদিনেদিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোকপঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে॥
বৃন্দাবনভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা॥
সেইভাবাবেশে প্রভু প্রতিতরুলতা।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহি বুলে যথাতথা॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।৯, ৭, ৮)—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-,
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ,
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৩॥
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ৪
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥৫

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার!।
তীর্থবাসী সভে কর পরউপকার॥

কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা,—পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পাঞা পুন করে অনুমান—।
'এসব পুরুষজাতি—কৃষ্ণের সখার সমান॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায়॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে।'
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে—॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে!।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে?
তুমিসব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥
উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন অন্তরে—।
'এ ত কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে।'
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১১)—

অপ্যেণপত্‌ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-,
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ,
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ৬॥

কহ মৃগি! রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক * অন্যথা।
রাধার প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূরে-হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গসঙ্গ॥
রাধা-অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
'কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই?—না শুনে কাহিনী॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখাসব পড়ি আছে পৃথিবী-উপরে॥
'কৃষ্ণ দেখি এইসব করে নমস্কার।'
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো,
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং.
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৭॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান?।
কিবা নাহি করে?—কহ বচন প্রমাণ॥
'কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে?—ইহার নাহিক সংবিত॥'
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল॥
পূর্ব্ববৎ সভে মিলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিগে প্রভু করে দরশন॥
'কাহাঁ গেলা কৃষ্ণ, এখনি পাইনু দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র-মন॥
পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন॥'
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪)—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ ৮

যথারাগঃ—

নবঘন-স্নিগ্ধ বর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্র-মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি!. কি করি উপায়?।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু

* 'না কহ' বা 'না করিহ'।

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে * নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ।
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর † গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে মোরচয় ।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয় ॥
লীলামৃত-বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল ॥
পুন কহে—হায়-হায়, পড়-পড় ‡ রামরায় !,
কহে প্রভু গদ্গদ-আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-,
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৯ ॥

যথারাগঃ—

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুস্মিত-চার ।
ব্রজনারী আসি-আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥
বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি গণে' ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে** নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ।
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা-সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ ।

ব্রজদেবী লক্ষলক্ষ, -সভার মনোবক্ষ,
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ।
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায় ।
দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥
কৃষ্ণকরপদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন ।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালাবিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
যেই শ্লোক পাঞা* রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষস্থলঃ,
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলুঁ ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইলুঁ ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥

তথাহি—(ভাঃ—১০।২৯।৪৮)—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১ ॥

স্বরূপগোঞিকে কহে—গাও এক গীত ।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সংবিত ॥
শুনি স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিয়া ।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে (২।৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ১২ ।

* 'নহে' । † 'নবাভ্র' ।
‡ 'পড় স্বরূপ' । ** 'হানে' ।
* 'পড়ি' ।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা ।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল ।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ।
ভাবে-ভাবে মহা যুদ্ধ,—সভার প্রাবল্য ॥
একেক পদ পুনঃপুন করায় গায়ন ।
পুনঃপুন আস্বাদয়ে, বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বারবার ।
না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥
'বোল বোল' প্রভু কহে, ভক্তগণ শুনি ।
চৌদিগে সভে মিলি করে হরিধ্বনি ॥
রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল ।
বীজন্যাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥
প্রভু লঞা গেলা সভে সমুদ্রের তীরে ।
স্নান করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে ॥
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন ।
রামানন্দ-আদি সভে গেলা নিজস্থান ॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার ।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥
প্রলাপসহিত এই উন্মাদবর্ণন* ।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
১ম-স্তবে (৬) —

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া,
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা, না যায় লিখন ।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-
বিহারো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥

'বর্ণন' ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে ।
ভক্তগণসঙ্গে সদা প্রণয়-বিহ্বলে ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥
তাঁসভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহ্য হৈল ।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥
তাঁসভার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনু তেঁহো নাহি কহে আন ॥
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
কৌতুকে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি পাশক চালায় ॥
রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈলা বুড়া ॥
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ ।
সভার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছেন ভোজন ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয় ।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঞি যায় ॥
তার ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া ।
কাহাঁও না পায় যবে, রহে লুকাইয়া ॥
ভোজন করিয়া পাত্র ফেলাইয়া যায় ।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥
শূদ্রবৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা ।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
ভূমিমালিজাতি-বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম ।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তার স্থান ॥
আম্র ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল ।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥
পত্নীর সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া ।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কথোক্ষণ করি তার সনে ।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে—॥

আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি* সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন ? ॥
আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥
কালিদাস কহে—ঠাকুর ! কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইলুঁ মুঞি পতিত পামরে ॥
পবিত্র হইলুঁ মুঞি পাইলুঁ দর্শন।
কৃতার্থ হইলুঁ, মোর সফল জীবন ॥
এক বাঞ্ছা হয়, যদি কৃপা করি কর।
পাদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর ॥
ঠাকুর কহে—ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জনরায় ॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ুঠাকুরের সুখ বড় হৈল ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

তথাহি (ভাঃ—৭।৯।১০)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-,
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-,
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৪॥

শুনি ঠাকুর কহে—শাস্ত্রে এই সত্য কয়—।
সেই শ্রেষ্ঠ, ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় † ॥
আমি নীচজাতি, আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা ॥

তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাঁহার চরণচিহ্ন যেইঠাঞি পড়িলা ॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল ॥
কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া *।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥
চুষি-চুষি চোকা আঠি পেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওাঞা তাঁর পত্নী খাএন পশ্চাতে।
আঠি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পেলাইল লঞা ॥
সেই খোলা আঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে-চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সভার নিল অবশেষে ॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহা কৃপা কৈলা ॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিগে কপাটের আড়ে।
বাইশপশার ‡ তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দর্শন ॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম—।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন ॥'
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥
একদিন প্রভু তাহাঁ পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাহাঁ পাতিলেন হাথে ॥
একাঞ্জলি দুই-অঞ্জলি তিনাঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল— ॥

* 'জাত্যে'।
† 'নীচ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি নয়'।

* 'নিকাশিয়া'।
† কতিপয় প্রাচীন পুঁথিতে 'আঠি', 'চোকা', ও 'খোসা' পাঠের পরিবর্ত্তে—আঁঠি, চোপা, ও ঠোলা পাঠ আছে।
‡ 'পাহাচার' বা 'পাছের'।

'অতঃপর আর না করিহ বারবার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার॥'
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস—জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥
বাইশপশার * উপর দক্ষিণ-দিগে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে—উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বারবার॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণম্—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ-শিলাটঙ্কনখালয়ে॥ ৫॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো,
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো,
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথদরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল † প্রভুর কৃপাসীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল,।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ,—তিন মহাবল॥
এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃপুন সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

* কোন কোন পুঁথিতে 'বাইশপশার পাছে' বা 'বাইশপশার পাছের' পাঠ আছে।
† 'পাওয়াইলে'।

তাতে বারবার কহি, শুন ভক্তগণ!।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনামপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোটপুত্র সঙ্গেতে আনিলা॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণবন্দনে॥
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বোলে বারবার।
তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তভু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥
প্রভু কহে—আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবরপর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি কহেন হাসিতে—॥
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥
মনেমনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥
আরদিন প্রভু কহে—পড় পুরীদাস!।
এক শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ॥

তথাহি কর্ণপূরকৃতশ্লোকঃ—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-,
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং,
মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥ ৭॥

সাতবৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারিমাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল, সভে গেলা গৌড়দেশে॥
তাঁসভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুন হৈল উন্মাদ প্রধান॥

রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ * ॥
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথদর্শনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে।
তারে কহে—কাহাঁ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ?।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাথ ॥
সেই কহে—ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দর্শন ॥
'তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।'
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাথ ॥
সেই বোলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥
গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৭)—
ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে,
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮

হেনকালে গোপালবল্লভভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদিসহ আরতি বাজিল ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁই কৈল আগমন ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাথে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্কোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥
তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি † দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥
কোটি অমৃত-স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাহাঁ হৈতে আইল ?।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল ॥'

এইবুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল ॥
'সুকৃতিলভ্য-ফেলালব' বোলে বারবার।
ঈশ্বরসেবক পুছে—প্রভু! কি অর্থ ইহার ?।
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ, তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায়, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা, সে-ই তাহা পায় ॥
'সুকৃতি'-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সে-ই ধন্য ॥
এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষানির্বাহন।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ * ॥
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন ॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুন নিজ-গণ-সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানাকৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরীভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥
রামানন্দ-সার্বভৌম-স্বরূপাদি গণ।
সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন ॥
প্রভু কহে—এইসব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য ॥
রসবাস গুড়ত্বক্-আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব ॥
দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত ॥
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥
তাতে এইদ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥

---

* 'কৃষ্ণ-শব্দ-স্পর্শ' বা 'কৃষ্ণের পরশ'।
† 'মহাপ্রসাদ প্রভু জিহ্বায়'।

* 'স্ফুরণ'।

অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥
হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৪)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং,
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ৯॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮)—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরং,
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট * হঞা।
দুইশ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥

যথারাগঃ—

তনু-মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধরচরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা-পিঞা,*
গোপীগণে জানায় নিজ পান—।
অহো শুন গোপীগণ!, বলে পিঙ তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা † পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিগতের জন ‡।
আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন॥
নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোকে করে হাসি
এইমত নারীরে নাচায়॥
শুষ্কবাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি!।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই॥
অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে-অধর-সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃতসমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা'॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব,
এ দম্ভে কে বা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দন্তপরিপাটী।

* 'প্রভু গোপীভাবাবিষ্ট'।

* 'পিয়াইঞা'। † 'আসি'। ‡ 'মন'।

তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত-সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥
এ সব তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ ?।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত-পান ॥
কহিতে-কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল।
ক্রোধ-অংশ* শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥
পরমদুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহো করিতে না পায় পান।
তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহো সদা পান করে।
যোগ্যজন নাহি পায়—লোভে মাত্র মরে॥
তাহে জানি, কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥
কহ রামরায়! কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পঢ়ে রায় গোপিকার বচন ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথারাগঃ—

এহোঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥
গোপীগণ! কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্রজপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ?॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।

এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষজাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার * তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটাধররস, † হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥
এ ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি।
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ‡ ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে
সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা পায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি, করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস-প্রসাদ-বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ ॥

---

* 'মন'।

* 'তভো' 'ইহার' বা 'বহু'।
† 'জুঠাধররস'। ‡ 'এ'।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্ ।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্ ॥১

শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে ।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয় ।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥
মধ্যেমধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া ॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা ।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেলা ॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন ।
সবরাত্রি প্রভু করে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান ।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা পয়াণ ॥
তিন-দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া ।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ ।
তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া ।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া ॥
তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ ।
দীয়টী * জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
ইতিউতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ।
গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
পেটের ভিতর হস্ত-পাদ—কূর্ম্মের আকার ।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল ।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল ॥

গাবীসব চৌদিগে শুঙ্খে * প্রভুর অঙ্গ ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন ।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥
চেতন পাইলে হস্ত-পাদ বাহিরাইল ।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি-উতি ।
স্বরূপে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি ? ॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে ।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥
তাঁর পাছেপাছে আমি করিনু গমন ।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥
গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাস ।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥
হেনকালে তুমিসব কোলাহল করি ।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি ॥
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী ।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥"
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী— ।
"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন শুনি ॥"
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।২৯।৪০)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-,
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২ ॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা ॥

যথারাগঃ—

হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন ।

* 'দিউটী' বা 'দিয়ড়ী'

* 'শুঙ্গে' 'শুঙ্খে' বা 'শোঁকে'।

কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥
নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়? ॥ ধ্রু ॥
কৈলা যত * বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে † কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি রোষ, কহি 'পতিত্যাগ দোষ',
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায় ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এইসব শঠপরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এইসব কুটিনাটী ॥
বেণুনাদ-অমৃতঘোলে, অমৃতসমান মিঠা বোলে,
অমৃতসমান ভূষণ-শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত? ॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে ‡ মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ, **
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥

অস্যার্থঃ; যথারাগঃ—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গুণে †† কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে
পুন কাণ বাহুড়ি না আয় ॥
কহ সখি! কি করি উপায়?।
কৃষ্ণের সে শব্দগুণে, হরিলে আমার কাণে
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥
নূপুর কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥
সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত
স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন
কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥
যেবা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি
জগন্নারীচিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূলে হয় দাসী
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ
তপ করে, তভু নাহি পায় ॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস প্রতিস্মৃতি
নানাভাবের হইল মিলন ॥
ভাবসাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্তি
সেই ভাবে পড়ে সেই শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেইশ্লোকের করে অর্থে
যেই অর্থ না জানে সব লোক ॥

---

* 'গর্ব্বে' বা 'জগতে'।
† 'হানে'। ‡ 'ভাসে'।
** 'নদন্নবঘনধ্বনিঃ শ্রবণহারিসৎসিঞ্জিতঃ'।
†† 'গানে'।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ ৪ ॥

যথারাগঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়॥
হা হা সখি! কি করি উপায়?।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ ধ্রু॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতিভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থনির্ধারণ— ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥
কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে— ।
যারে চাহি ছাড়িতে সে-ই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে—যে-জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥
ঔৎসুক্যের প্রাবল্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে—॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লৈয়া॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের* গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রিদিনে।
উন্মাদচেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন?।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য।
সর্ব্বভাবে ভজ লোক! চৈতন্যচরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃতধন॥
এই ত কহিল কূর্ম্মাকৃতি-অনুভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ ;—(৫)—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

* "জগন্নাথবল্লভ নাটক"।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মা-কারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো-নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-,
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব ।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন রাত্রিমখিলাং,
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে ।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল ।
প্রভু নিজ-গণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥
উদ্যানে-উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে ।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে-শুনিতে ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্তন ।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায় ।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে ।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক ।
সভার অর্থ করে, কভু পায় হর্ষ শোক ॥
সেসব শ্লোকের অর্থ সেসব বিকার ।
সেসব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥
দ্বাদশবৎসরে যে-যে লীলা ক্ষণেক্ষণে ।
অতি বাহুল্যভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে ॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন ।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন ॥
সহস্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত ।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত ॥
কোটিযুগপর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ ।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ ॥
ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার ।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কে বা ছার আর ॥
ভক্তপ্রেমের যত দশা, যে গতি প্রকার ।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে * জানিতে ।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায় ।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঁয় ॥
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেইজন ।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ ।
কৃষ্ণপ্রেমাকণের তৈছে জীবের স্পর্শন ॥
ক্ষণেক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত ।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ? ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন ।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥
এইমত রাসের শ্লোকসকলি পড়িলা ।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।২২)—
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-,
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ,
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে-ভ্রমিতে ।
এক টোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল ।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা ।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে ।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে— ॥

* 'পারি' ।

তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ককাষ্ঠ।
বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥
কোনার্কের দিগে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥
'যমুনাতে জলকেলি গোপীগণসঙ্গে।
কৃষ্ণ করে'—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥
ইহাঁ স্বরূপাদি-গণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাহাঁ গেলা প্রভু?' কহে চমকিত হঞা ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু, লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা—॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা?।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে?।
চটকপর্ব্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে? ॥
এত বলি সভে বুলে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কথোজন লঞা * ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
'অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু' নিশ্চয় করিল ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট-আশঙ্কা-বিনু মনে নাহি আন ॥

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে (৪)—

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৩ ॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুগতি করিলা।
চিরাইয়াপর্ব্বতদিগে কথোজন গেলা ॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে-করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
বিষাদে বিহ্বল সভে—নাহিক চেতন।
প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ ॥
দেখে এক জালিয়া † আইসে কান্ধে জাল করি
হাসে কান্দে নাচে গায়, বোলে 'হরিহরি' ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সভার চমৎকার।
স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার—॥
কহ জালিক! এইদিগে দেখিলে একজন?।
তোমার এ দশা কেনে, কি ত কারণ? ॥

জালিয়া কহে—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল ॥
'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল।
ভয়ে কম্প হৈল মোর—নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী, রোম উঠিল সকল ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥
শরীর দীঘল তার—হাথ পাঁচ-সাত।
একেক হাথ পাদ তার* তিনতিন হাথ ॥
অস্থিসন্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ † নাহি রহে ধড়ে।
মড়া-রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু 'গোঁ গোঁ' করে, কভু রহে অচেতন ॥
সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর কৈছে জীবে' স্ত্রী-পুত ॥
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥
একা রাত্র্যে বুলি, মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূতপ্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ-স্মরণে ॥
এই ভূত 'নৃসিংহ'-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে ॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সভারে ॥
এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী—॥
'আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।'
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে ॥
তিন চাপড় মারি কহে—'ভূত পলাইল'।
'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল ॥
একে প্রেম, আরে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল, সেই কিছু হৈল ধীর ॥

---

* 'কোথাও না পাঞা'।
† "জালুয়া"।

* "লম্ব" বা "দীর্ঘ"।
† "তাহা দেখি প্রাণ কারো" বা "তাহা দেখি প্রাণ মোর"।

স্বরূপ কহে—যারে তুমি কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতপ্রেতজ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥
এবে ভয় গেল তোমার—মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠাঞাছ?—দেখাহ আমারে ॥
জালিয়া কহে, প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছোঁ বারবার।
তেঁহো নহে, এই অতি বিকৃতি-আকার ॥
স্বরূপ কহে—তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার ॥
শুনি সেই জালিয়া * আনন্দিত হৈল।
সভা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল ॥
ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেততনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায় ॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া ॥
সভে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে ॥
কথোক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধবাহে ইতি-উতি করে দরশনে ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল—
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর ॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥
অর্দ্ধবাহে কহে প্রভু প্রলাপবচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে ॥
'কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার-জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে † ॥

যথারাগঃ—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখীকরে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠান ॥
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্তকরিবর, চঞ্চল করপুষ্কর
গোপীগণ-করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল-পেলাপেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার।
সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন
ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ
সে অমৃত সুখে পান করে ॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥
সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে
সহস্র পাদ নিকট-গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গে
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে
ছাড়িল তাঁহা যাহাঁ অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সভার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে
তরঙ্গহস্তে পত্র সমর্পিল

---

* হস্তলিখিত পুঁথিতে 'জালিয়া'র পরে—'মনে', 'আতি' বা 'মহা'—অতিরিক্ত পাঠ আছে।

† 'সখী সঙ্গে দেখায় সে রঙ্গে' বা 'সখীগণে দেখায় সখীরঙ্গে'।

কেহো মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কবরী করিল।
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জবন গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে নারি চিহ্নিতে॥
এথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিঞা সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা।
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি-আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে সখীগণ॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
জলে হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্-পৃথক্ যুগল,—
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক-লাগি দোঁহার রণ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহাঁ দুঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার পরকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ জুড়াইল॥
ঐছে চিত্র* ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দির কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যতজন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল॥
উত্তম সংস্কার করি, বড়বড় থালী ভরি,
রত্নমন্দির-পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি-সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানাভাঁতি,
কলা কোলি বিবিধপ্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর॥
খরমুজা খিরিণী তাল, কেশর পানীফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত?॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপূপী অমৃত-পদ্ম-চিনি।
খণ্ড-খিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
কেহো করে বীজন, কেহো পাদসংবাহন,
কেহো করায় তাম্বূলভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমিসব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

---

* জল।

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিল—॥
ইহাঁ কেনে তোমরাসব আমা লঞা আইলা ?—
স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা—॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রতরঙ্গে ভাসি এতদূর আইলা ॥
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥
সব রাত্রি তোমারে সভে বেড়াই অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলুঁ আসিয়া॥
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সভে মনে পাই পীড়া॥
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহায়ে শুনিল ॥
প্রভু কহে—স্বপ্ন দেখিলাঙ—বৃন্দাবনে।
দেখি—কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ-সনে ॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল—হেন লয় মনে॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥
এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন।
ইহা যেই শুনে—পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥
প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে—।
"নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিহ নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিহ তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥
যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার ॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥"
গোপলীলায় পায়ে যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকলি কহিলা॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥
তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারেঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে, কেহো বুঝিতে না পারে ॥
"প্রভুকে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥
বাউলকে কহিহ—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ— হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥
তর্জ্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন করিলা॥

জানিঞাহো স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে পুছিল—
এই ত তর্জ্জার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা-লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা-লাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন?॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেইদিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদদশা দ্বিগুণ বাঢ়িল॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

তথাহি ললিতমাধবে (৩।২৫)—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ,
ক মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-,
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥ ২॥

যথারাগঃ—

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
তিলেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী,
নিজকরামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে* লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গাররস ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না সানি, †
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি! তোর ‡ তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় উলাহন,
পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৯।১৯)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া,
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং,
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৩॥

* ‘হৃদয়ে’।
† “শৃঙ্গাররস ছানি ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না আনি” বা ‘শৃঙ্গাররসসারে ছানী, চন্দ্রজ্যোৎস্নাসারে শানি’। ‡ ‘মোর’।

অস্যার্থঃ ; যথারাগঃ—

না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালকসমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস্ বিধান॥
অরে বিধি! তো বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর?॥ ধ্রু॥

অরে বিধি! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাঢ়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার॥
'অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ
ইহা যদি কহ দুরাচার!।
তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥
আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় মোয় * সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর॥
সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন-হাথে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,†
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিলে প্রণয়॥
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন-দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈলে উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে 'হায় হায়',
হাহা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি?।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥
তবে স্বরূপ রামরায়, 'করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন * সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত বিলপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে বসি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে † মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু— পড়ে রক্তধার।
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখসঙ্ঘর্ষণ।
'গোঁ গোঁ' শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন।
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা, দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল
'কাহা কৈলে এই তুমি?' স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, না পারি যাইতে॥
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে করে যে বোলে সব উন্মাদ-লক্ষণ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আরদিনে॥
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্করপণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ॥
'প্রভুপাদোপধান' বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে ‡ যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥

তথাহি (ভাঃ—৩।১৩।৫

(ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং,)
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।

* "তোর আমার"।
† "হেরি"।

* "গাইয়া"। †. "ভিতরে"।
‡ সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ—'উদ্ধবে'।

(প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং,
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট) ॥ ৪

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে ওড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু * বাহির যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ,
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং,
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে, কভু ডুবে ভাসে॥
একদিন বৈশাখের পৌর্ণমাসীদিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভনাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুকশারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিখায় নর্ত্তন॥
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্তপ্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান॥
'ললিত লবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজ-গণ লৈয়া॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে‌ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥

* রাত্রে।

কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬)—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ,
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ৬

যথারাগঃ—

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাহাঁ বৈসে,
কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায়॥ ধ্রু॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে॥
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল * চুরি॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥

* 'মিলি ডাক দিয়া করে' বা
"মেলি ডাকে যেন কৈল"।

সেই গন্ধের বশ নাশা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে,'পিঙো পিঙো'তভু করে
না পাইলে তৃষায় মরি যায়॥
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের* হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই-আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ গায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥
মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্ত্যে মুখসংঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই-চারি-লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য॥
এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথদরশন॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা—দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১২)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৭॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেমপ্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহা সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে-শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-
প্রলাপমুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম
ঊনবিংশতিপরিচ্ছেদঃ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে॥ ১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবস কৃষ্ণবিরহবিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এইদুইজনার সনে।
রাত্রি-দিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর—হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই-সেই ভাবে নিজশ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥
কোনোদিনে কোনভাবে শ্লোকপঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ॥
হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়!।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ * কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

তথাহি (ভাঃ—১১।৫।৩২)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২॥

* 'চান্দের'।

* 'করে'।

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য, পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ-শোক॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেকপ্রকার।
কৃপাতে করিল* অনেক-নামের প্রচার॥
খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়
তার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়!॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৫॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতেকহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব—যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং,
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৬॥

ধন জন নাহি মাগোঁ—কবিতা* সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুন মাগে† দাস্যভক্তিদান।
আপনাকে করে সংসারিজীব-অভিমান॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং,
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-,
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৭॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা,
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৮॥

প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন॥
'দাস' করি বেতন‡ মোরে দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগস্ফুরণ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলপন॥

* 'কহিল' বা 'করিলে'।
* 'কবিত্ব' † 'মাগোঁ'। ‡ 'বর্ত্তন'।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৯

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন * না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখীসব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব একঠাঞি করিল উদয়॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িল॥
সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-,
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ১০॥

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, তার নাহি পাই পার॥

যথারাগঃ—

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনু মন,†
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তাসভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী?।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাথে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তারে সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা * জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজসুখে মানে কাজ, † পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ।
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি-লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি, জীয়াইলে মৃত পতি,
তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে 'তুমি ‡ প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান॥

---

* 'মন' বা' দেহ'। † 'জারেন আমার মন'।

* 'মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ,—'মর্ম্ম নাহি'। † 'লাজ'। ‡ 'মোরে'।

কান্তসেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী॥
এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সেপ্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এইশ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নিবন্ধ *॥
এইমত প্রভু উত্তভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে-শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনেদিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানাভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেইযেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশবৎসর ঐছে দশা রাত্রি-দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধুসনে॥
সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে বর্ণে—নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহা কে পারে বর্ণিতে?।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই-অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীরলীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি. তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার?॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ * বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তার আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল—সেহো সংক্ষেপ করিয়া।
'লিখিতে না পারি' গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানেস্থানে।
সেই বচন শুন সেই † পরম প্রমাণে—॥
'সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥'
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে ‡ স্থানেস্থানে
সত্য কহে—'ব্যাস আগে করিব বর্ণনে'॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধিসমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব—পক্ষী বাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
'আমি লিখি' এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলীসমান॥

* 'নিবন্ধ'।

* 'যত্তেক বুদ্ধ্যের গতি ততেক'।
† 'সেই'। ‡ 'ঐছে লিখে'।

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে-বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের * পীড়ায় ব্যাকুল,—রাত্রিদিনে মরি॥
পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ—॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতাবৃন্দ।
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইঁহাসভার চরণকৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতি কৃপা করে॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়, তভু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা! না করিহ রোষ॥
তোমাসভার † চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে-কিছু লিখন॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ॥
প্রথমপরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয়মিলন।
তার মধ্যে দুইনাটকের বিধান-শ্রবণ॥
তার মধ্যে শিবানন্দসঙ্গে কুক্কুর যে আইল।
প্রভু তারে 'কৃষ্ণ' কহাইয়া মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয়ে ছোটহরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহিমধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদরপণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা-স্থাপন॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ॥
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে ‡ তাঁরে কৈল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইল বৃন্দাবন॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়ের দ্বারে § তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল॥
তারি মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা-স্থাপন॥
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব হৈলা॥
দামোদরস্বরূপ-ঠাঞি তাঁরে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা॥
সপ্তমপরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানা মতে কৈল তার গর্ব্বখণ্ডন॥
অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন॥
নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক-বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘবপণ্ডিতের তাহা ঝালির সাজন॥
তাহি-মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তাহি মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন॥
একাদশে হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহা দেখাইল গৌর ভগবান্॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইল।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিল॥
রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥
তাহি-মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থিসন্ধি-ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥
চটকপর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তাহি-মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপবর্ণন॥
পঞ্চদশপরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে॥
তাহিমধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তাহি-মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা॥
শিবানন্দবালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥

* 'ক্লেশের' † 'তামসভার'।
‡ 'ধূপে'। § 'রামানন্দ দ্বারে'

মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব * আস্বাদিল ॥
সপ্তদশে গাবীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাহাঁই উদ্গম ॥
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল।
ভাবশাবল্যে পুন কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥
অষ্টাদশপরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাহাঁ দরশন ॥
তাহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইলা, প্রভু † আইলা স্বভবন ॥
উনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি-প্রলাপবর্ণন ॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থবিবরণ ॥
বিংশতিপরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
ভক্ত ‡ শিক্ষাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আস্বাদিল ॥
মুখ্যামুখ্য লীলার তাহা করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে ** গ্রন্থবিবরণ ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেকপ্রকার।
মুখ্যামুখ্য গণিল, শুনিতে জানিব অপার †† ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর—সব গৌড়িয়ার নাথ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥
নিজশিরে ধরি এইসভার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সববাঞ্ছিতপূরণ ॥
সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন * রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুণা বাণী—আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥
সবশ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
যাসভার চরণকৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম
বিংশতিপরিচ্ছেদঃ ॥

* 'রস'। † 'প্রভুকে' বা 'ভাবে'।
‡ 'ভক্তি'।
** 'স্ফুরে'। †† 'আর'।

* 'নাচাই'।

অন্ত্য-লীলা সমাপ্তা।

* ॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ *

॥ *॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু ॥ *

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ,
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্‌যঃ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং,
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্‌ ॥ ১ ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতৎ চৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ॥ ২ ॥
পরিমলবাসিতভুবনং, স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্‌।
গিরিধরচরণাম্ভোজং, কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্‌
শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১ ।

অধিক; কিন্তু দুঃখ ও জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতায় কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন; অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না; জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়?

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা	১৮	৷৷৵০	।০	৶০	৴০
২নং কৌটা	৩৭	১৶০	।০	৶০	৴০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৷৵০	।০	৶০	৴০
বিশেষ বৃহৎ-গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ					
৪নং কৌটা	১৪৬	৭।০	।০	৶০	৴০

প্রধান অমাত্যের পত্র।

দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া থাকেন। দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর নিজ রাজ্যের প্রজাবর্গমধ্যে এই বিজয়া বটিকা যে চালাইয়া থাকেন, তাহা এই নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলেই বিশেষ উপলব্ধি হইবে। বৎসরের মধ্যে একবার নহে,—প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ ডজন ডজন বিজয়া বটিকা পাঠাইতে হয়।

দ্বারবঙ্গাধিপের প্রধান অমাত্য (প্রাইভেট সেক্রেটরী) বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত কেশিমিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন;—"দ্বারবঙ্গ নরেশের জন্য ৩নং ৭২ কৌটা অর্থাৎ ছয় ডজন বিজয়া বটিকা পাঠাইয়া দিবেন।" কমিশন বাদ এই ৩ নং ৭২ কৌটার মূল্য ১০৫৲ এক শত পাঁচ টাকা।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে;—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে?

পঞ্জাব প্রদেশস্থ উকীলের পত্র।

পঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোরের প্রধান বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়, বি, এ, বি, এল মহোদয় ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন,—তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"আপনার সুপ্রসিদ্ধ 'বিজয়া বটিকা' দ্বারা আমি যে অসামান্য উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনাকে আনন্দসহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত বহুদিনের পুরাতন জ্বর এবং বাতজ্বর,—অন্যান্য অনেক রকম ঔষধে যাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, আপনার বিজয়া বটিকা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর ৩নং বিজয়া বটিকার এক কৌটা ভিঃপিঃতে পাঠাইয়া দিবেন।"

কলিকাতা, ৭৯ নং হারিসন রোড,

বি, বসু, এণ্ড কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্যাখ্যাতা

শ্রীল-শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত।

ব্যাসাবতার শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-বিরচিত উক্ত মহাগ্রন্থ আড়াইশত-বৎসরেরও প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি মিলাইয়া বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কৃত শ্লোকসমূহের স্থান-পরিচয়, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও সূচী, পদ্যাংশের ভাবব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ-সমূহের অকারাদি-বর্ণমালানুসারে সুসজ্জিত অভিধান, গ্রন্থোল্লিখিত দেশ-সমূহের পরিচয় এবং অকারাদি-বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত সূচী (ইহার সাহায্যে কোন্ দেশের নাম, গ্রন্থের কোন্ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে এবং সেই সেই দেশের বর্ত্তমান নাম কি, কোথায় বা সেই দেশটী অবস্থিত ইত্যাদি বিষয় জানা যাইবে), গ্রন্থোল্লিখিত মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবৃন্দের নামের সূচী অর্থাৎ কাহার নাম কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে তাহার অকারাদি-বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতির সহিত উত্তম কাগজে, নূতন বড়-বড় অক্ষরে, নির্ভুলরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বাজারে এখন যে সকল 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' (কেবল মূল মাত্র) অল্প-মূল্যে পাওয়া যায়;—সম্পাদকগণের দায়িত্ব-বোধ না থাকায় এবং প্রাচীন-বাঙ্গালাভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন, তাহাতে যে কত স্বকপোল-কল্পিত ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের যে কতদূর অপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই মহাগ্রন্থের এরূপ টীকা-ব্যাখ্যাদি-সমন্বিত সুবিশুদ্ধ সংস্করণ আর হয় নাই। দেখিয়া সকলেই ধন্যধন্য করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ক্রয় করিতে হইলে, এই সংস্করণ না দেখিয়া, যেন কেহ ক্রয় না করেন, ইহাই অনুরোধ। মূল্য—সুলভ সংস্করণ ২৲ দুই টাকা, রাজ-সংস্করণ (মোটা কাগজে) ৩৲ তিন টাকা, মহারাজ-সংস্করণ (উত্তম বাঁধাই) ৩।০ সাড়ে তিন টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত সুদুর্লভ টীকা, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীপাদ মদনগোপাল গোস্বামিপ্রভু-কৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, সম্পাদক-কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র প্রভৃতি সমেত। সাধারণে সুপরিচিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস শ্রীল শ্রীপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীল শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু পরম যত্নে নির্ভুলরূপে উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদনপ্রণালী দেখিয়া, সকল সমালোচকই সমস্বরে কহিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের সম্পাদনপ্রণালী প্রশংসার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব, বিবিধ অবতারের বিশেষ পরিচয় এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে হইলে, এই গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে হয়। সোণার জলে সুন্দর বাঁধাই; মূল্য ২।০ নয় সিকা; ভিঃপিঃ মাঃ ৶০ তিন আনা। পুস্তক অল্পই আছে।

প্রাপ্তি স্থান—১১ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, শিমুলিয়া কলিকাতা।